আজকের আকর্ষণ

জুলাইয়ের আত্মত্যাগের চেতনাকে লাভজনক চেতনা বানাবেন না : তথ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ও অর্জনকে কেন্দ্র করে কেউ যেন কোনো ধরনের ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে না পারে, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেছেন, সমাজে যখনই অন্যায় ও শোষণ বেড়েছে, এরপর পৃষ্ঠা ২

তারেক রহমানকে ছাত্রদলের লাগাম টানতে হবে: সারজিস আলম

স্টাফ রিপোর্টার

বিএনপি যদি পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী আমলের পুনরাবৃত্তি না করতে চায়, তাহলে ছাত্রদলের লাগাম টানতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম। তিনি বলেন, "ছাত্রদল ধীরে ধীরে সন্ত্রাসী কায়দায় কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছে এবং সন্ত্রাসী সংগঠন এরপর পৃষ্ঠা ২

সব শিশুর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার: ববি হাজ্জাজ

স্টাফ রিপোর্টার

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে, যেখানে কোনো শিশু পিছিয়ে থাকবে না এবং সব শিশুর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত হবে। গতকাল ঢাকার তেজগাঁওয়ে বাংলাদেশ টেক্সটাইল এরপর পৃষ্ঠা ২

ভেতরের পৃষ্ঠায়

১০ ব্রাজিলিয়ান লিগে যে শাস্তির নিয়ম বদলে দিতে পারে পুরো ফুটবল বিশ্বকে

৯ গ্র্যামি বয়কট করে বিশ্বজুড়ে আলোচনায় বিটিএস, কেন এই সিদ্ধান্ত

৮ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিনামূল্যে স্কুলের খাবারে ফিরছে ডিম

৩ কাফকোর কাছ থেকে ১৩২ কোটি টাকার ইউরিয়া সার কিনবে সরকার

দৈনিক অধিকরন

সমাজ ও জীবন সচেতন পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা : মিয়া আব্দুর রশীদ ও শাহিদা রশীদ

প্রতিষ্ঠা ১৯৯১

আজ শুক্রবার

৩১ জুলাই ২০২৬

১৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, ১৬ সফর ১৪৪৭

১২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

রেজিঃ নং ডিএ ৬০১১, ঢাকা বর্ষ ০৭ সংখ্যা ১৯৫

Dainik Adhikaran www.adhikaran.com

দেখবে কে?

যমুনায় পানি কমলেও কমেনি দুর্ভোগ

সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীতে বন্যা পরিস্থিতি উন্নত হতে শুরু করেছে। তবে কমেনি জনভোগান্তি। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ড এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিশেষ করে জেলার কাজীপুর, চৌহালী, সিরাজগঞ্জ সদর ও শাহজাদপুর উপজেলার বন্যা পরিস্থিতি এরপর পৃষ্ঠা ১১

আল-হাদীস

সুফিয়ান ইবনে আবূ যুহাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি তার এক সঙ্গীর নিকট হাদীস বর্ণনা করলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ "যে ব্যক্তি কুকুর পোষে এবং তা তার কৃষিক্ষেত বা পশুপাল পাহ-ারায় প্রয়োজন হয় না, তার আমল এরপর পৃষ্ঠা ১১

দৈনিক অধিকরন

বেক্সিফেব্রিক্স

নামাজের সময়সূচি

শুক্রবার ৩১ জুলাই ২০২৬

ফযর	০৩-৫৪
যোহর	১২-০৮
আছর	০৪-৪৩
মাগরিব	০৬-৫৩
এশা	০৮-১৮

সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে খুলেছে মালয়েশিয়া শ্রমবাজার: মাহদী আমিন

খুলছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

কূটনৈতিক সংবাদদাতা

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে খুলে গেছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। দুই দেশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সব খাতের শ্রমিকদের জন্য মালয়েশিয়ায় যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও তার কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন।

বৃহস্পতিবার (স্থানীয় সময়) বেলা ৩টায় কুয়ালালামপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা জানান।

মাহদী আমিন আরও বলেন, আমরা বাস্তবসম্মত একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি, আগামী মাসের (আগস্ট) শেষ সপ্তাহ থেকেই মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের যাওয়া শুরু হবে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন- শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর মালয়েশিয়ায় ফের শ্রমবাজার খুলল। শ্রমবাজার দ্রুত উন্মুক্ত করার পদক্ষেপে মালয়েশিয়া সরকারের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মাহদী আমিন বলেন, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীম, মানবসম্পদ মন্ত্রী দাতুক সেরি আর রামানান এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত সবার সহযোগিতায় এ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

> আমরা বাস্তবসম্মত একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি, আগামী মাসের (আগস্ট) শেষ সপ্তাহ থেকেই মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের যাওয়া শুরু হবে।

'সবার আগে বাংলাদেশ'- এ নীতিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় এ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে উল্লেখ করে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, আগামী এক মাসের মধ্যে কর্মী যাওয়া শুরু হলে তা দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখবে। এরপর পৃষ্ঠা ২

বিদেশে কর্মী পাঠানোর ব্যয় কমাতে উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

বিদেশে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের অতিরিক্ত ব্যয় কেন হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখছে সরকার বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ। তিনি বলেন, অভিবাসন ব্যয় কমাতে এবং দালালচক্রের কারণে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা রোধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গতকাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, নেপালের একজন কর্মী যেখানে ৩ থেকে ৪ লাখ টাকায় বিদেশে যেতে পারেন, সেখানে বাংলাদেশি কর্মীদের কেন এত বেশি ব্যয় করতে হয়, তা সরকার পর্যালোচনা করছে। কোনো দালালচক্রের খপ্পরে পড়ে যেন কর্মীদের অতিরিক্ত অর্থ গুনতে না হয়, সে বিষয়ে কঠোর নজরদারি করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, বৈধ অভিবাসন নিশ্চিত করতে সরকার অভিবাসন ব্যয় কমানোর বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ প্রসঙ্গে শামা ওবায়েদ বলেন, এ বিষয়ে মালয়েশিয়া সরকার এখনো বাংলাদেশের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কোনো আলোচনা করেনি। তবে এমন কোনো সুযোগ তৈরি হলে সরকার তা ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জানাবে। তিনি জানান, লাওস ও কম্বোডিয়ায় ট্যুরিস্ট ভিসায় গিয়ে অনেক বাংলাদেশি প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। দালালচক্র ট্যুরিস্ট ভিসায় নিয়ে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস বা এরপর পৃষ্ঠা ২

বাংলাদেশ থেকে ৩ লাখ রোহিঙ্গা ফেরত নেবে মিয়ানমার: আনোয়ার ইব্রাহিম

কূটনৈতিক সংবাদদাতা

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নিতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে মিয়ানমার। তবে তাদের প্রত্যাবাসন কবে শুরু হবে, সে বিষয়ে এখনো কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা জানানো হয়নি। একই সঙ্গে মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত প্রথম ধাপে ৫ হাজার রোহিঙ্গাকেও ফিরিয়ে নিতে রাজি হয়েছে দেশটি। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ফ্রি মালয়েশিয়া টুডে-এর বরাতে আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়ে বলেন, মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পর এ সমঝোতায় পৌঁছানো হয়েছে। তিনি এটিকে দীর্ঘদিনের রোহিঙ্গা সংকট সমাধান এবং মালয়েশিয়ায় জনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন। আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, "অনেকেই রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর দাবি জানান। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাদের কোথায় পাঠানো হবে? এতদিন মিয়ানমারই তাদের গ্রহণ করতে চাইত না। তাই মিয়ানমারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন তারা প্রথম ধাপে ৫ হাজার রোহিঙ্গাকে নিতে সম্মত হয়েছে।"

তিনি আরও জানান, একই আলোচনায় বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়েও মিয়ানমার নীতিগত সম্মতি দিয়েছে।

তবে এ প্রত্যাবাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়সূচি এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। এর আগে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংঘাতের কারণে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেয়। সম্প্রতি কুয়ালালামপুরে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার কার্যালয়ের বাইরে পেনাংয়ের একটি শিবির থেকে আসা শতাধিক রোহিঙ্গার জমায়েতের পর মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ তাদের কুয়ালালামপুর, সেলানগর ও পেনাংয়ের বিভিন্ন অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, এরপর পৃষ্ঠা ২

আজ থেকে আর কোনো কথা বলব না, চুপ থাকব: নাসীরুদ্দীন

সিলেট সংবাদদাতা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, "আজ থেকে আমি আর কোনো কথা বলব না, চুপ থাকব।" গতকাল এরপর পৃষ্ঠা ২

অ্যাটর্নি জেনারেল দপ্তরে নতুন ৮৬ ডেপুটি ও ১৭৯ সহকারী, আগের সবাই বাদ

স্টাফ রিপোর্টার

আগের সব নিয়োগ বাতিল করে নতুন করে ৮৬ জন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ১৭৯ জন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গতকাল আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগের পৃথক আদেশে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। নতুন আইন কর্মকর্তাদের কার্যকাল থাকবে পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত। ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে অ্যাটর্নি কার্যালয়ের এরপর পৃষ্ঠা ২

ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৩, হাসপাতালে ভর্তি ৪৬৭

স্টাফ রিপোর্টার

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪৬৭ জন ডেঙ্গু রোগী।

গতকাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাসেবা নেওয়া রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ১৫৭ জনে। এরপর পৃষ্ঠা ১১

মানবপাচার ও অনলাইন স্ক্যাম প্রতিরোধে 'জিরো টলারেন্স': স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

মানবপাচার ও প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধের হাত থেকে নাগরিকদের সুরক্ষায় সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, 'ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহার করে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক মানবপাচার ও অনলাইন স্ক্যাম চক্রের বিরুদ্ধে সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি বজায় রাখবে।' গতকাল রাজধানীর হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ের গ্র্যান্ড বলরুমে বিশ্ব মানবপাচারবিরোধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের জাতীয় এরপর পৃষ্ঠা ২

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত এলেন ২৩ বাংলাদেশি

সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট

অনিয়মিত অভিবাসনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে আরও ২৩ বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

গতকাল সকাল ১১টায় ওমনি এয়ারের বিশেষ ফ্লাইট (OAE2323)-এ তারা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক ও এভিয়েশন এরপর পৃষ্ঠা ১১

২০২৬ সালের মধ্যেই বন্ধ শিল্পকারখানা চালুর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা সরকারি শিল্পকারখানাগুলো চালুর প্রক্রিয়া ২০২৬ সালের মধ্যেই শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন। গতকাল বিকেল সাড়ে ৩টায় বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে বন্ধ সরকারি শিল্পকারখানা পুনরায় চালু, বেসরকারিকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং এসব কারখানা চালু করতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে উচ্চপর্যায়ের একটি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে এ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় বলে জানান তাঁর উপ প্রেস সচিব শাহাদাৎ স্বাধীন। উপ প্রেস সচিব জানান, বৈঠকে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা সরকারি শিল্পকারখানাগুলো দ্রুত চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করে কার্যক্রমে গতি আনা এবং এসব শিল্পকারখানায় বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে দ্রুত উৎপাদন কার্যক্রম চালুর সিদ্ধান্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ২০২৬ সালের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়াও বৈঠকে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস সচিব শাহাদাৎ স্বাধীন। বৈঠকে অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবন্ধী ৩ ব্যক্তির হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তিন প্রতিবন্ধীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন। বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিজ কার্যালয়ে প্রবেশের সময় তাঁদের হাতে তিনি এ নিয়োগপত্র তুলে দেন । এ নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি আজ সচিবালয়ে তাঁর দিনের কর্মসূচি শুরু করেন। প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব এরপর পৃষ্ঠা ২

আগস্ট মাসের জন্য অপরিবর্তিত রইল জ্বালানি তেলের দাম

স্টাফ রিপোর্টার

ভোক্তাপর্যায়ে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আগস্ট মাসের জন্য প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ১১৫ টাকা, অকটেনের দাম ১৪৫ টাকা, পেট্রোলের দাম ১৪০ টাকা ও কেরোসিনের দাম ১৩৫ টাকায় এরপর পৃষ্ঠা ২

ক্ষমতাকে প্রশ্ন করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ: নাহিদ ইসলাম

শাবিপ্রবি সংবাদদাতা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও সংসদের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম বলেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দায়িত্ব হলো ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সরকারগুলো এ কারণেই ভয় পায়।" গতকাল দুপুর ১টায় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) মিনি অডিটোরিয়ামে জাতীয় ছাত্রশক্তি আয়োজিত 'অগ্নিঝরা জুলাই: রক্তের ঋণ ও আগামীর বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

> "জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের সামনে দুটি প্রধান এজেন্ডা হলো বিচার ও সংস্কার। বিচার নিশ্চিত না হলে পূর্বতন ফ্যাসিস্ট শক্তি ফিরে আসবে।

নাহিদ বলেন, "জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের সামনে দুটি প্রধান এজেন্ডা হলো বিচার ও সংস্কার। বিচার নিশ্চিত না হলে পূর্বতন ফ্যাসিস্ট শক্তি ফিরে আসবে। আর সংস্কার না হলে ক্ষমতায় থাকা যে কেউ বর্তমান কাঠামো ব্যবহার এরপর পৃষ্ঠা ২

হাতকড়া আমাদের কাছে নববধূর চুড়ির মতো : কাদের সিদ্দিকী

স্টাফ রিপোর্টার

মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর পর আবদুল লতিফ সিদ্দিকীকে হাতকড়া পরানোর বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তার ছোট ভাই কাদের সিদ্দিকী। হাতকড়াকে নববধূর চুড়ির সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, 'এ নিয়ে কোনো কথা বলার নেই। এটা সরকার এরপর পৃষ্ঠা ২

সিলেটে দুই দফায় সারজিস আলমের গাড়িতে হামলা

স্টাফ রিপোর্টার

সিলেটে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা সারজিস আলমের গাড়িবহরে দফায় দফায় হামলা চালানো হয়েছে। এতে একটি গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায়। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি বলে জানিয়েছে পুলিশ। গতকাল বিকেল পৌনে ৩টার দিকে গোলাপগঞ্জে এবং পরে ৩টার দিকে উপজেলার পাঁচ মাইল বাজারে দ্বিতীয় দফায় হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা 'বিএনপির সন্ত্রাসী' বলে অভিযোগ করেছেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম।

তিনি জানান, গোলাপগঞ্জ পৌরসভা অডিটোরিয়ামে এনসিপির নেতাকর্মীরা শহিদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অনুষ্ঠান শেষ করে কানাইঘাটের উদ্দেশে রওনা দেন। অনুষ্ঠানস্থল থেকে বের হয়ে গোলাপগঞ্জ পৌরসভা ফটকের নূর ম্যানশনের সামনে পৌঁছালে তার গাড়িতে হামলা এরপর পৃষ্ঠা ২

এই ৪-৫ মাসে কিছুই বদলায়নি, একইভাবে ঘুষখোররা ঘুষ খাচ্ছে: ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার

এই চার পাঁচমাসে কিছুই বদলায়নি, একইভাবে ঘুষখোররা ঘুষ খাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল রাজধানীর ডিএফপি অডিটোরিয়ামে জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, চার পাঁচ মাসেকিছুই এরপর পৃষ্ঠা ২

সব শিশুর জন্য সমান

বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুটেক্স) অডিটোরিয়ামে ইমপ্রেস টেলিফিল্মের পরিবেশনায় দুই হাতহীন অদম্য মেধাবী তরুণী আয়েশাকে নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য তথ্যচিত্র 'পায়ের ছাপ'-এর বিশেষ প্রদর্শনী ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আয়শা আক্তার গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার বাসিন্দা। হাত না থাকায় পা দিয়ে লিখে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন এই তরুণী। তাকে গাইবান্ধার বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ক্লাস সুপারভাইজার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আজ সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিজ কার্যালয়ে প্রবেশের সময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আয়শাসহ তিন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। হাত না থাকায় আয়শা মুখ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে নিয়োগপত্র গ্রহণ করেন। আজ সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিজ কার্যালয়ে প্রবেশের সময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আয়শাসহ তিন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। হাত না থাকায় স্নাতকোত্তর সম্পন্নকারী আয়শা মুখ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে নিয়োগপত্র গ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার, ৩০ জুলাই। ছবি: প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শারীরিক বা অন্য যেকোনো সীমাবদ্ধতা কোনো শিশুর স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হতে পারে না। পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত সহযোগিতায় প্রতিটি শিশুর মেধা ও সম্ভাবনার বিকাশ নিশ্চিত করতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের জীবনে সফলতার মূল চাবিকাঠি হলো অধ্যবসায়, নিয়মিত পড়াশোনা এবং আত্মবিশ্বাস। তারা যদি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে, তাহলে ভবিষ্যতে ডাক্তার, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, মহাকাশচারী কিংবা দেশের সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি, যা-ই হতে চায়, তা অর্জন করা সম্ভব।

আয়েশার জীবনসংগ্রামের প্রসঙ্গ তুলে ববি হাজ্জাজ বলেন, আয়েশার জীবনসংগ্রাম ও সাফল্য প্রমাণ করে যে দৃঢ়? মনোবল থাকলে প্রতিকূলতাকে জয় করা যায়। তবে আমরা চাই না আয়েশার সাফল্য কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়ে থাকুক। বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু যেন তার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে, সে জন্য পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে, যেখানে কোনো শিশু পিছিয়ে থাকবে না এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে আয়েশাকে গাইবান্ধা বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ক্লাস সুপারভাইজার পদে নিয়োগ দিয়েছেন জানতে পেরে প্রতিমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এটি মেধা, যোগ্যতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশেষ প্রদর্শনীতে তেজগাঁও অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, বুটেক্সের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, শারীরিক সীমাবদ্ধতার সব দেয়াল ভেঙে কেবল মনের জোরে জীবনের জয়গান গাওয়া দুই হাতহীন অদম্য মেধাবী তরুণী আয়েশাকে নিয়ে নির্মিত হয়েছে প্রামাণ্য তথ্যচিত্র 'পায়ের ছাপ'।

তারেক রহমানকে ছাত্রদলের

হয়ে ওঠার পথে এগোচ্ছে। তারেক রহমানকে ছাত্রদলের লাগাম টানতে হবে।" গতকাল সিলেটের গোলাপগঞ্জে যাওয়ার পথে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। সারজিস আলম বলেন, "যদি লাগাম না টানতে পারে, তাহলে তিনি (তারেক রহমান) ঘোষণা দিক যে, তিনি তার ছাত্র সংগঠনকে পেটুয়া বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করবেন।" বেগম খালেদা জিয়ার একটি মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে এনসিপির এই নেতা বলেন, "ছাত্রদলের ছাত্রদেরকে চাই, কোনো টোকাই সন্ত্রাসীকে চাই না।" তিনি বলেন, "এই কথাটুকু মনে রাখলেই আমরা মনে করি যে, এটা বিএনপির জন্য ভালো, বাকি সবার জন্য ভালো।" সারজিস আলম জানান, এনসিপি প্রতিবাদ অব্যাহত রাখবে এবং প্রতিবাদের ভাষা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হবে। তিনি বলেন, "জনগণ নির্ধারণ করবে, তারা কোনটা গ্রহণ করবে, কোনটা করবে না। আপনার কোনো কথায় যদি দ্বিমত থাকে, আপনিও আপনার জায়গা থেকে দ্বিমত প্রকাশ করেন। সিদ্ধান্ত জনগণ নেবে, তারা এই কথার সঙ্গে একমত হয় কি না?" সিলেটের প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সারজিস আলম। তিনি বলেন, "প্রশাসন ছিল এখানে পক্ষপাতমূলক। প্রথমে একটু নীরব দেখছিলাম, পরে দেখলাম পক্ষপাতমূলক হয়ে গেল। এমপির কথা অনুযায়ী প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেয়, সরকারের কথা অনুযায়ী প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেয়।" একটি ঘটনার উদাহরণ দেন সারজিস আলম। তার ভাষ্য অনুযায়ী, একটি মামলা দায়েরের জন্য এনসিপির আহ্বায়ক ও দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহসহ শতাধিক নেতাকর্মী একটি পুলিশ ফাঁড়িতে যান। সেখানে তাদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য পুলিশের বিভিন্ন বাহিনীর প্রায় ৫০০ সদস্য মোতায়েন ছিল। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম শীর্ষ নেতা সারজিস আলম বলেন, "আমাদের পাঁচজনের একটা প্রতিনিধিদল গিয়েছে। কিন্তু, তার সামনে দাঁড়িয়ে ছাত্রদলের গুণ্ডারা- সন্ত্রাসীরা, যারা রক্তাক্ত করেছে আমাদেরকে; আমাদের ভাইয়ের চোখ কেড়ে নিয়েছে, তারা টোকাইয়ের মতো স্লোগান দিচ্ছিল নোংরা ভাষায়। পুলিশ তাদেরকে প্রতিহত তো করেইনি, বাধা পর্যন্ত দেয়নি। অথচ, আমরা শুধু একটা মামলা করতে যাচ্ছিলাম, আমাদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছে। তাহলে দেখেন, প্রশাসন কাদের পক্ষে কাজ করছে।" প্রশাসনের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আমরা প্রশাসনকে আহ্বান করি, দয়া করে আপনারা আপনাদের পেশাদারিত্বটা আর বিক্রি করে দেবেন না। যদি এটা করেন, হয়তো এমন হবে আগামীতে বাংলাদেশ পুলিশ নামক এই প্রতিষ্ঠানটা বাংলাদেশে আর থাকবেই না। মানুষের সামনে কোনোদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। আপনারা আপনাদের পেশাদারিত্ব বজায় রাখুন। আর যদি রাজনীতি করতে চান, বিএনপি করতে চান, তাহলে পোশাক বাদ দিয়ে সরাসরি রাজনীতিতে আসুন।"

জুলাইয়ের আত্মত্যাগের

তখনই জনগণ স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করে ন্যায়, গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। গতকাল ডিএফপি অডিটোরিয়ামে জুলাই শহীদ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন, আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী ও পিএসসি'র সদস্য ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস। আওয়ামী লীগ যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিক্রি করেছে, জুলাইয়ের চেতনাকে সেভাবে বিক্রি না করার আহ্বান জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের অনির্বাণ চেতনা জুলাইয়ের আত্মত্যাগের চেতনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে মুক্তিযুদ্ধের অবদান ভুলে যাওয়া যাবে না। তিনি বলেন, দেশকে ফ্যাসিস্ট মুক্ত করতে দলের চেয়ারপার্সন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ আমাদের অসংখ্য নেতাকর্মীকে জেল-জুলুমের শিকার হতে হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানের পর জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে অসীম শ্রদ্ধায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তথ্যমন্ত্রী বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে সামনে রেখে দেশবাসী ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন করে সফল হয়েছে। এখন দেশ গড়ার কাজ চলছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিরা জুলাই শহীদ দিবস বিষয়ক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক কামাল উদ্দিন সবুজ, দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক মারুফ কামাল খান, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাছির জামালসহ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধান, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, গণমাধ্যমকর্মী এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

খুলছে মালয়েশিয়ার

মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত প্রবাসী শ্রমিকদের জীবনমানের সার্বিক উন্নয়ন ও কাজের সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করতে বর্তমান নির্বাচিত ও গণতান্ত্রিক সরকার সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা। দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যেহেতু আমাদের শ্রমবাজার খুলে যাচ্ছে এবং আমরা আশা করছি আগামী এক মাসের মধ্যে বেশ কিছু শ্রমিক ভাই-বোন এখানে এসে কাজ শুরু করবেন, তাই আপনারা সবাই ধৈর্য ধারণ করবেন এবং সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করবেন। দালাল ও অসাধু চক্রের প্রতারণা থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়ে মাহদী আমিন বলেন, দেশে ফিরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হবে, যেন কেউ কোনো ধরনের ভোগান্তির শিকার না হন। একই সঙ্গে এ প্রতারক চক্রের বিষয়ে সবাইকে বিশেষভাবে সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি।

কারিগরি কার্যক্রম ও দুই দেশের যৌথ উদ্যোগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা জানান, খুব শিগগিরই টেকনিক্যাল পর্যায়ে কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং ঢাকায় মালয়েশিয়ান হাইকমিশন যৌথভাবে এ কাজ এগিয়ে নেবে। এছাড়া মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যৌথ সিদ্ধান্তে প্রক্রিয়াগুলোকে আরও গতিশীল ও স্বচ্ছ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র বলেন, মালয়েশিয়া সরকার খুব শিগগিরই তাদের কাজের পদ্ধতির বিষয়ে আপডেট জানাবে এবং আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলো জানানো হবে। মালয়েশিয়ার বাংলাদেশের হাইকমিশনকে আরও জনবান্ধব করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে জানিয়ে মাহদী আমিন বলেন, বাংলাদেশ হাইকমিশন যেন সাধারণ কর্মীদের আস্থার মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়, সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রথম ধাপের কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বোয়েসেলকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা মালয়েশিয়া সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছি যেন প্রথম ধাপের নিয়োগ প্রক্রিয়াটি বোয়েসেলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অভিবাসন ব্যয় কমিয়ে আনা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় দক্ষ জনশক্তিকে মালয়েশিয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়াই বর্তমান সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার বলে সংবাদ সম্মেলনে স্পষ্ট করেন প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে মালয়েশিয়া সরকারের কাছে পাঠানো ৪২৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকা বর্তমান সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে মালয়েশিয়া নিজস্ব যাচাই-বাছাই ও কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে এজেন্সির চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারণ করবে। বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি কর্মী মালয়েশিয়ায় যান, এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সর্বোচ্চসংখ্যক রিক্রুটিং এজেন্সিকে এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তারা মালয়েশিয়া সরকারকে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন বলে জানান তিনি। ফ্যাসিবাদ ও দুর্নীতিতে জড়িতদের বাদ দেওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে মাহদী আমিন বলেন, ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে বিগত ফ্যাসিবাদের সঙ্গে জড়িত, বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। সুতরাং আমরা মালয়েশিয়া সরকারের কাছে আমাদের স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দিয়েছি- যারা ফ্যাসিবাদী ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল কিংবা সিন্ডিকেটের অংশ হিসেবে দুর্নীতি করেছে, তাদের কেউই নতুন তালিকায় স্থান পাবেন না। মালয়েশিয়ান কর্তৃপক্ষ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিষয়টি নিশ্চিত করবে বলে জানান তিনি। মাহদী আমিন বলেন, নিয়মতান্ত্রিক জটিলতা কমিয়ে আনা, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং অভিবাসন ব্যয় কমিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি পুনরায় শুরু করাই তাদের মূল লক্ষ্য। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাত ধরে প্রবাসে কর্মসংস্থানের সূচনা এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাত ধরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের যাত্রা শুরুর কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, প্রবাসীরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্বাচনি ইশতেহারেও তাদের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি ছিল। বিএনপি সবসময় একটি প্রবাসীবান্ধব দল হিসেবে প্রবাসীদের স্বার্থ, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করবে। মালয়েশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহ্‌দী আমিন বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাত ধরে এ সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আমল তা এক ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত হয়। সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তার প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে মালয়েশিয়াকে বেছে নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার সম্পর্ক এখন বহুমাত্রিক রূপ নিয়েছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে জোরালো আলোচনা চলছে। এছাড়া প্রযুক্তি হস্তান্তর, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সংস্কৃতিসহ বেশ কিছু দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে কীভাবে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয়ে আমরা কাজ করছি। দুই দেশের সম্পর্ককে একটি কৌশলগত পর্যায়ে উন্নীত করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে মাহদী আমিন বলেন, বাংলাদেশে ইতোমধ্যে যেসব মালয়েশিয়ান প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করেছে, তাদের কাজের পরিধি আরও কীভাবে সম্প্রসারিত করা যায়, সে বিষয়েও আলোচনা হচ্ছে।

দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন খাতের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন জানান, মালয়েশিয়ার শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ়? হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি অ্যাজিয়াটা এবং এমএমসি পোর্টসের মতো বড় প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ ও কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন। জ্বালানি খাতের সহযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে যে গ্যাস সংকট রয়েছে, তা নিরসনে মালয়েশিয়ার সরকারি জ্বালানি জায়ান্ট পেট্রোনাস কীভাবে দ্রুততম সময়ে গ্যাস সরবরাহ করতে পারে- তা নিয়ে আলোচনা চলছে। এছাড়া দক্ষ জনশক্তির বিশাল বাজার হিসেবে মালয়েশিয়ায় মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়েও দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত ও ফলপ্রসূ আলোচনা হচ্ছে। এর আগে দুই দেশের শীর্ষ নেতাদের বৈঠকের প্রসঙ্গ টেনে মাহদী আমিন বলেন, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর আনোয়ার ইব্রাহীমের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর তারেক রহমানের সম্প্রতি দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে বর্তমানে যে গ্যাস সংকট রয়েছে- তার আলোকে পেট্রোনাস কীভাবে দ্রুততম সময়ে এ সমস্যা সমাধানের ভূমিকা রাখতে পারে- সে বিষয়ে তাদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রবাসী শ্রমিকদের অবদান ও শ্রমবাজার বন্ধের পেছনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার বহুমাত্রিক সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো আমাদের প্রবাসী শ্রমিক ভাই-বোনেরা। তাদের শ্রম ও নিষ্ঠা যেমন মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে- তেমনি তাদের প্রেরিত রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকেও গতিশীল রেখেছে।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাত ধরে মালয়েশিয়ায় এ শ্রমবাজারের সূচনা হয়েছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, সে কারণে নির্বাচিত বিএনপি সরকারের সঙ্গে এ বাজারের একটি গভীর আবেগ ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ শ্রমবাজারটি বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ থাকার কারণ ব্যাখ্যা করে মাহদী আমিন জানান, বিগত ফ্যাসিবাদের আমলের বিভিন্ন অনৈতিক ও অনিয়মের কারণেই মূলত বাজারটি বন্ধ হয়েছিল। পরবর্তীতে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিলেও নানামুখী জটিলতার কারণে তা এতদিন বন্ধই ছিল। তবে বর্তমান সরকারের নানামুখী ও কার্যকর কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় অবশেষে তা আবার উন্মুক্ত হলো। বর্তমান নির্বাচিত সরকারের পূর্বের সফরের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র বলেন, আমরা নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এর আগেও এখানে এসেছিলাম। এখানকার মানবসম্পদ মন্ত্রী দাতুক সেরি আর রামানান এবং তার মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গসহ সব অংশীদারের সঙ্গে আজ থেকে প্রায় তিন মাস আগে আমরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছিলাম। সেই ধারাবাহিকতা ও অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করেই তারা আবারও মালয়েশিয়া সফরে এসেছেন বলে জানান তিনি। গত দুই দিনের বৈঠকের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরে মাহদী আমিন জানান, মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রী, মন্ত্রণালয়ের সচিব, সহকারী সচিব এবং সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। 'এই পুরো প্রক্রিয়ার মূল নীতি ছিল দেশের স্বার্থ রক্ষা করা' এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের এ আলোচনার মূল ভিত্তিই ছিল 'সবার আগে বাংলাদেশ', অর্থাৎ বাংলাদেশের সার্বিক স্বার্থ রক্ষা করা। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় চালুর বিষয়ে দুই দেশ নীতিগতভাবে একমত হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র বলেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাতে চাই- আমাদের দুই দেশই অবিলম্বে এ শ্রমবাজার পুনরায় চালু করার বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। একটি নতুন ও আধুনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যত দ্রুত সম্ভব আমরা এই শ্রমবাজার উন্মুক্ত করতে চাচ্ছি, যেন বাংলাদেশের বিপুল জনশক্তির জন্য মালয়েশিয়ার দুয়ার খুলে যায় মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা শেষে সব খাতে বাংলাদেশি শ্রমিকদের কাজের সুযোগ তৈরির বিষয়ে যৌথ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কথাও জানান তিনি। বাস্তবসম্মত লক্ষ্যমাত্রার কথা উল্লেখ করে মাহদী আমিন বলেন, আমরা দ্বিপাক্ষিক ঐকমত্যের মাধ্যমে একটি বাস্তবসম্মত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি, যেন আগামী আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ নাগাদ ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশি শ্রমিকদের আগমন শুরু হতে পারে। তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছেন বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। আগামীকাল শুক্রবার ভোরে ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে মন্ত্রী-উপদেষ্টার। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন- মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার মঞ্জুরুল করিম খান চৌধুরীসহ হাইকমিশনের কর্মকর্তারা।

বিদেশে কর্মী পাঠানোর

কাজের সুযোগ করে দেওয়ার প্রলোভন দেখায়। এ কারণে এসব দেশের ট্যুরিস্ট ভিসাধারী যাত্রীদের বিষয়ে আরও সতর্ক যাচাই-বাছাই করতে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বিশেষ করে লিবিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাওয়ার মতো অনিয়মিত অভিবাসন ঠেকাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রথমবারের মতো একটি 'মাইগ্রেশন উইং' গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক মানবপাচার প্রতিরোধ এবং তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতা বাড়াতে দেশের ৬৪ জেলার জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

বাংলাদেশ থেকে ৩ লাখ

আঞ্চলিক এই শরণার্থী সংকটের দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খুঁজে বের করতে মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর দমন-পীড়নের মুখে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৩ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়ে আছে। দীর্ঘদিন ধরে তাদের প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়ায় এখন পর্যন্ত কার্যকর প্রত্যাবাসন সম্ভব হয়নি। এদিকে, ২০২৪ সালের মে মাসে রাখাইন রাজ্যের বুথিডং টাউনশিপে সংঘাতের পর আরও কয়েক হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশ সীমান্তে আশ্রয় নেয়। এ পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ বাংলাদেশসহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছিল। তবে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গার দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতিতে অর্থনীতি, পরিবেশ ও সামাজিক অবকাঠামোর ওপর ক্রমবর্ধমান চাপের কথা বারবার তুলে ধরেছে বাংলাদেশ।

আজ থেকে আর কোনো

দুপুরে সিলেটের গোলাপগঞ্জে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। গোলাপগঞ্জে সারজিসের গাড়িবহরে ছাত্রদল হামলা চালিয়েছে অভিযোগ করে নাসীরুদ্দীন বলেন, "আমাকে তো হামলা করা হয়। তারা একটা জাস্টিফিকেশন দিয়েছে যে আমি কথা বলি নাকি, এই জন্য। আমি আজকে থেকে আর কোনো কথা বলব না, চুপ থাকব। পুরো বাংলাদেশে দেখি উনারা কতটুকু বাড়তে পারে, কতটুকু যাইতে পারে। আমরা সেই মাত্রাটা দেখব। তাহলে সারজিস আলমের গাড়িতে কেন হামলা হলো?" সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "আমরা আশা করব, বাংলাদেশে বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি আছে, সেখান থেকে বের হয়ে তারেক রহমান যে সরকার গঠন করেছেন, তারা বিচার করবেন।" নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, "গতকাল হবিগঞ্জ থেকে আজ গোলাপগঞ্জ আমরা যা দেখছি, তাতে সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে দেশকে আবারো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সরকারের সন্ত্রাসী চরিত্র জাতির সামনে উন্মুক্ত হচ্ছে। সরকার যদি সন্ত্রাসের পথে হাঁটে, তাহলে জনগণ প্রতিরোধের পথে হাঁটবে। আমরা গোলাপগঞ্জে যাব, দেখি এই সরকারের কত সন্ত্রাসী আছে, তারা কতটুকু প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু গণভোটের রায়, সংস্কার ও বিচারের পক্ষে, জনগণের অধিকারের পক্ষে আমাদের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।" এ সময় সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "সরকার তাহলে সংস্কার চাইছে না। কোনো ধরনের গণতান্ত্রিক পরিবর্তন করতে দেবে না এবং কোনো রাজনৈতিক শক্তির নতুন উত্থান ঘটুক, সেটাও চাইছে না। পুরনো কায়দায় বিরোধী দলকে আক্রমণ করা হচ্ছে, হামলা করা হচ্ছে। খালেদা জিয়ার গাড়িবহরে যেভাবে সন্ত্রাসীরা হামলা করেছিল, একই কায়দায় এখন আমাদের গাড়িবহরে হামলা করা হচ্ছে। এর জবাব ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের জনগণ দেবে।"

অ্যাটর্নি জেনারেল দপ্তরে

কর্মকর্তাদের পদত্যাগ চলে। এর মধ্যে ৮ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. আসাদুজ্জামানকে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যিনি বর্তমানে আইনমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন। ১৩ অগাস্ট আইনজীবী মুহাম্মদ আবদুল জব্বার ভুঞা, মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ ও মোহাম্মদ অনীক রুশদ হককে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেয় সরকার। এরপর ২৮ অগাস্ট ৬৬ জন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ১৬১ জন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেয় অন্তর্বর্তী সরকার।

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের পরে গত ২৩ জুন অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের জামায়াতপন্থি হিসেবে ১৮ জন আইন কর্মকর্তা পদত্যাগ করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সাতজন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল (ডিএজি) এবং ১১ জন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল (এএজি)। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না হওয়া, বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠনে রাষ্ট্রের বিরোধিতা এবং সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ বাতিলের প্রতিবাদে তারা একযোগে পদত্যাগের কথা জানিয়েছিলেন। অ্যাটর্নি জেনারেল দপ্তরের ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী, নতুন নিয়োগের আগে সবমিলিয়ে সেখানে ৯৩ জন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ২১৩ জন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমান অ্যাটর্নি জেনারেল রুহুল কুদ্দুস কাজল বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, তিনি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির তিন বারের সম্পাদক ছিলেন।

মানবপাচার ও অনলাইন

সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 'ট্র্যাপড বিহাইন্ড দ্য স্ক্যাম: এন্ডিং হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ফর ফোর্সড ক্রিমিন্যালিটি' শীর্ষক এ সংলাপের আয়োজন করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধবিষয়ক দফতর (ইউএনওডিসি) এবং জাতিসংঘ অভিবাসন নেটওয়ার্কের কাউন্টার ট্রাফিকিং টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মানবপাচারের ধরন পরিবর্তনশীল এবং জটিল। অপরাধী চক্রগুলো এখন কেবল প্রচলিত উপায়ে নয়, বরং ডিজিটাল মাধ্যম, ভুয়া অনলাইন নিয়োগ প্ল্যাটফর্ম ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে তরুণ সমাজ ও চাকরিপ্রার্থীদের ফাঁদে ফেলছে। আকর্ষণীয় কর্মসংস্থান ও উন্নত ভবিষ্যতের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভুক্তভোগীদের বিদেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং পরবর্তীতে তারা সাইবার স্ক্যাম সেন্টারে বন্দি হয়ে চরম নির্যাতন, ভয়ভীতি ও জোরপূর্বক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে বাধ্য হচ্ছে।

তিনি বলেন, মানবপাচার চক্র এখন বিভিন্ন ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপরাধে যুক্ত হচ্ছে।

এই হুমকি মোকাবিলায় কেবল প্রথাগত আইনশৃঙ্খলা কেন্দ্রিক ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়; বরং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, অর্থলগ্নি সংস্থা, বেসরকারি খাত ও সচেতন সমাজকে সাথে নিয়ে একটি সমন্বিত ও শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মানবপাচার প্রতিরোধে বর্তমান সরকারের নানা পদক্ষেপ তুলে ধরে মন্ত্রী জানান, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অপরাধ দমনে সরকার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে। সরকার প্রণয়ন করেছে 'মানবপাচার ও অভিবাসী চোরাচালান (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০২৬'। তিনি বলেন, জাতিসংঘের ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম কনভেনশন (ইউএনটিওসি) এবং সংশ্লিষ্ট প্রটোকলসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত এই নতুন আইনে অনলাইন স্ক্যাম, প্রযুক্তিনির্ভর প্রলোভন ও জোরপূর্বক অপরাধে বাধ্য করার মতো আধুনিক অপরাধগুলোকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে। একই সাথে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বেগবান করতে 'মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন বিধিমালা, ২০১৭' যুগোপযোগী করার কাজ চলছে। মন্ত্রী জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সকল অংশীজনদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২৬-২০৩০)' চূড়ান্ত করছে, যা প্রতিরোধ, সুরক্ষা, বিচার এবং অংশীদারিত্ব- এই চার প্রধান স্তম্ভকে আরও শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবে। ভুক্তভোগীদের মর্যাদা ও পুর্নবাসন প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, মানবপাচারের শিকার প্রতিটি মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের নৈতিক ও আইনি দায়িত্ব। এজন্য 'ন্যাশনাল রেফারেল মেকানিজম (এনআরএম)' জোরদার করা হচ্ছে, যাতে ভুক্তভোগীদের দ্রুত উদ্ধার করে তাৎক্ষণিক আইনি, শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক ও পুনর্বাসন সহায়তা দেওয়া যায়। তিনি বলেন, তথ্যভিত্তিক নীতি নির্ধারণ এবং নিখুঁত কেস ট্র্যাকিং নিশ্চিত করতে একটি সর্বাধুনিক 'ডিজিটাল পাচার প্রতিরোধ তথ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম' তৈরি করা হচ্ছে। তরুণ সমাজ, নারী ও অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণ এবং ভুয়া নিয়োগ চক্রের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য তিনি গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জাতীয় সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. লিয়াকত আলী মোল্লা, বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির, ইউরোপীয় ইউনিয়নের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স বাইবা জারিনা এবং আইওএম বাংলাদেশ-এর চিফ অব মিশন ও জাতিসংঘের অভিবাসন নেটওয়ার্কের সমন্বয়কারী ড. লরা টম বোন্ডে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল মো. জিয়াউল হক এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. সোহরাব হোসেন ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ। এ বছরের বিশ্ব মানবপাচারবিরোধী দিবসের প্রতিপাদ্যের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন ইউএনওডিসি প্রোগ্রাম অফিস বাংলাদেশের প্রধান শাহ মোহাম্মদ নাহিয়ান। উদ্বোধনী সেশনের পর একটি তথ্যভিত্তিক ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক-১ অধিশাখার যুগ্মসচিব রেবেকা খান। উদ্বোধনী সেশন শেষে আয়োজিত ওয়ার্কিং সেশনে ' ট্রাপেড বিহাইন্ড দি স্ক্যাম : এড্রেসিং ট্রাফিকিং ফর ফোর্সড ক্রিমিনালিটি ডিসেপ্টিভ রিক্রুটমেন্ট এন্ড অনলাইন এক্সপ্লোয়েটেশন' শীর্ষক প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর মুক্ত আলোচনা এবং ' ট্রাপেড ইন পারসুইট অব এ বেটার লাইফ' শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক পুতুলনাচ প্রদর্শিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত দফতর (ইউএনওডিসি) এবং জাতিসংঘের অভিবাসন নেটওয়ার্কের কাউন্টার ট্রাফিকিং টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

আগস্ট মাসের জন্য

অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। গতকাল এক বার্তায় এ তথ্য জানায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়। যা ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে।

এর আগে জুলাই মাসের জন্য প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ১১৫ টাকা, অকটেনের দাম ১৪৫ টাকা, পেট্রোলের দাম ১৪০ টাকা ও কেরোসিনের দাম ১৩৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

ক্ষমতাকে প্রশ্ন করাই

করে নতুন করে স্বৈরাচার ও নব্য ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।" গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, "গণতন্ত্রের মানে হচ্ছে আপনার সাথে আমি দ্বিমত করব, যে আমার সাথে দ্বিমত করে তার মতপ্রকাশের অধিকার থাকবে। আপনারা কথার জবাব কথা দিয়ে দেবেন এটাই রাজনীতি, এটাই গণতন্ত্র।" জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর দেশ গঠনে শিক্ষার্থীদের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, "এখন দেশ গড়ার সময়। আর সেই কাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শুরু করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার, একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, শিক্ষক নিয়োগ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব শিক্ষার্থীদেরও নিতে হবে।" বিশ্ববিদ্যালয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এই যে সেন্সরশিপ, আমরা বলব এগুলো বন্ধ করেন। এগুলোর প্রয়োজন নাই। কারো বক্তব্য পছন্দ না হলে পাল্টা সমাবেশ করে তার বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ থাকতে হবে।" বিগত সরকারের প্রসঙ্গ টেনে নাহিদ ইসলাম বলেন, "এটা বিগত আমলের কৌশল এবং আপনারা পারলে নতুন কৌশল হাজির করেন। শেখ হাসিনাকে কপি কইরেন না। সাধারণ শিক্ষার্থী ও মানুষই ঠিক করবে তারা কোন সমাবেশে যাবে এবং কাকে ভোট দেবে। মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে দমন-পীড়ন, হামলা কিংবা নিরাপত্তার অজুহাতে পুলিশ-প্রশাসনের বাধা দেওয়া আর চলতে পারে না।" আলোচনার শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন, "যেকোনো গণতান্ত্রিক অধিকার ও দাবি আদায়ের আন্দোলনে এনসিপি সবসময় শিক্ষার্থীদের পাশে থাকবে।"

হাতকড়া আমাদের কাছে

বুঝবে। আমাদের হাতে বহুবার হাতকড়া পড়েছে। আমরা খুব খারাপ কিছু মনে করি না। বিয়ের সময় মেয়ের হাতে চুড়ি যেমন দেওয়া হয়, আমরা তেমনই মনে করি।' গতকাল দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। কাদের সিদ্দিকী বলেন, নিষ্পাপ একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে আসামি করায় প্রতিবাদ জানাতে এসেছি। আদালতে প্রত্যেক অভিযুক্ত কথা বলতে পারেন। এটা তার অধিকার। লতিফ সিদ্দিকীও তেমন কথাই বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। আমি মনে করি সম্মানী ব্যক্তিদের সম্মান দেওয়া উচিত। লতিফ সিদ্দিকীর অভিযোগ নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার বয়স ৮৭ বছর হয়ে গেছে। এখন যদি কোনো অপরাধের দায়ে (যা তিনি করেননি) তার ফাঁসি হয়, তাহলে আমরা সাদরে গ্রহণ করব। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাকে তখন মুক্তি দেবেন। শাপলা চত্বরে গণহত্যার পরিকল্পনাকারী হিসেবে লতিফ সিদ্দিকীকে আসামি করা হয়েছে, এমন প্রশ্নে কাদের সিদ্দিকী বলেন, পরিকল্পনাকারী বলা যায় না। কারণ তিনি 'কিচেন কেবিনেটেও' ছিলেন না। তিনি তখন পাটমন্ত্রী ছিলেন। পাট নিয়ে হত্যা চলে না। ওই সময় আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার কাছে কিছু ঘটনা নিয়ে বিতর্কিত ছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, রাজধানীর মতিঝিলে শাপলা চত্বরে ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলামের মহাসমাবেশ ঘিরে সংঘটিত গণহত্যার ঘটনায় হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় লতিফ সিদ্দিকীকে আজ গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল-২।

প্রতিবন্ধী ৩ ব্যক্তির

হাসান শিপলু এ কথা জানান। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা এবং সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যেই তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত তিনজন হলেন, গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার আয়শা আক্তার, সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার নীলা খাতুন এবং নড়াইল সদর উপজেলার মো. হাসমত আলী। হাসান শিপলু জানান, প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সরাসরি নিয়োগপত্র পেয়ে তাঁরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তাঁদের জন্য দিনটি ছিল নতুন কর্মজীবনের পাশাপাশি নতুন স্বপ্নেরও সূচনা।

উল্লেখ্য, আয়শা আক্তার ও নীলা খাতুন দুজনই শারীরিক প্রতিবন্ধী। জন্ম থেকেই দুই হাত না থাকা নীলা খাতুন পা দিয়ে লিখে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তাঁকে রাজধানীর মিরপুরের জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আয়শা আক্তারও পা দিয়ে লিখে সম্পন্ন করেন স্নাতকোত্তর। হাত না থাকায় মুখ দিয়ে নিয়োগপত্র গ্রহণ করেন তিনি। তাঁকে গাইবান্ধার বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ক্লাস সুপারভাইজার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মো. হাসমত আলীকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন ইউনিয়ন সমাজকর্মী পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ সময় সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমিন পুতুল, সমাজকল্যাণ সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. তরিকুল আলম এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ মোহাম্মদ মাহ-বুব উপস্থিত ছিলেন। এদিকে প্রতিবন্ধী তিন ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আবদুস সাত্তার দুলাল। নিয়োগপত্র প্রদানের পরপরই তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ধন্যবাদ জানান।

সিলেটে দুই দফায়

চালানো হয়। সে সময় এনসিপির গাড়িবহর ঘিরে একদল যুবক 'ভুয়া ভুয়া' স্লোগানও দিয়েছেন। তারাও ছাত্রদলের নেতাকর্মী বলে জানা গেছে। এ ঘটনার পর সারজিস আলম ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, 'সিলেটের গোলাপগঞ্জে আবার আমাদের গাড়িতে রক্তাক্ত হামলা করেছে বিএনপির সন্ত্রাসীরা। তারা গাড়ি ভাঙচুর করেছে।'

এর ১৫ মিনিট পরে গাড়িবহরটি পাঁচ মাইল বাজারে পৌছালে সেখানে আরেকদফা হামলার কবলে পড়ে। এ বিষয়ে পরে আরেকটি স্ট্যাটাসে সারজিস লিখেছেন, 'দ্বিতীয় দফায় বিএনপির সন্ত্রাসীরা আমাদের উপরে আবার আক্রমণ করেছে সিলেটের পাঁচ মাইল বাজারে। তারেক রহমান কি শেখ হাসি-না হতে চায়?' ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন সিলেটের পুলিশ সুপার (এসপি) শাহ আলম। তিনি জানান, নির্ধারিত এক বাসায় দুপুরের খাবার খাওয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে এনসিপির গাড়িবহর পাঁচ মাইল বাজার এলাকায় পৌছালে হামলার মুখে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে গোলাপগঞ্জে শহিদ হওয়া পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতনিবিনিময় করতে গতকাল (বুধবার) দুপুরে গোলাপগঞ্জে যান এনসিপির উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমসহ দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা। তার আগেই গোলাপগঞ্জ চৌমহনী এলাকায় জড়ো হন স্থানীয় ছাত্রদল নেতাকর্মীরা। সারজিস আলমদের গাড়িবহর গোলাপগঞ্জে পৌছালে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা 'ভুয়া ভুয়া', 'এনসিপি ভুয়া' ইত্যাদি স্লোগান দিতে শুরু করেন।

এরপর এনসিপি নেতারা গোলাপগঞ্জ পৌরসভা মিলনায়তনে শহিদ পরিবারের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় শেষে দুপুর আড়াইটার দিকে পৌরসভা অডিটরিয়াম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও সারজিস আলমদের গাড়ি ঘিরে 'ভুয়া ভুয়া', 'এনসিপি ভুয়া' স্লোগান দেন। এ সময় গাড়ির দিকে কয়েকজন তেড়ে গিয়ে একটি গাড়িতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা শুরু করে। পরে পুলিশ তাদের সরিয়ে দিয়ে এনসিপির গাড়িবহর নিরাপদে চলে যেতে সহযোগিতা করে। তবে এতে কেউ হতাহত হননি বলে জানিয়েছেন গোলাপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ছবেদ আলী। তিনি বলেন, এনসিপি নেতারা নিরাপদে গোলাপগঞ্জ ছেড়ে গেছেন। এর আগে, গত মঙ্গলবার হবিগঞ্জে এনসিপির জুলাই পদযাত্রা কর্মসূচিতে হামলার ঘটনা ঘটে। ওই হামলার জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করে অভিযোগ করেন দলটির নেতারা। এর প্রতিবাদে গতকাল (বুধবার) হবিগঞ্জে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হলেও মৌলভীবাজার থেকে সেখানে যাওয়ার পথে শ্রীমঙ্গল ও বাহুবল এলাকায় একাধিকবার পুলিশের বাধার মুখে পড়ে দলটির কেন্দ্রীয় নেতাদের গাড়িবহর।

এই ৪-৫ মাসে কিছুই

বদলায়নি। একইভাবে ঘুষখোররা ঘুষ খাচ্ছে। ভালো পরিকল্পনা আগের মতোই আটকে দিচ্ছে। আমি সত্যিকার অর্থে পরিবর্তন দেখতে চেয়েছিলাম। তারেক রহমান ছাড়া আর কারও মধ্যে পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারলেই কেবল জুলাই সফল হবে।

যে যার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমরা আশা করি, তরুণদের গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ আমরা গড়তে পারব। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ভোল পাল্টে এখন সবাই জুলাইযোদ্ধা হয়ে গেছে। যারা ভোল পাল্টিয়েছে, তারা এখন বেশি অপকর্মে লিপ্ত। বিএনপি মহাসচিবের মতে, স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরেও দেশের মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন না হওয়া দুর্ভাগ্যজনক। ক্ষমতায় গেলেই ক্ষমতাসীনদের মধ্যে একটি রসায়ন কাজ করে ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরার। এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য জুলাই আন্দোলনে রক্ত দিয়েছে তরুণরা। জুলাইয়ের ত্যাগ ধারণ করে পরিবর্তনের চেষ্টা না করলে এত রক্ত বৃথা যাবে। বিএনপি এই সমাজটাকে পাল্টে দিতে চায়। জুলাই আন্দোলনে শহীদদের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরেও দেশের মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন না হওয়া দুর্ভাগ্যজনক। ক্ষমতায় গেলেই ক্ষমতাসীনদের মধ্যে একটি রসায়ন কাজ করে ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরার। এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য জুলাই আন্দোলনে রক্ত দিয়েছে তরুণরা। জুলাইয়ের ত্যাগ ধারণ করে পরিবর্তনের চেষ্টা না করলে এত রক্ত বৃথা যাবে। বিএনপি এই সমাজটাকে পাল্টে দিতে চায়।

পিকেএসএফের জলবায়ু-সহনশীল উদ্যোগ, উপকৃত হবে আড়াই লাখের বেশি পরিবার

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা, নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ প্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

'গ্রোথ ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল এন্টারপ্রেন-রশিপ অ্যান্ড নিউট্রিশন (গ্রিন)' শীর্ষক এই প্রকল্পের আওতায় দেশের হাওর, উপকূল, বরেন্দ্র ও চরাঞ্চলের ২ লাখ ৫৮ হাজারের বেশি পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) ঢাকায় পিকেএসএফ ভবন-১ এ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেছে পিকেএসএফ। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা, নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুল কাদের। জলবায়ু-সহনশীল নগর উন্নয়নে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করলো বাংলাদেশ স্বাগত বক্তব্য দেন পিকেএসএফ'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। প্রকল্পের ওপর একটি উপস্থাপনা দেন পিকেএসএফ'র উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. হাবিবুর রহমান। এছাড়া পিকেএসএফ'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা, মো. মশিয়ার রহমান এবং মুহম্মদ হাসান খালেদ পিকেএসএফ'র বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। ২০২৬ থেকে ২০৩১ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, নারী, যুব, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এসব জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি এবং জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা বাড়ানো হবে প্রকল্পটির অন্যতম লক্ষ্য।

প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী পরিবারগুলো জলবায়ু-সহনশীল খাদ্যব্যবস্থা, সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার, টেকসই উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবার সুযোগ পাবে। বিশেষ করে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ, অ্যাগ্রো-প্রসেসিং, মূল্য সংযোজনমূলক কার্যক্রম এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। পিকেএসএফ জানিয়েছে, প্রকল্পের মাধ্যমে নারী ও যুব উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, বাজারসংযোগ বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে। পাশাপাশি উপকূলীয় নারীদের কুটির শিল্প, কৃষকদের ঝুঁকি মোকাবিলায় সহায়তা, হাওরাঞ্চলে প্রযুক্তিনির্ভর আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা এবং কৃষি বীমার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়ানো হবে। এ প্রকল্পে মোট ২১১.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হবে।

এর মধ্যে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) দেবে ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাকি অর্থ পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে জোগান দেওয়া হবে। পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুল কাদের বলেন, গ্রিন প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তিতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল ফাইন্যান্সিং, এগ্রো-ইকোলজিক্যাল কৃষি, কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ, সৌরশক্তির ব্যবহার এবং সার্কুলার ইকোনমির প্রসারের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

লিটারে ৮.৭১ টাকা কমলো ফার্নেস অয়েলের দাম

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) ফার্নেস অয়েলের দাম কমানোর ঘোষণা দিয়েছে। নতুন নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) সরবরাহকৃত ফার্নেস অয়েলের দাম প্রতি লিটার ১০০ টাকা ৩৯ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর আগে এ জ্বালানির দাম ছিল ১০৯ টাকা ১০ পয়সা প্রতি লিটার। ফলে প্রতি লিটারে ৮ টাকা ৭১ পয়সা কমেছে। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) বিইআরসি এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। বিইআরসি জানিয়েছে, নতুন মূল্য ৩০ জুলাই দিবাগত রাত ১২টা থেকে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এ দাম বহাল থাকবে। এতে বলা হয়, ফার্নেস অয়েলের আন্তর্জাতিক বাজারদর এবং আমদানিকৃত ক্রুড অয়েলের এফওবি মূল্যের ভিত্তিতে নতুন এ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

নতুন দাম বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, শিল্পকারখানা এবং অন্যান্য গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৯৫০ কোটি টাকায় সিঙ্গাপুর থেকে কেনা হবে এক কার্গো এলএনজি

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে আন্তর্জাতিক কোটেশন সংগ্রহ পদ্ধতিতে সিঙ্গাপুর থেকে এক কার্গো তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে ব্যয় হবে প্রায় ৯৫০ কোটি টাকা। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রস্তাব অনুযায়ী, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ১০৫-এর উপবিধি (৩) এর দফা (ক) অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক কোটেশন সংগ্রহ পদ্ধতিতে আগামী ১৫ থেকে ১৬ আগস্ট ২০২৬ সময়ের জন্য ৪২তম কার্গো তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস কেনা হবে।

এ জন্য সিঙ্গাপুরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ভিটল এশিয়া প্রাইভেট লিমিটেডকে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে প্রতি এমএমবিটিইউ ২২ দশমিক ৩৫ মার্কিন ডলার দরে এই গ্যাস কেনা হবে। এ ক্রয়ে মোট ব্যয় হবে ৯৪৯ কোটি ৪৩ লাখ ১২ হাজার ১৮৪ টাকা, যার মধ্যে অগ্রিম আয়কর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বৈঠকে প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সুপারিশ করে এবং তা অনুমোদন দেওয়া হয়।

কাফকোর কাছ থেকে ১৩২ কোটি টাকার ইউরিয়া সার কিনবে সরকার

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেডের (কাফকো) কাছ থেকে প্রথম লটে ৩০ হাজার টন ব্যাগজাত দানাদার ইউরিয়া সার কিনবে সরকার। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী, কাফকোর কাছ থেকে ৩০ হাজার টন ব্যাগজাত দানাদার ইউরিয়া সার কিনতে মোট ব্যয় হবে ১৩২ কোটি ৬২ লাখ ৯০ হাজার ৬২৫ টাকা। প্রস্তাবে প্রতি টন ইউরিয়া সারের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৫৭ দশমিক ২৫ মার্কিন ডলার। এতে সুপারিশ করা দরদাতা হিসেবে রয়েছে কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো) বাংলাদেশ। বৈঠকে আলোচনা শেষে কমিটি প্রস্তাবটি অনুমোদন দেয়।

বেসরকারি খাতের বৈদেশিক ঋণের তথ্য জমা দিতে হবে প্রতি মাসে

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

বেসরকারি খাতের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক ঋণের তথ্য সংগ্রহের নিয়মে পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে ত্রৈমাসিকের পরিবর্তে প্রতি মাসে এসব ঋণের তথ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

বৈদেশিক ঋণের প্রবণতা আরও নিবিড় পর্যবেক্ষণ, ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা মূল্যায়ন এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) এ-সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করে এ নির্দেশনা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

সার্কুলারে বলা হয়েছে, ২০১৪ ও ২০২৩ সালে জারি করা নির্দেশনা অনুযায়ী এতদিন ব্যাংকগুলো ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বেসরকারি খাতের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক ঋণের তথ্য সংকলন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ই-রিটার্নস পোর্টালে জমা দিত। একই সঙ্গে ইডি-১ ও ইডি-২ ফরমের হার্ডকপি এবং সংশ্লিষ্ট ঋণচুক্তির দলিলও প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হতো। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, চলতি জুলাই মাস থেকে এসব তথ্য মাসিক ভিত্তিতে জমা দিতে হবে। প্রতি মাসের তথ্য পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত পাঁচটি আরআইটি ফরম পূরণ করে ই-রিটার্নস পোর্টালে আপলোড করতে হবে। পাশাপাশি ইডি-১ ও ইডি-২ ফরমের হার্ডকপি এবং ঋণচুক্তি-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও একই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগে জমা দিতে হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছে, দেশের বৈদেশিক ঋণের হালনাগাদ চিত্র নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা মূল্যায়ন, কার্যকর অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন এবং ব্যালেন্স অব পেমেন্টস ও ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান আরও নির্ভুলভাবে প্রস্তুতের জন্য এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক আর্থিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ আরও কার্যকর হবে।

সার্কুলারে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এ বিষয়ে আগে জারি করা নির্দেশনার অন্যান্য বিধান অপরিবর্তিত থাকবে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (২০২৩ পর্যন্ত সংশোধিত)-এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মিউচুয়াল ফান্ডে ভর করে ঘুরে দাঁড়ালো শেয়ারবাজার

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) দাম বাড়ার ক্ষেত্রে দাপট দেখিয়েছে মিউচুয়াল ফান্ডগুলো। এই মিউচুয়াল ফান্ডের ওপর ভর করে পতন থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে শেয়ারবাজার। ডিএসইতে দাম বাড়ার তালিকায় বেশি প্রতিষ্ঠান নাম লেখার পাশাপাশি মূল্যসূচকও বেড়েছে।

অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) দাম বাড়ার তালিকা বড় হওয়ার পাশাপাশি মূল্যসূচক বেড়েছে। সেইসঙ্গে বেড়েছে লেনদেনের পরিমাণ। তবে ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণ কমেছে। এদিন ডিএসইতে লেনদেন শুরু হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই দাম কমার তালিকায় চলে আসে বেশি প্রতিষ্ঠান। ফলে সূচকও ঋণাত্মক হয়ে পড়ে। লেনদেনের তিন ঘণ্টার মাথায়ও সূচক ঋণাত্মক থাকে। তবে শেষ আধাঘণ্টার লেনদেনে দাম বাড়ার ক্ষেত্রে দাপট দেখায় মিউচুয়াল ফান্ড। যার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে অন্য খাতেও। ফলে দাম বাড়ার তালিকা বড় হওয়ার পাশাপাশি মূল্যসূচক বেড়েই দিনের লেনদেন শেষ হয়। দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে সব খাত মিলে দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে ১৭৪টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। বিপরীতে দাম কমেছে ১৬৩টির এবং ৫৫টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। অপরদিকে ৩০টি মিউচুয়াল ফান্ডের দাম বাড়ার বিপরীতে একটির দাম কমেছে এবং ৩টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এদিকে ভালো কোম্পানি বা ১০ শতাংশ অথবা তার বেশি লভ্যাংশ দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১০৩টির শেয়ার দাম বেড়েছে। বিপরীতে ৮৩টির দাম কমেছে এবং ১৩টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। মাঝারি মানের বা ১০ শতাংশের কম লভ্যাংশ দেওয়া ৩৩টি কোম্পানির শেয়ার দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ২৮টির এবং ১৩টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ না দেওয়ার কারণে 'জেড' গ্রুপে স্থান হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৩৮টির শেয়ার দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৫২টির এবং ২৯টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। দাম বাড়ার তালিকা বড় হওয়ায় ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ১৬ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৮৯৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে বাছাই করা ভালো ৩০ কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৬ পয়েন্ট বেড়ে ২ হাজার ২১৭ পয়েন্টে উঠে এসেছে। আর ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৩ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১৯৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে।

মূল্যসূচক বাড়লেও ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণ কমেছে। বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৪৩ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ১ হাজার ৩৪২ কোটি ৫১ লাখ টাকা। এ হিসাবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন বেড়েছে ২৯৯ কোটি ৮ লাখ টাকা। এই লেনদেনে সব থেকে বড় ভূমিকা রেখেছে সায়হাম টেক্সটালের শেয়ার। কোম্পানিটির ২৯ কোটি ৪২ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা টেকনো ড্রাগসের শেয়ার লেনদেন হয়েছে ২৪ কোটি ৬১ লাখ টাকার। ২৪ কোটি ১৭ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিং।

এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস, সায়হাম কটন, সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট, ফারইস্ট নিটিং, আইটি কনসালট্যান্টস, আর্গন ডেনিমস এবং বেক্সিমকো।

কার্ড থেকে বিকাশ-নগদে 'অ্যাড মানি' নির্দেশনা বাস্তবায়নে সময় আরও বাড়লো

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড থেকে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) ব্যক্তিগত হিসাবে অর্থ যোগ (অ্যাড মানি) সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা বাস্তবায়নের সময়সীমা আরও ছয় মাস বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

ফলে সংশ্লিষ্ট এমএফএস সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ও কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংকগুলো আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ নির্দেশনা বাস্তবায়নের সুযোগ পাবে।

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট (পিএসডি) এ-সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করেছে।

ব্যাংকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড থেকে সাধারণত বিভিন্ন এমএফএস যেমন বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায়- প্রভৃতি অ্যাকাউন্টে অ্যাড মানি করা হয়।

সার্কুলারে বলা হয়, গত ১৯ মে জারি করা পিএসডি-১ সার্কুলার নং-০৩/২০২৬-এর ক্রমিক ২ ও ৩-এ উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়নের সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সার্কুলারে আরও বলা হয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান এসব নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে না পারলে ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ওই প্রতিষ্ঠানের কার্ড ব্যবহার করে এমএফএসের ব্যক্তিগত হিসাবে 'অ্যাড মানি' সুবিধা বন্ধ রাখতে হবে। তবে ১৯ মে জারি করা সার্কুলারের অন্যান্য নির্দেশনা আগের মতোই বহাল থাকবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পরিশোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা আইন, ২০২৪-এর ১৮ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এর আগে মে মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্ড থেকে এমএফএস হিসাবে অর্থ স্থানান্তর ব্যবস্থাকে আরও নিরাপদ, স্বচ্ছ ও ঝুঁকিমুক্ত করতে নতুন নির্দেশনা জারি করেছিল। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রস্তুতির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এবার সেই নির্দেশনা বাস্তবায়নে অতিরিক্ত ছয় মাস সময় দেওয়া হলো।

দাবদাহের কবলে দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

তীব্র দাবদাহের কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতি বছর প্রায় ৩ কোটি ১০ লাখ পূর্ণকালীন কর্মসংস্থানের সমপরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে। এ পরিস্থিতি বজায় থাকলে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে এই অঞ্চলের অর্থনীতি প্রায় ৭ শতাংশ সংকুচিত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাংক। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তাপমাত্রা বৃদ্ধির এই হারকে এ অঞ্চলের চাকরি, উৎপাদনশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অন্যতম বড় হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে সংস্থাটি। (বৃহস্পতিবার) বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস থেকে এসব জানানো হয়। 'প্রোটেক্টিং জবস অ্যান্ড গ্রোথ ফ্রম এক্সট্রিম হিট ইন সাউথ এশিয়াস সিটিজ' শীর্ষক এক নতুন প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন করে প্রায় ২৮ কোটি কর্মক্ষম মানুষ যুক্ত হতে যাচ্ছেন। তবে চরম দাবদাহ তাদের কর্মসংস্থান ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে চরম অনিশ্চয়তার মুখে ফেলছে। প্রতিবেদনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২০৭০ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় ৫২ কোটি মানুষ বছরে অন্তত এক মাস মারাত্মক বা বিপজ্জনক দাবদাহের সম্মুখীন হতে পারেন, যা বর্তমান সময়ের তুলনায় প্রায় চার গুণ বেশি। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হচ্ছে এবং শহরগুলোর সার্বিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এই তাপমাত্রার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে নিম্নআয়ের পরিবার, অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, নারী, বয়োবৃদ্ধ এবং শিশুদের ওপর। একই সাথে তা স্বাস্থ্য খাত ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে।

এ বিষয়ে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট জোহানেস জুট বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার শহরগুলো এই অঞ্চলের ভবিষ্যতের মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু ক্রমাগত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের জীবিকা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছে। চরম গরম প্রতিরোধে সক্ষম সহনশীল শহর গড়ে তোলা কেবল মানুষকে দাবদাহ থেকে বাঁচানোর বিষয় নয়; এটি চাকরি রক্ষা করা, উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার অন্যতম প্রধান শর্ত। এখনই সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আরও সহনশীল, প্রতিযোগিতামূলক এবং বাসযোগ্য শহর তৈরি করতে পারব। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, চরম দাবদাহকে এখন আর কেবল একটি সাময়িক বা মৌসুমি জরুরি অবস্থা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। একে নগর পরিকল্পনা, অবকাঠামো বিনিয়োগ, সরকারি নীতি এবং বেসরকারি খাতের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে এনে একটি মূল উন্নয়নমূলক অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান সংকট মোকাবিলায় দাবদাহ সহনশীল অবকাঠামো তৈরি, 'হিট অ্যাকশন প্ল্যান' শক্তিশালী করা, চরম গরমে কাজ করা শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদান, পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী শীতলীকরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের এই বিশেষ প্রতিবেদনটি তৈরিতে সার্বিক সহায়তা করেছে যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসের (এফসিডিও) অর্থায়নে পরিচালিত 'রেজিলিয়েন্ট এশিয়া প্রোগ্রাম'। পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের 'গ্লোবাল ফ্যাসিলিটি ফর ডিজাস্টার রিডাকশন অ্যান্ড রিকভারি' এবং 'সিটি রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম' এতে সহযোগিতা প্রদান করে। যুক্তরাজ্যের এফসিডিও-র এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের জলবায়ু সহনশীলতা বিষয়ক প্রধান জন ওয়ারবার্টন জানান, পুরো দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে চরম দাবদাহ মানুষের জীবিকা ধ্বংস করছে, জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং দরিদ্র মানুষকে আরও বেশি দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এটি একটি বড় ধরনের উন্নয়ন সংকট, যা মোকাবিলায় প্রতিটি খাতে টেকসই উদ্যোগ প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে এবং প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বাড়াতে বিশ্বব্যাংক ও আঞ্চলিক অংশীদারদের সাথে যুক্তরাজ্য সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংক মনে করে, দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও মালদ্বীপের শহরগুলোতে বেশ কিছু কার্যকরী সমাধান এখনই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। বেশ কিছু নগরীতে ইতোমধ্যে হিট অ্যাকশন প্ল্যান, সবুজায়ন, আগাম সতর্কবার্তা এবং দক্ষ কুলিং ব্যবস্থার ইতিবাচক ফল পাওয়া যাচ্ছে। তবে এসব উদ্যোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং বিপুল সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন। দ্রুত নগরায়নের এই সময়ে সরকারগুলোর আজকের সঠিক পদক্ষেপই নির্ধারণ করবে যে দক্ষিণ এশিয়ার শহরগুলো নতুন কর্মসংস্থান ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে থাকবে, নাকি তীব্র গরমে থমকে যাবে।

বন্দরে চাপ: নন-বন্ডেড এলাকায় খালি কনটেইনার রাখার অনুমতি চায় চেম্বার

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

চট্টগ্রাম বন্দরের ভেতরে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা খালি কনটেইনার নন-বন্ডেড এলাকায় নেওয়ার অনুমতি চেয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে চিঠি দিয়েছে চট্টগ্রাম চেম্বার।

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি আমিরুল হক অর্থমন্ত্রীকে এ চিঠি দেন। চিঠিতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা আনতে শিপিং এজেন্ট ও মেইন লাইন অপারেটরদের জন্য নন-বন্ডেড এলাকায় খালি কনটেইনার সংরক্ষণের অনুমতি প্রদানে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, চট্টগ্রাম বন্দর দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান প্রবেশদ্বার।

দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ কার্যক্রম এই বন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কিন্তু বর্তমানে খালি কনটেইনার সংরক্ষণজনিত প্রচণ্ড চাপের কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের উৎপাদনশীলতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে না। বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী শিপিং লাইসেন্সের খালি কনটেইনার সংরক্ষণ করতে পারে না। ফলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বন্দর ও বেসরকারি কনটেইনার ডিপোগুলোতে খালি কনটেইনার জমা হওয়ার কারণে ইয়ার্ডের ধারণক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতার কারণে বিপুলসংখ্যক খালি কনটেইনার দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করতে হয়। বিশেষ করে ২০ ফুট কনটেইনারের তুলনায় ৪০ ফুট কনটেইনারের চাহিদা বেশি থাকায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ২০ ফুট খালি কনটেইনার দীর্ঘ সময় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।

এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অতিবৃষ্টি, শ্রমিক কর্মবিরতি কিংবা অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে কনটেইনার ডেলিভারি ব্যাহত হলে বন্দরের ওপর কনটেইনারের চাপ আরও বাড়ে এবং সার্বিক অপারেশনাল কার্যক্রম দারুনভাবে ব্যাহত হয় বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়েছে উল্লেখ করে চেম্বারের পত্রে বলা হয়. শিপিং এজেন্ট ও মেইন লাইন অপারেটরদের লাইসেন্সের বাইরে নন-বন্ডেড এলাকায় খালি কনটেইনার সংরক্ষণের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করেছে চট্টগ্রাম বন্দর।

এছাড়া শিপিং এজেন্ট/এমএলওরা এ বিষয়ে অনুমতি প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র দিয়েছেন। কিন্তু ওইসব পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এনবিআর কোনো ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে কি না চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বা' শিপিং এজেন্ট/এমএলওরা অবগত নন।

বিশ্বের বিভিন্ন সমুদ্রবন্দর এমনকি প্রতিবেশী দেশের বন্দরগুলোতেও এ ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশেও এরূপ অনুমোদন দেওয়া গেলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সামগ্রিক লজিস্টিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

দাবানলে পুড়ছে বন, বিপন্ন হচ্ছে ভবিষ্যৎ

ড. এ কে এম মাহমুদুল হক

২০২৬ সালের জুলাই মাসের শুরু থেকে সূত্রপাত হওয়া ভয়াবহ দাবানল দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্স, বিশেষ করে জিরোন্দ অঞ্চলে এবং স্পেনের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল যেমন মাদ্রিদ ও আভিলায় ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। ফরাসি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, চলতি বছরে ফ্রান্সে এ পর্যন্ত প্রায় ৯৮,০০০ হেক্টর বনাঞ্চল পুড়ে গেছে, যা একটি ঐতিহাসিক রেকর্ড। স্পেনে মাদ্রিদ অঞ্চলে প্রায় ১০,০০০ হেক্টর এবং প্রতিবেশী আভিলা প্রদেশে ১৩,০০০ থেকে ১৫,০০০ হেক্টর বনভূমি পুড়ে গেছে বলে স্পেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে; আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব এখনও নিরূপণ করা হয়নি। এই দাবানলে স্পেনের ভালেন্সিয়ার কাছে মানিসেস শহরে অন্তত একজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন, আর ফ্রান্সে অন্তত ৫৪ জন দমকলকর্মী আহত হয়েছেন।

দাবানলের অব্যাহত বিস্তারের ফলে দুই দেশ মিলিয়ে ২,৬৭,০০০-এর বেশি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ফ্রান্সে ১,৬৭,০০০-এর বেশি এবং স্পেনে প্রায় ১,০০,০০০ জন রয়েছেন। এছাড়া হাজার হাজার মানুষ এখনো শেল্টার-ইন-প্লেস (নিজেদের অবস্থানে নিরাপদ আশ্রয়) নির্দেশনার অধীনে রয়েছেন, যারা সম্ভাব্য বাস্তুচ্যুতির সম্মুখীন হতে পারেন। এর মোকাবিলায় ফরাসি সামরিক বাহিনীর সহায়তায় হাজার হাজার বেসামরিক ফায়ারফাইটার সক্রিয়ভাবে আগুন নেভানোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সমগ্র ইউরোপ থেকে মোতায়েন করা রূপান্তরিত অ৪০০গ-জাতীয় সামরিক পরিবহন ও হেভি-লিফট বিমান সমন্বিত একটি বিশাল আন্তর্জাতিক আকাশযানের বহর তাদের সহায়তা করছে।

অনেকেরই অজানা যে, সংঘটিত হওয়ার সংখ্যার নিরিখে বিচার করলে দাবানল বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা ভূমিকম্পের মতো অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের তুলনায় বহুগুণ বেশি ঘটে থাকে। পরিসংখ্যানগত উপাত্ত অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১০ লাখ দাবানলের ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে বড় ও ধ্বংসাত্মক আকারের দাবানলের সংখ্যাই প্রায় আড়াই লাখ।

এর বিপরীতে, বিশ্বজুড়ে বছরে ক্ষয়ক্ষতি সাধনকারী বড় ভূমিকম্পের সংখ্যা গড়ে মাত্র ১৩০ থেকে ১৫০টি, ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন সৃষ্টি হয় ৮০ থেকে ৯০টি এবং বড় আকারের বন্যার ঘটনা ঘটে কয়েকশ থেকে সর্বোচ্চ কয়েক হাজার বার। দাবানল এত বেশি মাত্রায় সংঘটিত হওয়ার প্রধান কারণ হলো এর উৎপত্তির কারণগুলো নিত্যনৈমিত্তিক। বজ্রপাতের মতো প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি মানুষের সামান্যতম অসতর্কতা থেকেও প্রতিদিন অসংখ্য দাবানলের সূত্রপাত ঘটে।

দাবানল মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক উভয় কারণে সংঘটিত হলেও মোট দাবানলের প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশই মানুষের অসতর্কতা ও কর্মকাণ্ডের ফলে ঘটে। এর মধ্যে রয়েছে বনভোজনের পর ক্যাম্পফায়ারের আগুন সম্পূর্ণ না নেভানো, জ্বলন্ত সিগারেট বা দিয়াশলাই বনাঞ্চলে ফেলা, কৃষিজমির বর্জ্য পোড়ানোর আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া, বৈদ্যুতিক লাইনের শর্ট-সার্কিট এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বনে আগুন লাগানোর ঘটনা উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে, বাকি ১০ থেকে ২০ শতাংশ দাবানল প্রাকৃতিক কারণেও ঘটে থাকে, যার প্রধান উৎস হলো শুষ্ক মৌসুমে বনাঞ্চলে বজ্রপাত। এছাড়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা চরম তাপমাত্রায় শুকনো পাতা ও ঘাসে স্বতঃস্ফূর্ত দহনের ফলেও প্রাকৃতিক দাবানলের সূত্রপাত হয়।

এই কারণগুলোর পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন, দীর্ঘমেয়াদি খরা, উচ্চ তাপমাত্রা, বাতাসে নিম্ন আর্দ্রতা এবং প্রবল বাতাস সরাসরি আগুন সৃষ্টি না করলেও বনাঞ্চলকে অত্যন্ত দাহ্য করে তোলে এবং প্রাথমিক স্ফুলিঙ্গকে ভয়াবহ রূপ দিয়ে দ্রুত বিস্তারে সহায়তা করে। দাবানলের আরেকটি বিশেষ কারণ হলো ইচ্ছাকৃতভাবে দাবানল সৃষ্টি করা। কিছু রাষ্ট্রে কৃষিজীবী, গবাদিপশু পালনকারী ও বৃহৎ কর্পোরেশনগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বনে আগুন লাগায়, যা প্রায়শই দুর্বল আইনের শাসন বা পরোক্ষ রাজনৈতিক মদদের কারণে ঘটে থাকে। ব্রাজিলের অ্যামাজন অঞ্চলে প্রধানত গোচারণভূমি তৈরি এবং সয়াবিন চাষের জন্য বন পরিষ্কার করতে 'স্ল্যাশ অ্যান্ড বার্ন' বা গাছ কেটে পুড়িয়ে ফেলার পদ্ধতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগানো হয়; উদাহরণস্বরূপ, ব্রাজিলের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা-এর উপাত্তমতে, ২০১৯ ও ২০২০ সালে অ্যামাজনে অগ্নিকাণ্ডের মাত্রা রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার প্রায় পুরোটাই ছিল মানবসৃষ্ট এবং অবৈধভাবে ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। দাবানল প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে অনেক প্রলয়ঙ্করী হলেও, এটি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং এর ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে মানুষের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট করণীয় রয়েছে।প্রায় একই চিত্র দেখা যায় ইন্দোনেশিয়ায়, যেখানে সস্তায় পাম তেল ও কাগজের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য বিশাল পিটভূমিতে কর্পোরেশনগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগিয়ে বন পরিষ্কার করে, যা পরবর্তীতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে দীর্ঘস্থায়ী দাবানলে রূপ নেয় এবং ভয়াবহ ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। এছাড়া বলিভিয়া, পেরুর মতো দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশ এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার অনেক দেশে সনাতন পদ্ধতির কৃষিকাজ ও জুম চাষের জন্য ব্যাপকভাবে আগুন ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, এইসব রাষ্ট্র সরাসরি বনে আগুন না লাগালেও, অর্থনৈতিক স্বার্থে জমি পরিষ্কার করার এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অপরিকল্পিত অগ্নিকাণ্ডগুলোই শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ দাবানলে পরিণত হয়।

বিশ্বের সব স্থানে দাবানলের মারাত্মক প্রভাব না থাকলেও, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও জলবায়ুগত কারণে বেশকিছু নির্দিষ্ট অঞ্চল প্রায়শই এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। দীর্ঘস্থায়ী খরা ও অত্যন্ত দাহ্য ইউক্যালিপটাস বনাঞ্চলের কারণে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং শুষ্ক জলবায়ু ও তীব্র বাতাসের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়া সবচেয়ে বেশি দাবানলপ্রবণ এলাকা। গ্রীষ্মকালে অত্যধিক তাপমাত্রা ও শুষ্ক আবহাওয়ার

কারণে দক্ষিণ ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকাও (যেমন স্পেন, গ্রিস, ফ্রান্স, ইতালি) নিয়মিত এই দুর্যোগের শিকার হয়ে থাকে। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে রাশিয়া (সাইবেরিয়া) ও কানাডার বিশাল তৈগা বা বোরিয়াল বনভূমিতে দাবানলের তীব্রতা ও স্থায়িত্ব বর্তমানে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। এছাড়া, মূলত কৃষিকাজ ও জমি পরিষ্কারের উদ্দেশ্যে মানুষের সৃষ্ট আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে অ্যামাজন অববাহিকা এবং ইন্দোনেশিয়ার কার্বনসমৃদ্ধ পিটভূমিতে ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী দাবানলের সৃষ্টি করে; পাশাপাশি সাব-সাহারান আফ্রিকার বিস্তীর্ণ সাভানা তৃণভূমিতেও প্রতি বছর বিপুল পরিসরে দাবানল সংঘটিত হয়ে থাকে। অবাক করার মতো বিষয় হলো, প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত দাবানল পৃথিবীর অনেক পরিবেশতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমের একটি অপরিহার্য ও স্বাভাবিক অংশ। দাবানলে পুড়ে যাওয়া মৃত উদ্ভিদ ও পাতার অবশিষ্টাংশ ছাইয়ে পরিণত হয়ে মাটিতে মিশে যায়, যা মাটির উর্বরতা ও পুষ্টি উপাদান বৃদ্ধি করে।

এছাড়া, আগুন জঙ্গলের ঘন ছাউনি পরিষ্কার করে মাটিতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পৌঁছানোর পথ তৈরি করে, যা নতুন উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও জৈববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়তা করে এবং ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ও রোগজীবাণু ধ্বংস করে বনাঞ্চলকে সুস্থ রাখে। এমনকি কিছু নির্দিষ্ট উদ্ভিদ, যেমন বিশেষ প্রজাতির পাইন গাছের বীজ কেবল আগুনের প্রচণ্ড তাপের সংস্পর্শে এলেই উন্মুক্ত হয়ে বংশবিস্তার করতে পারে। তবে বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বেশি মাত্রায় সংঘটিত দাবানল এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মানবসৃষ্ট দাবানলগুলো এই প্রাকৃতিক দাবানলের তীব্রতা ও স্থায়িত্ব এত বেশি মাত্রায় বাড়িয়ে দিচ্ছে যে, তা অনেক সময় ইকোসিস্টেমকে পুনরুজ্জীবিত করার পরিবর্তে তাকে চিরতরে ধ্বংস করে ফেলছে। 'গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ'-এর তথ্যমতে, দুই দশকে বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩০ লাখ (৩ মিলিয়ন) হেক্টরের বেশি গাছের আচ্ছাদন বা বনভূমি শুধুমাত্র দাবানলের কারণে পুড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে অনেক বনাঞ্চল প্রাকৃতিকভাবে পুনরুদ্ধার হলেও অ্যামাজন, অস্ট্রেলিয়া বা ইন্দোনেশিয়ার মতো অঞ্চলে বারবার ও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে অনেক বনভূমি চিরতরে তৃণভূমি বা সাভানায় পরিণত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে, যা স্থায়ী বনভূমি ধ্বংসের প্রমাণ।

জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির হিসাবটি আরও বেশি উদ্বেগজনক। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেবল ২০১৯-২০২০ সালের অস্ট্রেলিয়ার ভয়াবহ দাবানলেই প্রায় ৩০০ কোটি (৩ বিলিয়ন) বন্যপ্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে স্তন্যপায়ী, পাখি, সরীসৃপ ও উভচর প্রাণী রয়েছে। এরা হয় মারা গেছে অথবা বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এই ধরনের চরম মাত্রার দাবানলের ফলে অনেক স্থানীয় ও বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণী তাদের একমাত্র আবাসস্থল হারিয়ে চিরতরে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে পড়েছে। দাবানল প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে অনেক প্রলয়ঙ্করী হলেও, এটি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং এর ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে মানুষের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট করণীয় রয়েছে। প্রাথমিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বনভূমিতে ক্যাম্পফায়ার সম্পূর্ণ নেভানো নিশ্চিত করা, কৃষিবর্জ্য পোড়ানো বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অগ্নিসংযোগের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ এবং বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক লাইনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্বন নিঃসরণ কমানো অপরিহার্য, কারণ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও চরম খরাই বনাঞ্চলকে দাবানলের জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। বনভূমি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে শুষ্ক মৌসুমের পূর্বে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত দহনের মাধ্যমে বনের অতিরিক্ত শুষ্ক পাতা ও ঝোপঝাড় পুড়িয়ে ফেলা এবং নির্দিষ্ট স্থানে গাছপালা পরিষ্কার করে ফায়ারব্রেক বা কৃত্রিম ফাঁকা জায়গা তৈরি করে আগুনের বিস্তার রোধ করা যেতে পারে।

পাশাপাশি, আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে স্যাটেলাইট, ড্রোন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি চালালে আগুনের সূত্রপাত দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব, যা পরবর্তীতে প্রশিক্ষিত ফায়ারফাইটার এবং ওয়াটার-বম্বিং এয়ারক্রাফট বা হেলিকপ্টারের সাহায্যে দ্রুত নেভানো সহজ হয়।

পরিশেষে, দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্বন নিঃসরণ কমানো অপরিহার্য, কারণ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও চরম খরাই বনাঞ্চলকে দাবানলের জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

তবে দাবানল নিয়ে আমাদের কিছু ভুল ধারণাও রয়েছে। আমরা মনে করি দাবানলের কারণে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ঘাটতি হতে পারে। তবে মনে রাখা উচিত, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রায় ২১ শতাংশ অক্সিজেন বিদ্যমান। বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত এই অক্সিজেনের পরিমাণ এতই বিশাল যে, পৃথিবীর সব বনভূমি একত্রে পুড়ে গেলেও তা বায়ুমণ্ডলের মোট অক্সিজেনের ১ শতাংশেরও অনেক কম অংশ ব্যবহার করবে। আবার দাবানলের সময় স্থানীয় অঞ্চলে মানুষের যে শ্বাসকষ্ট হয়, তা অক্সিজেনের শূন্যতার কারণে ঘটে না।

মূলত বাতাসে ধোঁয়া, কার্বন মনোক্সাইড এবং সূক্ষ্ম ক্ষতিকারক বস্তুকণা (চগ২.৫) ছড়িয়ে পড়ার কারণে বাতাস দূষিত ও বিষাক্ত হয়ে ওঠে, যা শ্বাস-প্রশ্বাসে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটায়। এছাড়াও 'বনভূমি পৃথিবীর অধিকাংশ অক্সিজেন সরবরাহ করে'ড়এটি একটি প্রচলিত ভুল ধারণা। স্থলভাগের বনভূমি যতটুকু অক্সিজেন উৎপাদন করে, তার প্রায় সমপরিমাণ অক্সিজেন বনের প্রাণী, উদ্ভিদের নিজস্ব শ্বসন প্রক্রিয়া এবং জৈব পচনে ব্যবহৃত হয়ে যায়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের মূল ও বৃহত্তম উৎস হলো মহাসাগরে অবস্থিত 'ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন'। দাবানলের কারণে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ঘাটতি হয় না; কেবল এই বৈজ্ঞানিক সত্যের ওপর নির্ভর করে দাবানল নিয়ে নিশ্চিন্ত বা উদাসীন থাকার কোনো সুযোগ নেই। অক্সিজেনের অভাব না ঘটলেও, দাবানল থেকে নির্গত ধোঁয়া, কার্বন মনোক্সাইড এবং সূক্ষ্ম বিষাক্ত বস্তুকণা (চগ২.৫) বাতাসকে দূষিত করে ভয়াবহ মাত্রার শ্বাসকষ্ট ও জনস্বাস্থ্য সংকটের সৃষ্টি করে। এছাড়া, দাবানল কেবল গাছপালাই পোড়ায় না; এটি বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের ইকোসিস্টেম ধ্বংস করে।

অভ্যন্তরীণ পর্যটনের টেকসই রূপরেখা

পর্যটনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ ছোট কিন্তু অপার সম্ভাবনার দেশ। সুন্দরবনের গহীন অরণ্য থেকে শুরু করে কক্সবাজারের দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত, সিলেটের অপরূপ চা বাগান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মেঘে ঢাকা পাহাড়, এভাবেই দেশের বুকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পর্যটন আকর্ষণ। অন্যদিকে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে উপজীব্য করে পর্যটন শিল্প তরান্বিত হতে পারে। যদিও দেখা যায় প্রতি বছর লাখ লাখ বাংলাদেশি নিজের দেশ না ঘুরে বিদেশে ঘুরতে গিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করেন। অভ্যন্তরীণ পর্যটনকে শক্তিশালী করতে হলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া এখন সময়ের দাবি। অর্থনীতি যখন সমৃদ্ধ হয়, মানুষের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ আসে। আর সেই অর্থের একটি বড় অংশ যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড্যানি রডরিকের গবেষণা বলছে, একটি পরিবারের মোট আয়ের যে অংশ মৌলিক চাহিদা মেটানোর পরে বাঁচে, যাকে বলা হয় 'ডিসপোজেবল ইনকাম' বা বিবেচনাযোগ্য আয়। সেই আয় বাড়লে মানুষ বিনোদন ও ভ্রমণে বেশি ব্যয় করতে শুরু করেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুই দশকে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের ভেতরে ভ্রমণকারীর সংখ্যাও বেড়েছে, যা এই তত্ত্বকে সমর্থন করে। বিশ্বব্যাংকের ২০২৩ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের যে দেশগুলোয় একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছে, সেসব দেশে অভ্যন্তরীণ পর্যটন সবচেয়ে দ্রুত বিকশিত হয়েছে। কারণ মধ্যবিত্তরা একদিকে ভ্রমণের সামর্থ্য রাখেন, অন্যদিকে তারা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী। অর্থনীতিবিদ ও পর্যটন গবেষকরা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন, একটি দেশের মাথাপিছু আয় বাড়লে পর্যটন শিল্পে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। তবে এই সম্পর্কটি কেবল সরলরৈখিক নয়, এর পেছনে রয়েছে বেশকিছু গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রভাব। পর্যটন অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পথ চিহ্নিত করেছেন যেভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি সরাসরি পর্যটনে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে। প্রথমত, আয় বাড়লে মানুষ পরিবহন থেকে শুরু করে আবাসন এবং বিনোদনের খরচ বহন করতে সক্ষম হন। বাংলাদেশে বাস, ট্রেন বা লঞ্চে দূরপাল্লার ভ্রমণ এখন আর বিলাসিতা নয়। আয় বাড়ার ফলে এই বাধা কমেছে। অন্যদিকে বিভিন্ন হোটেল, মোটেল, রিসোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পর্যটকরা বেড়াতে গিয়ে সেখানে থাকছেন এবং বিনোদন পাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার হার বৃদ্ধি পর্যটনের সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক তাকেশি ইয়ানাগাওয়া তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, শিক্ষিত মানুষের নতুন জায়গা দেখার, ইতিহাস জানার এবং ভিন্ন সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ বেশি থাকে। এছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে পিকনিক, ফিল্ড ট্রিপ-এ যাওয়া অনেক প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক। ফলে বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষিত হওয়ার প্রভাবে শুধু প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই তাদের পর্যটনে উৎসাহিত করে না বরং তাদের পরিবারকেও বেড়াতে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী পর্যটনকে প্রাতিষ্ঠানিক বা তাদের দৈনন্দিন চাহিদার অংশ হিসাবেই পরিগণিত করেন ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে শিক্ষার বিস্তার ঘটলে পর্যটনের চাহিদাও বাড়ে। তৃতীয়ত, নগরায়ণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলে মানুষ মানসিক চাপ কমাতে ছুটিতে ভ্রমণকে বেছে নেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ওখঙ) গবেষণা অনুযায়ী, নগরে বসবাসকারী কর্মজীবী মানুষ গ্রামের মানুষের তুলনায় গড়ে দুই থেকে তিনগুণ বেশি পর্যটনে অংশ নেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, এক দশকে দেশের মাথাপিছু আয় প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। একই সময়ে কক্সবাজার, সাজেক ও সুন্দরবনে পর্যটকের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধারা অব্যাহত রাখতে হলে শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়, সেই প্রবৃদ্ধিকে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নীতিগত সহায়তার সাথে যুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পর্যটন গন্তব্যগুলোয় যাতায়াত, মানুষের জ্ঞানের অভাব এবং মানসম্মত পর্যটন উপাদান সরবরাহ না করার ফলে এই শিল্প এখনও বড় সমস্যার সম্মুখীন। যেমন কক্সবাজার বা বান্দরবানের পথে ভাঙা রাস্তা ও যানজট পর্যটকদের আগমনকে নিরুৎসাহিত করে। উৎসবে আয় বাড়লে যেহেতু পর্যটন বাড়ে, পর্যটন বাড়লে স্থানীয় হোটেল, রেস্তোরাঁ, গাইড ও পরিবহনে আয় হয়, সেই আয় আবার স্থানীয় অর্থনীতিতে ফিরে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট'। সুন্দরবন ও কক্সবাজারে অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন ইতিমধ্যে পরিবেশের ক্ষতি করছে। বিরাট সংখ্যক দেশি পর্যটক এই সমস্যার কারণে বিদেশে সস্তায় তাদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে বেড়াতে পছন্দ করেন। সেখানে বিভিন্ন ধরনের বিনোদনের উপাদানও তারা পেয়ে যান।

পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতায় হাওরাঞ্চলের উন্নয়ন থমকে

হাসান হামিদ

বৃষ্টির শব্দ কখনো কবিতার মতো লাগে, কখনো সান্ত্বনার মতো। কিন্তু সুনামগঞ্জের হাওরে এখন সেই বৃষ্টি মৃত্যুঘণ্টার মতো শোনায়। আকাশ থেকে ঝরে পড়া প্রতিটি ফোঁটা যেন কৃষকের বুকের ভেতর আঘাত করছে। চোখের সামনে তলিয়ে যাচ্ছে ধান, আর সেই সঙ্গে তলিয়ে যাচ্ছে একেকটি পরিবারের সারা বছরের ভাতের নিশ্চয়তা, ঋণ শোধের আশা, সন্তানের স্কুলের খরচ, বেঁচে থাকার ন্যূনতম ভরসা। হাওরের বুকজুড়ে এখন একটাই দৃশ্য; মানুষ পানিতে দাঁড়িয়ে ধান কাটছে, আবার সেই ধানই পানিতে পচে যাচ্ছে। এক অদ্ভুত ট্র্যাজেডি। যেন কৃষক নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছে, শুধু সময়টা একটু পেছনে ঠেলে দেওয়ার জন্য। হাঁটু থেকে বুকসমান পানিতে নেমে, বজ্রপাতের ঝলকানির মধ্যে, ঝড়ো বাতাসের তীব্রতায় দুলতে দুলতে ধান কাটছে মানুষ। এই দৃশ্য কোনো দুর্যোগের নয়, এটি একটি রাষ্ট্রের ব্যর্থতার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। কৃষকরা বলছেন, কাটলেও সর্বনাশ, না কাটলেও সর্বনাশ। ধান কাটার পর রোদ নেই, খলায় পড়ে পচে যাচ্ছে, অঙ্কুর গজাচ্ছে। আর জমিতে রেখে দিলে জলাবদ্ধতায় ডুবে যাচ্ছে। এই দুই বিপদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কৃষক যেন এক নিষ্ঠুর খেলার পুতুল, যার ভাগ্য নির্ধারণ করছে আবহাওয়া নয়, বরং অব্যবস্থাপনা। প্রশ্নটা এখানে বৃষ্টি নয়। বৃষ্টি এই অঞ্চলের চিরচেনা বাস্তবতা। প্রশ্নটা হলো, এই বৃষ্টিকে সামাল দেওয়ার প্রস্তুতি কোথায়? বছরের পর বছর ধরে হাওরাঞ্চলের জন্য বরাদ্দ, প্রকল্প, বাঁধ নির্মাণ, স্লুইসগেট- এসব কি কেবল কাগজে-কলমে ছিল? বাস্তবে কেন সেগুলো আজ কৃষকের জন্য "মরণফাঁদ" হয়ে উঠছে? নলুয়ার হাওর থেকে দেখার হাওর, বাওন বিল থেকে টাঙ্গুয়ার বিস্তীর্ণ জলরাশি- সবখানেই একই অভিযোগ। পানি বের হওয়ার পথ নেই। কোথাও স্লুইসগেট বন্ধ, কোথাও অপরিকল্পিত বাঁধ পানি আটকে রেখেছে, কোথাও আবার অসমাপ্ত প্রকল্প ফেলে রাখা হয়েছে সময়মতো কাজ শেষ না করেই। যেন পুরো ব্যবস্থাটা একটি অদৃশ্য অবহেলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যা ভেঙে পড়তে পড়তেই আজকের এই বিপর্যয়।

সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো এই বিপর্যয় হঠাৎ নয়। এটি পূর্বনির্ধারিত ছিল। প্রতিবছর একই সময়ে একই সমস্যা, একই অভিযোগ, একই কান্না; তবুও কোনো স্থায়ী সমাধান নেই। বরং প্রতি বছর নতুন করে বরাদ্দ, নতুন প্রকল্প, নতুন প্রতিশ্রুতি। যেন দুর্যোগ নয়, এটি একটি পুনরাবৃত্ত ব্যবসা; যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষক, আর লাভবান হয় অদৃশ্য কিছু গোষ্ঠী। যখন শোনা যায়, শত শত কোটি টাকার বাঁধ প্রকল্পে মনিটরিং নেই, কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন আছে, সময়মতো কাজ শেষ হয়নি, তখন আর এটিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা যায় না। এটি স্পষ্টতই মানবসৃষ্ট সংকট। দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা আর দায়হীনতার সম্মিলিত ফল। সরকারি হিসাব বলছে একরকম, মাঠের বাস্তবতা বলছে অন্যরকম। কোথাও বলা হচ্ছে কয়েক হাজার হেক্টর ক্ষতি, আবার স্থানীয়দের দাবি, ক্ষতির পরিমাণ তার বহু গুণ বেশি। এই সংখ্যার খেলাটাও কম উদ্বেগজনক নয়। কারণ, ক্ষতির প্রকৃত চিত্র আড়াল করা মানে কৃষকের বাস্তব দুর্দশাকে অস্বীকার করা। আরও বিস্ময়কর হলো, যখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয় "অতিবৃষ্টির কারণেই জলাবদ্ধতা"- তখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে এতদিন ধরে বাঁধ, স্লুইসগেট, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য যে অর্থ ব্যয় হলো, তার কাজ কী ছিল? যদি একটানা দুই-তিন দিনের বৃষ্টিতেই পুরো ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, তাহলে সেই ব্যবস্থার কার্যকারিতা কোথায়?

আমাদের ভাবতে হবে, হাওরের পানির সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে কৃষকের আস্থা, রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস, ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সেই ক্ষতি কোনো পরিসংখ্যানে ধরা পড়বে না। একটি রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি তার শহরের উঁচু দালানে নয়, তার গ্রামের মাটিতে। সেই মাটির মানুষ যদি বারবার এভাবে হারিয়ে যায়, তাহলে উন্নয়নের সব গল্পই ফাঁপা হয়ে পড়ে। সুনামগঞ্জের হাওরে আজ যে কান্না শোনা যাচ্ছে,

> কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেচব্যবস্থার উন্নয়নে খাল পুনঃখনন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে কৃষিনির্ভর। শুষ্ক মৌসুমে সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা তৈরি হয়েছে। ফলে পানির স্তর ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। খাল পুনঃখনন করলে বর্ষার পানি সংরক্ষণ করে তা শুষ্ক মৌসুমে সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়।

সেটি কেবল কৃষকের নয়; এটি আমাদের সামষ্টিক ব্যর্থতার প্রতিধ্বনি। হাওরের কৃষক কোনো বিলাসিতা চান না। তারা শুধু চান তাদের ফসল নিরাপদে ঘরে তুলতে। কিন্তু সেই মৌলিক নিশ্চয়তাটুকুও তারা পাচ্ছেন না। বরং এখন তাদের সন্তানরাও নেমে পড়ছে পানিতে- স্কুলের বই ছেড়ে হাতে নিচ্ছে কাঁচি। এটি কেবল একটি অর্থনৈতিক সংকট নয়, এটি একটি সামাজিক বিপর্যয়। এই অবস্থায় সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয় রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া। ঘটনাস্থলে গিয়ে "দেখে যাওয়া", "পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা", "ক্ষতির হিসাব তৈরি করা"- এই শব্দগুলো এখন কৃষকের কাছে নিষ্ঠুর রসিকতা ছাড়া কিছু নয়। কারণ, যখন ধান পানির নিচে ডুবে যায়, তখন কোনো পরিদর্শন তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। হাওরের কৃষকরা আজ যে প্রশ্ন করছে, সেটি শুধু তাদের নয়- এটি পুরো দেশের প্রশ্ন: এই বিপর্যয়ের দায় কে নেবে? প্রকৃতি, নাকি পরিকল্পনাহীনতা? বৃষ্টি, নাকি দুর্নীতি? যদি সত্যিই দায় নির্ধারণ করা হয়, তাহলে দেখতে হবে, কেন সময়মতো বাঁধের কাজ শেষ হয়নি, কেন পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ ছিল, কেন স্লুইসগেটগুলো কার্যকর ছিল না, কেন কৃষকদের আগাম সতর্কতা দেওয়া হয়নি, কেন বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এই "কেন"-গুলোর উত্তর খুঁজলেই বেরিয়ে আসবে আসল চিত্র।

আমাদের ভাবতে হবে, হাওরের পানির সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে কৃষকের আস্থা, রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস, ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সেই ক্ষতি কোনো পরিসংখ্যানে ধরা পড়বে না। একটি রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি তার শহরের উঁচু দালানে নয়, তার গ্রামের মাটিতে। সেই মাটির মানুষ যদি বারবার এভাবে হারিয়ে যায়, তাহলে উন্নয়নের সব গল্পই ফাঁপা হয়ে পড়ে। সুনামগঞ্জের হাওরে আজ যে কান্না শোনা যাচ্ছে, সেটি কেবল কৃষকের নয়; এটি আমাদের সামষ্টিক ব্যর্থতার প্রতিধ্বনি।

এই প্রতিধ্বনি যদি এখনো কারও কানে না পৌঁছায়, তাহলে আগামী বছর আবার একই দৃশ্য দেখা যাবে; ডুববে ধান, কাঁদবে মানুষ, আর দায় এড়াবে দায়িত্বশীলরা। প্রশ্নটা তাই এখনই- আমরা কি এই চক্র ভাঙতে চাই, নাকি এটিকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে শিখে গেছি? লেখক: ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েট অ্যান্ড কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ (বাংলাদেশ), আইএসএইচআর।বাংলার ভূপ্রকৃতি, নদীনির্ভর জীবনযাপন এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির সঙ্গে খাল-বিলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। একসময় গ্রামবাংলার যোগাযোগ, সেচব্যবস্থা, মৎস্যসম্পদ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রধান অবলম্বন ছিল প্রাকৃতিক ও খননকৃত খাল।

কিন্তু সময়ের প্রবাহে অব্যবস্থাপনা, দখলদারিত্ব, ভরাট ও দূষণের কারণে এসব খাল আজ অনেকাংশেই মৃতপ্রায়। ফলে জলাবদ্ধতা, আকস্মিক বন্যা, খরা ও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা প্রকট হয়ে উঠেছে। এ বাস্তবতায় খাল পুনঃখননকে শুধু উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বললে ভুল হবে; এটি আমাদের কৃষি ও পরিবেশের সঙ্গে মানানসই একটি টেকসই আর্থ-সামাজিক ভবিষ্যতের পূর্বশর্ত। খালগুলো পুনঃখননের জন্য নানামুখী অপরিহার্য বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে। প্রথমত: খাল পুনঃখনন দেশের নানা জায়গায় জলাবদ্ধতা নিরসণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের মতো নদীবহুল ও নিম্নভূমির দেশে বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু প্রাকৃতিক জলপ্রবাহের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারে না। ফলাফলড়শহর ও গ্রামে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা। রাজধানীসহ বিভিন্ন মহানগরে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাঘাট ডুবে যায়।

কোটিপতির মৌসুম, গরিবের খরাকাল

চিররঞ্জন সরকার

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) প্রতি একটি রাষ্ট্রীয় আবেদন জানানো দরকার। ধান, গম, আলু, পেঁয়াজ নিয়ে আর এত মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? এগুলো ফলাতে বৃষ্টি লাগে, সার লাগে, সেচ লাগে, কৃষক লাগে। তারপরও কখনো বন্যা, কখনো খরা, কখনো সিন্ডিকেট, কখনো আমদানির ধাক্কায় সব মাঠে মারা যায়। তার চেয়ে একটি নতুন গবেষণা কেন্দ্র খুলুনড় 'জাতীয় কোটিপতি উৎপাদন গবেষণা ইনস্টিটিউট'। কারণ এই দেশে একমাত্র কোটিপতিই এমন এক ফসল, যার চাষাবাদে জমি লাগে না, বীজ লাগে না, আবহাওয়া লাগে না, পোকাও ধরে না। অথচ ফলন এমন যে কৃষিবিজ্ঞানীরা লজ্জায় বই বন্ধ করে দিতে পারেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, মাত্র তিন মাসে দেশে কোটিপতি বেড়েছে ২ হাজার ২০৯ জন। হিসাবটা একটু ভেঙে দেখি। দিনে প্রায় ২৫ জন। অর্থাৎ ঘণ্টায় একজন নতুন কোটিপতি। পৃথিবীর কোনো প্রসূতি হাসপাতালেও সম্ভবত এত নিয়মিত জন্মহার নেই। মনে হচ্ছে, দেশের সবচেয়ে সফল 'ডেলিভারি ইউনিট' এখন মাতৃসদন নয়, অর্থনীতি। আমরা এতদিন ভুল করে এসেছি। ভাবতাম, দেশের প্রধান শিল্প তৈরি পোশাক, রেমিট্যান্স কিংবা ওষুধ। এখন বোঝা যাচ্ছে, আসল শিল্প ছিল অন্য জায়গায়। সেটির নাম 'কোটিপতি উৎপাদন শিল্প'। এই শিল্পে বিদ্যুতের সংকট নেই, গ্যাসের সংকট নেই, ডলার সংকট নেই, শ্রমিক ধর্মঘট নেই। শুধু উৎপাদন আর উৎপাদন। এমন উৎপাদন দেখে জাপানও হয়তো ঈর্ষা করবে।

> কতজন মানুষের ব্যাংক হিসাবে মাস শেষে এক হাজার টাকাও অবশিষ্ট থাকে না। কতজন শিক্ষিত বেকার চাকরির বয়সসীমা পার করেছেন। কতজন কৃষক ন্যায্য দাম না পেয়ে লোকসানে আছেন। আর কতজন মধ্যবিত্ত বাজারে গিয়ে দামের তালিকা দেখে শুধু দীর্ঘশ্বাস কিনে বাড়ি ফিরেছেন। তাহলে দেশের অর্থনীতির আয়নাটা একটু পরিষ্কার হবে।

শৈশবে একটা গল্প পড়েছিলাম। এক গরিব কাঠুরে বনে গিয়ে জিনের প্রদীপ পেয়ে রাতারাতি ধনী হয়ে গেল। তখন মনে হয়েছিল, ওসব রূপকথা। এখন বুঝি, রূপকথা পুরোপুরি মিথ্যা ছিল না। শুধু প্রদীপটা আরবের মরুভূমিতে নয়, সম্ভবত আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থার কোথাও লুকানো আছে। কেউ একজন নীরবে প্রদীপে ঘষা দিচ্ছেন, আর জিন বলছে, 'হুকুম করুন, আপনার অ্যাকাউন্টে আর কত শূন্য লাগবে?' অবশ্য কোটিপতি হওয়া কোনো অপরাধ নয়। একজন মানুষ যদি মেধা দিয়ে, প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে, কারখানা গড়ে, হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে কোটিপতি হন, তাঁকে অভিনন্দন জানানো উচিত। তিনি অর্থনীতির সম্পদ। কিন্তু প্রশ্নটা তখনই ওঠে, যখন নতুন কারখানার খবর কমে যায়, নতুন চাকরির বিজ্ঞপ্তি শুকিয়ে যায়, উদ্যোক্তারা ঋণের জন্য ব্যাংকের দরজায় দরজায় ঘোরেন, অথচ কোটিপতির সংখ্যা রকেটগতিতে বাড়তে থাকে। তখন মনে হয়, অর্থনীতির নিউটনের সূত্র বদলে গেছে। এখানে মাধ্যাকর্ষণ নিচের দিকে টানে না; টাকা কেবল ওপরের দিকেই ওঠে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আরেকটি তথ্য আরও চমকপ্রদ। দেশে ৫০ কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে, এমন গ্রাহকের সংখ্যা ১৫ জন। শুনে বুকটা হু হু করে উঠল। আহারে, মাত্র ১৫ জন! আমরা তো ভেবেছিলাম, কয়েক হাজার হবে! পরে বুঝলাম, এঁরা সাধারণ মানুষ নন। এঁরা অর্থনীতির হিমালয়। তাঁরা এত উঁচুতে থাকেন যে নিচে মানুষের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আর কানে পৌঁছায় না।

আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থার রসবোধও অসাধারণ। কোনো কৃষক যদি পাঁচ লাখ টাকা জমা দিতে যান, প্রশ্ন শুরু হবে, 'টাকার উৎস কী? জমির কাগজ আছে? ফসল বিক্রির রসিদ আছে? আয়কর দেন?' কিন্তু যদি কেউ চকচকে গাড়ি থেকে নেমে শত কোটি টাকার হিসাব নিয়ে ঢোকেন, তখন দৃশ্য বদলে যায়। ব্যাংকের কর্মকর্তা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। চায়ের ট্রে আসে। কফির কাপ আসে। হাসি আসে। শুধু একটি জিনিস আসে নাড়অতিরিক্ত প্রশ্ন। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে তাই একটি বিনীত প্রস্তাব। পরের বার যখন কোটিপতির সংখ্যা প্রকাশ করবেন, তখন পাশে আরও চারটি সংখ্যা লিখবেন। কতজন মানুষের ব্যাংক হিসাবে মাস শেষে এক হাজার টাকাও অবশিষ্ট থাকে না। কতজন শিক্ষিত বেকার চাকরির বয়সসীমা পার করেছেন। কতজন কৃষক ন্যায্য দাম না পেয়ে লোকসানে আছেন। আর কতজন মধ্যবিত্ত বাজারে গিয়ে দামের তালিকা দেখে শুধু দীর্ঘশ্বাস কিনে বাড়ি ফিরেছেন।

এই দেশে প্রশ্নেরও শ্রেণিবৈষম্য আছে। একজন রিকশাচালকের ২০ হাজার টাকা সন্দেহজনক। কিন্তু কারও ২০০ কোটি টাকা সম্মানজনক। আমাদের অর্থনীতি সত্যিই ভদ্রলোক। এক বৃদ্ধের গল্প শুনেছিলাম। মাসের শেষে ব্যাংকে গিয়ে কাঁপা গলায় বললেন, 'বাবা, আমার পেনশনের টাকাটা ঢুকেছে?' কর্মকর্তা বললেন, 'লাইন ধরে দাঁড়ান।' ঠিক তখনই এক ভিআইপি ঢুকলেন। কর্মকর্তা চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'স্যার, কষ্ট করে কেন এসেছেন? একটা ফোন দিলেই তো আমরা বাসায় চলে যেতাম!' এই গল্পটি সত্য কি না জানি না। তবে আমাদের বাস্তবতার সঙ্গে এর দূরত্ব খুব বেশি নয়। অর্থনীতিবিদেরা প্রায়ই বলেন, 'প্রবৃদ্ধি হয়েছে।' সত্যিই হয়েছে। কিন্তু প্রবৃদ্ধি কার? বাজারে গেলে সাধারণ মানুষ এখন ডিম কেনার আগে ক্যালকুলেটর বের করেন। মাংস কেনার আগে পারিবারিক বৈঠক বসে। ইলিশ মাছ এখন মাছ কম, পারিবারিক অনুষ্ঠান বেশি। মাসের ২০ তারিখের পর মধ্যবিত্তের মানিব্যাগ এমন নীরব হয়ে যায়, যেন সেখানে কোনো দিন টাকা বলে কিছু ছিলই না।

অন্যদিকে কারও কারও জন্য কোটি টাকা এখন আর সংখ্যা নয়, অভ্যাস। তাঁদের মোবাইলে এসএমএস আসে, 'আপনার হিসাবে আরও ৫ কোটি টাকা জমা হয়েছে।' মধ্যবিত্তের ফোনে আসে, 'আপনার ইন্টারনেট প্যাকেজের মেয়াদ আজ শেষ।' দুটি এসএমএস। দুটি বাংলাদেশ। আমাদের দেশে এখন দুটি সমান্তরাল অর্থনীতি চলছে। এক অর্থনীতিতে মানুষ চাল, ডাল, তেল আর স্কুল ফি মেলাতে না পেরে রাতে ঘুমাতে পারেন না। আরেক অর্থনীতিতে মানুষ ভাবছেন, সিঙ্গাপুরে অ্যাপার্টমেন্ট কিনবেন, নাকি দুবাইয়ে ভিলা নেবেন। প্রথম অর্থনীতির মানুষ ঋণের কিস্তি শোধ করেন। দ্বিতীয় অর্থনীতির মানুষ ঋণ পুনঃতফসিল করেন। প্রথম অর্থনীতির মানুষ ব্যাংকে গিয়ে ঋণ চান। দ্বিতীয় অর্থনীতির মানুষ ব্যাংককেই ঋণ দেন; অবশ্য টাকাটা কোথা থেকে এল, সে প্রশ্নটি খুব একটা করা হয় না। সবচেয়ে মজার বিষয়, যখনই কোটিপতির সংখ্যা বাড়ে, তখন একদল মানুষ গর্বভরে বলেন, 'দেখুন, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।' তাঁদের কথা শুনে মনে পড়ে সেই রাজা-উজিরের গল্প। উজির বললেন, 'মহারাজ, রাজ্যে সবাই সুখে আছে।' রাজা ছদ্মবেশে বের হয়ে দেখলেন, কৃষক শুকনো রুটি পানিতে ভিজিয়ে চোখ বন্ধ করে আছে। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী করছ?' কৃষক বলল, 'চোখ বন্ধ করে ভাবছি, এটা মাংসের ঝোল। না ভাবলে গিলতে পারব না।' রাজা সেদিন বুঝেছিলেন, রাজপ্রাসাদের জানালা দিয়ে পুরো রাজ্য দেখা যায় না।আমাদেরও সেই একই সমস্যা। কোটিপতির সংখ্যা বাড়ছে, এটি নিশ্চয়ই খবর। কিন্তু একই সময়ে কতজন মানুষের সঞ্চয় শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে, সেটিও খবর। কতজন তরুণ চাকরির বয়স পার করে ফেলছেন, সেটিও খবর। কতজন কৃষক ঋণের কিস্তি দিতে না পেরে জমি বিক্রি করছেন, সেটিও খবর। কতজন মধ্যবিত্ত বাবা সন্তানের কোচিং ফি দিতে গিয়ে নিজের ওষুধ কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন, সেটিও খবর। সংখ্যারও চরিত্র আছে। কিছু সংখ্যা গর্বের, কিছু সংখ্যা লজ্জার।

বিশুদার গ্যারেজ

সন্তোষ ঢালী

কী রে, কনে গিছিলি ফাহাদ? রাজেদের বাড়িতি গিইছিলাম। কী অত্তি গিইছিলি সিয়ানে? সিয়ানে মচ্ছব ছেল। খেইয়ে-দেইয়ে রওনা দিলাম। তা কী খাওয়ালো? অনেক অয়োজন ছেলো। ডাল, ভাজি, নাভ্রা, তরকারি, তেঁতুলির অম্বল, পায়েস; কত কিছু। তা ভালোই হলো খাওয়া-দাওয়া, নাকি?

হয়। তো কিছুদূর আলি হেলিকাপ্টারডা গড়বড় কইরছে। দ্যাহো দি বিশুদা, কী অলো? ইট্টু পাম্প লাগবি মোনে অয়। দে দেহি। ই তো টায়ার ফুটো হইয়ে গিইছে দেখতি পাতিছি। দাঁড়াও দি নি, সুপার গুলু দিয়া লাগাই দি।

নড়াইল বাজারের কাছে রাস্তার পাশে বিশাল একটা পুরনো মান্দার গাছ ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ে গোদের মতো থোক থোক টিউমার যেন। ইয়া বড় বড় কাঁটা। শীতকালে গাছটা ন্যাড়া হয়ে যায়। আবার বসন্তের শুরুতে কচিকচি পাতা গজায়। সবুজে সবুজে ভরে যায় ডালপালা। আর গোটা গাছটা লালে লাল হয়ে যায় ফুলে। কী যে সুন্দর লাগে! স্বর্গের পারিজাত যেন। এর গোড়ায় বিশুদার গ্যারেজ। তার প্রকৃত নাম যে বিশ্বজিৎ, তা কেউ জানে না। সে নিজেও ভুলে গেছে কি না সন্দেহ! কবে যেন অব্যবহৃত হতে হতে মরচে পড়ে গেছে নামের গায়ে। বিশু নামটাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এখন। গ্যারেজ তো নয়; সাইকেল, রিকশা, ফুটবল সারাইয়ের দোকান। সাইকেল বা রিকশা-ভ্যানে পাম্প করার দোকান। বাঁশের বেড়া দেওয়া একচালা একটা আস্তানা। সামনে চেরাই কাঠের তক্তা দিয়ে একটা ঝাঁপ। শেকল দিয়ে তালাবন্ধ থাকে। কিন্তু বিশুদা তাকে গ্যারেজ বলে। অন্য লোকজনও এখন গ্যারেজই বলে থাকে। মান্দার গাছের সঙ্গে লাগানো কালো একটা টিনের প্লেটের ওপর সাদা কালি দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড 'বিশুদার গ্যারেজ'।

সাইকেল-রিকশা সারাইয়ের কাজ করলে কী হবে, কথাবার্তা, চাল-চলন, পোশাক-আশাকে বিশুদা ফিটফাট। মাথার চুল লম্বা।

গোঁফ-দাড়িও বড় বড়। গায়ের রং ফর্সা। দরবেশের মতো চেহারা। গায়ে হাফ শার্ট, পরনে সাদা ধুতি। চেষ্টা করে মার্জিত বাংলায় কথা বলতে, কিন্তু পারে না। মুখ ফসকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায় নড়াইলের আঞ্চলিক বাংলা। বিশুদার একটা বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো কিছু নিয়ে তার কোনো আক্ষেপ নেই, ভ্রুক্ষেপও নেই। প্রতিদিন যা পায়, তাই দিয়ে বাজার করে। কম হলেও চলে, বেশি হলেও চলে। যেদিন যা পায়, সেদিন তা শেষ করে ফেলে। বলা যায়, দিন আনে দিন খায়। হ্যান্ড টু মাউথ। কিন্তু সে নিয়ে তার কোনো দুশ্চিন্তা বা মাথাব্যথা নেই। কারো রিকশায় পাম্প লাগলে বা নষ্ট হলে সারাই করে যে যা দেয়, তাই নেয়। কখনো কারো কাছে চেয়ে দাম রাখে না। ছাত্রদের কাছ থেকে কোনো টাকা রাখতে চায় না সাইকেল ঠিক করলে, কিংবা পাম্প করলে। তাদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নেয় না। বিনে পয়সায় সারাই করে দেয়। ছাত্রদের খুব ভালোবাসে বিশুদা। পকেটের টাকা খরচ করে ছাত্রদের চানাচুর, আইসক্রিম, লজেন্স ইত্যাদি খাওয়ায়। তারাও খুব পছন্দ করে বিশুদাকে। ছাত্রদের কাছে বিশুদা 'আইডল'। সংসারে মা-বাবা, ভাই-বোন কেউ নেই। বিয়েথাও করেনি। ঝাড়া হাত-পা। বছরের পর বছর বিশুদা এই একই কাজ করে। তার যেন কোনো ক্লান্তি নেই। বিশ্রাম নেই। তবে একটা বিষয়ে তার খুব আগ্রহ ছিল যাত্রাগান। কোথাও যাত্রাপালা থাকলে বিশুদা সেখানে যাবেই। সন্ধের আগেই গ্যারেজ বন্ধ। এই বিশেষ দিনগুলোতে বিশুদাকে পাওয়া যেত না। একই যাত্রাপালা তার কয়েকবার দেখা। প্রতিবারই কাহিনি তার কাছে নতুন লাগে। অনেক ডায়ালগ মুখস্থও। সাইকেল সারাইয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রিয় দু-একটা ডায়ালগ শুনিয়েও দেয় ছাত্রদের 'যদি সত্য জেনে থাকো, যদি জেনে থাকো তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য, তাহলে এসো ভাইসব, আরো একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি, পলাশীর প্রান্তরে যে রত্ন হেলায় হারিয়ে এসেছি, বঙ্গ-জননীর কনক-কিরীটে আরো একবার তা পরিয়ে দিতে পারি কি না। আর হলো না, আর হলো না, শেষ চেষ্টা হলো না। সুখে থাকো ভাইসব। হতভাগ্য সিরাজের বক্ষরক্তে বাংলার সব কালিমা ধুয়ে-মুছে যাক। আঃ।' তখন তার চোখ-মুখের ভাবই পাল্টে যায়। বিশুদা সবার প্রিয় পাত্র, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের কাছে। সদাশিব মানুষ। এমন সাদাসিধে সদাহাস্যময় রসিক মানুষ খুব কম দেখা যায়। আর ভুলভাল যা হোক কণ্ঠে সবসময় হিন্দি-বাংলা গান বাজে পানের দোকানের মতো। গান যেন তার প্রাণ।

এহেন বিশুদা হঠাৎ একদিন উধাও। নেই। কোথাও নেই। কেউ তার কোনো খোঁজও জানে না। সেই সাইকেল গ্যারেজ তেমনি পড়ে আছে বন্ধ। দিন মাস বছর যায়। বিশুদার কোনো খোঁজ নেই। মনের কষ্ট মনেই পুষে রাখে তার সাগরেদরা। বিশুদার দেখা নেই। অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসা, কিন্তু কোনো উত্তর নেই। বিশুদা লাপাত্তা। নানা জন নানা কথা বলে। কিন্তু ঠিক তথ্য কেউ দিতে পারে না। কেউ বলে, নদীতে ডুবে মারা গেছে। কেউ বলে, কুমিরের পেটে গেছে। কেউ বলে, সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। সংসারে আর কেউ না থাকায় কেউ তার খোঁজও করে না। কেউ বলে, নকশাল করতো। স্বদেশি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। কেউ আবার বলে, সর্বহারা করতো। কেউ কেউ বলে, ডাকাতির আসামি, এক রাতে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, জেলে পুরে দিয়েছে। কেউ টাটকা খবর বলে, নোয়াপাড়ার বাগদা গ্রামে একটা খুন হয়েছিল। বিশুই খুনি। মার্ডার কেসের আসামি। পলাতক। নানারকম জনশ্রুতি বিশুদাকে নিয়ে। কিন্তু কোনোটার কোনো তথ্য-প্রমাণ নেই। সবই উড়ো খবর। প্রকৃত খবর কেউই দিতে পারে না। প্রকৃত খবর বিশুদা লাপাত্তা, এটাই সত্য। কিন্তু লোকে যা-ই বলুক, তার শিষ্যরা এর কোনোটাই বিশ্বাস করে না। তারা জানে, বিশুদা নির্দোষ, তার মতো ভালো মানুষ হয় না। বিশুদার পক্ষে কোনো খারাপ কাজ করা সম্ভব নয়। তার সাগরেদরা সব কথা হজম করে যায়। আর মনে মনে কষ্ট জমা করে রাখে। বিশুদাকে হারানোর কষ্ট, না পাওয়ার কষ্ট।

বছর দুই বাদে একদিন হঠাৎ বিশুদা এসে হাজির। এবার ঠিক আগের মতো নয়। সাধু-সন্ত গোছের চেহারা। গোঁফ-দাড়ি আরো বড়। এবারে কাঁচা-পাকা। বলা নেই, কওয়া নেই, বিশুদা লাপাত্তা; বলা নেই, কওয়া নেই, বিশুদা হাজির। আবার গ্যারেজ চালু হলো। আগের মতো নয় যেন। অনেক কিছুতে একটা ফাটল ধরেছে। কোথায় যেন একটা পার্থক্য আছে। আগের বিশুদার মধ্যে একটা প্রাণচাঞ্চল্য ছিল। এখন ধীরস্থির। কিছুটা গম্ভীরও বটে। তবে মুখের সেই হাসিখুশি ভাবটা রয়ে গেছে। শুধু চাল-চলনে কেমন একটা গাম্ভীর্য। মাঝেমধ্যেই দেখা যায় হাতে কাজ না থাকলে আসন গেঁড়ে চোখ বুঁজে ধ্যান

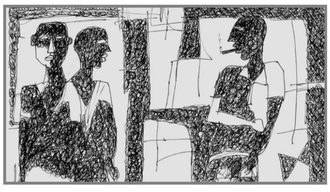

করে। বিশুদা কি সাধু হয়ে গেল নাকি? তার মধ্যে সাধু সাধু গোছের একটা ভাব জন্মেছে। কিছুটা তান্ত্রিক গোছের। কপালে কাপালিকদের মতো ঊর্ধ্বমুখী সিঁদুরের রেখা আঁকে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বিশুদা নাকি কামরূপ কামাখ্যা চলে গিয়েছিল। সেখানে যোগ-অভ্যাস করেছে। মাথা নিচের দিকে দিয়ে পা ওপরের দিকে করে নাকি কঠোর তপস্যা করেছে। তন্ত্রমন্ত্র শিখেছে।

ফাহাদরা বিশুদাকে জিজ্ঞেস করে তার অন্তর্ধান হওয়ার বিষয়ে। কোনো সদুত্তর দেয় না। রহস্যময় মিটিমিটি হাসে। ভাবখানা এই গূঢ়? কোনো রহস্য আছে, তা বলা যাবে না। বলা যায় না। বললে 'সর্বনাশ হয়ে যাবে' গোছের একটা ভাব। তবে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে তার আচরণে। ধীর-স্থির শান্ত-সৌম্য ভাব। পোশাকেও নতুনত্ব। গেরুয়া রঙের কাপড়। হাতে পিতলের বালা। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ভাব। এক বিকেলে বিশুদাকে একা পেয়ে ফাহাদ জিজ্ঞেস করলো, তুমি নাকি কামরূপ কামাখ্যায় গেইছিলে বিশুদা? এট্টু ঠিক কইরে কওদিনি? হ, গিইছিলাম তো? দুই বছর সাধনা কইরেছি। কঠিন সাধনা। এট্টু খুইলে কও তো? কী খেইতে, কী কইরতে? জানতি ইচ্ছে অরে। ওদের দেশের খাদ্যখানা খেতাম। সাধনা করতাম। ধ্যান। তন্ত্রমন্ত্রের দেশ।

শুনতি পাওয়া যায় যে, কোনো পুরুষ মানুষ গেলি ওখান থিইকা নাকি আর ফেরত আসতি পারে না? তাদের ছাগল ভেড়া বানিয়ে রেইখে দেয়? ওটা নাকি নারীদের দেশ? আরো আরো কত কী! না, না; ওসব ঠিক না। তাইলে আমি ফিইরা এলাম কী কইরে?

তা তো দেখতিছি? এট্টু খুইলে বলো না? সব কি আর বলা যায়? তবে তবে বলে রহস্যময় একটা হাসি টাঙিয়ে রাখে ঠোঁটে। মনে হয় মেঘলা দিনের রোদে একখানা গামছা উঠোনে শুকোতে দিয়েছে। কিন্তু কিছু বলে না। তবে বলেই দাঁড়ি টানে কথায়। বিশুদা ওদের কত জ্ঞান দেয়, কত উপদেশ দেয়। ছাত্রদের কাছে দিন দিন সে রহস্যময় হয়ে উঠেছে। এই রহস্য ছেলেপেলেদের মনে হালকা ভয়েরও উদ্রেক করে। তাদের বিশ্বাস, না জানি কী তন্ত্রমন্ত্র শিখে এসেছে। কী না কী করে বসে? স্নানের নিয়ম শেখায়,

তোরা সিনান করার নিয়ম জানিস? নদীতে ঝপ্ কইরে লাফ দিয়ে পইড়ে ডুব দিয়ে উঠিস। ইটা কোনো সিস্টেম না। আগে ইট্টু সর্ষের তেল বাঁ হাতের তালুতে নিবি। ডান হাতের তর্জনীর মাথায় লাগেইয়ে দুই নাকে দিবি। তারপর নাভিতে ইট্টু তেল লাগাতি হবি। তারপর হাতের তালুতে ইট্টু তেল নিইয়্যা ঠিক মাথার মদ্যিখানে ঠেইসে ধরবি। এরপর ধীইরে ধীইরে জলে নেইমে আগেই ভুস্ কইরে ডুব মারবি নে। ইট্টু জল হাতে তুইলে আগে মাথার তালুতে দিবি। তারপর আঙুল ভিজিয়ে দুই কানে জল দিবি। শেষে বুকে। এমনি কইরে শরীরটার ওম ভাঙাবি। তারপর সূর্যের দিকে মুখ কইরে জোড় হাতে সূর্য প্রণাম করবি। সূর্য হতিছে সকল শক্তির মূল। আদিম মানুষ আগে সূর্যের উপাসনা করতো। সূর্য উপাসক ছিল। কয়েক মিনিট পরে ডুব দিবি। এইতে কইরে শরীরে ঠান্ডা লাগবি নে। আর কোনো অসুখ-বিসুখও হবি নে। কোনো তাড়াহুড়ো করবি নে। জীবনটা কি তাড়াহুড়ো করার বিষয়? ধৈর্য ধরার বিষয়। অপেক্ষা করার বিষয়। সবুরে মেওয়া ফলে।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তা সে যে ঋতুই হোক বিশুদা নদীতে নেমেই স্নান করে। তার কোনো শীত নেই, কাল নেই। জলের তলে ডুব দিয়ে হারিয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর শুশুকের মতো ভুস্ করে জেগে ওঠে। বিশুদা একবার বাজি ধরে আধাঘণ্টা ছিল জলের তলে। সবাই তো তাজ্জব বনে গেছিল। কথা ছিল, সে যদি আধাঘণ্টা জলের তলে ডুবে না থাকতে পারে, তবে সেখানে উপস্থিত সকলকে পেটচুক্তি মিষ্টি খাওয়াবে। আর যদি সফল হয়, তবে মুদির দোকানদার হারাধন ফলিয়া সবাইকে মিষ্টি খাওয়াবে। বিশুদা আধাঘণ্টারও বেশি জলের তলে ছিল ডুব দিয়ে। নদীর পাড়ে বড় ভিড় জমে গেছিল। ডুব দিলো, আর ওঠে না তো ওঠেই না। নদীতে শুশুক ডোবে শুশুক ওঠে, বিশুদা আর ওঠে না। অনেকে ভেবেছিল, মারা গেছে বোধ হয়। ফাহাদের প্রায় কান্না পেয়ে গেছিল। বিশুদা মরেটরে গেল নাকি, ভেবেছিল। তারপর যখন জাগল, তখন সে কী তুমুল করতালি? সবাই বিশুদাকে ঘিরে ধরেছিল। কত প্রশংসা, কত কথা? সবাই বলাবলি করছিল, কামরূপ কামাখ্যা থিক্যা জাদু শিখ্যা আইছে। এরপর থেকে বাজারে তার কদর আরো বেড়ে গেল। সবাই এখন কেমন সমীহের চোখে দেখে বিশুদাকে। আবার একটু ভয়ও করে, জাদুটোনা জানে তো? কী থেকে কী হয়ে যায়, কে জানে? ফাহাদ একদিন একা পেয়ে বিশুদাকে জিজ্ঞেস করে বসল,

ও বিশুদা, সত্যি কইরে কও দিনি, এতক্ষণ কি কেউ থাকতি পারে জলের তলে? ক্যাম্বায় থাকলা? আরে বোকা, অতক্ষণ খালি খালি কেউ থাকতি পারে নিকি জলের তলে? টেকনিক জানতি অয়?

কী টেকনিক? আমারে শিওবা এট্টু? কেউরে কবি না তো? তাইলি শিওতে পারি। না। কবো না নি। শোন্, আমি অতক্ষণ জলের তলে থাহি নাই। এক ডুবে অতক্ষণ থাহা যায়? কাছেই বড় এট্টা কচুরির ঝোপ দিখছিলি না? ডুব দিয়া ওই ঝোপের মদ্যি গিয়া নাক জাগাইয়া ছিলাম। কতক্ষণ পরে বারুইয়া আবার ডুব দিয়া সিহানে আসি ভুস্ কইরা জাগছি। কেউ টের পায়নি। এই হলো গিয়া কাণ্ড। ও, এই টেকনিক? দারুণ তো! জীবনের সকল খিত্রেই টেকনিক জানতি অয়। নইলি কি বাঁচা যায়?

তাই তো! ভালো কতা কইছো তো! জীবনের সব টেকনিকে আবার কাজও অয় না ফাহাদ? তখন সব ভেস্তে যায়।

সাবিত্রীদির যেদিন বিয়ে হয়ে গেল, তার পরদিন থেকেই বিশুদা নেই। এক কাপড়ে উধাও। এবারে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলানোর পালা। সাবিত্রীদি কলেজ থেকে ফেরার পথে মাঝে মাঝেই বিশুদার দোকানে এসে হাজির হতো। কখনো আসত শাড়ি পরে। মিষ্টি মিষ্টি হাসত। কেমন যেন একটু অন্যরকমভাবে তাকাত, কথা বলত দুজন। বিশুদাকে সেদিন বেশি খুশি দেখাত। খুশিতে ডগমগ হয়ে জিলাপি খাওয়াত সবাইকে। তখনো এসব বুঝত না ফাহাদরা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ শিখে ফেলছে তারা। গণিত কঠিন লাগলেও এ-গণিত আয়ত্ত করে ফেলেছে সহজেই। সেইসব সমীকরণ থেকে বিশুদা ও সাবিত্রীদির বিষয়টা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে তারা। কিন্তু কামরূপ কামাখ্যা থেকে ফিরে আসার পর একবারও কাউকে সাবিত্রীদির কথা বলেনি বা জিজ্ঞেস করেনি বিশুদা। যেন কিছুই হয়নি, এমন। নিস্তরঙ্গ জলেও যেমন মিহি ঢেউ লুকিয়ে থাকে, তেমনি বিশুদার চোখের ভেতরও একটা কিছুর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। সেখানে লোনা জলের ঢেউ নেই, তবে বাষ্প আছে। সাহসে ভর করে ফাহাদ একদিন জিজ্ঞেস করেই বসলো, বিশুদা, সাবিত্রীদির কথা মনে আছে? তার কথা জানো কিছু? মনে আছে। মনে থাকপে না ক্যান? মন কি শ্লেট? মন থিকা সবকিছু কি মুছে ফেলা যায়?

কৃতজ্ঞতার বনবাস

হরিশংকর জলদাস

সকালহাঁটাটা ডিসি হিল পার্কেই সারেন অখিলেশবাবু। বাহাত্তর পেরোনো বয়স। বাহাত্তরের থুত্তুরে বুড়া এই কথাটি অখিলেশবাবুর জন্য খাটে না। জমাটবাঁধা শরীর না হলেও পেশিগুলো ঢিলেঢালা হয়ে যায়নি এখনো। লম্বাতেও কম না তিনি। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। তার শরীরে দোষ যে নেই, তা কিন্তু নয়। ওজনটা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি। সাতাত্তরের স্থলে আশি কেজি। ডায়াবেটিস একটু আছে বইকি! তাই তো সকালে নিয়ম করে হাঁটা। পনেরো বছর হয়ে গেল, সকালহাঁটা শুরু করেছেন। এই পনেরো বছরে বন্ধুত্ব হয়েছে অনেকের সঙ্গে, আবার মনোমালিন্যও। 'মনোমালিন্য হবে না! ঘটনাগুলো আপনার বেলায় হলে মাথা ঠিক রাখতে পারতেন হরিদা?''অ অখিলেশদা, আপনি কখন এলেন? টের পাইনি তো!' একটু কাঁচুমাঁচু হয়ে বললাম। 'তা বেশিক্ষণ হয়নি। হাঁটছিলাম। আপনাকে দেখে এগিয়ে এলাম। কাছে এসে শুনলাম আমার সম্পর্কে ওঁদের কী যেন বলছিলেন! মনোমালিন্যের কথা তুললেন তো, তাই কথা না বলে পারলাম না।' লজ্জা আমি একটু পেলাম। তারপরও নরম গলায় বললাম, 'না অখিলেশদা, আপনার বদনাম করছিলাম না। শুধু বলছিলাম।' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অখিলেশবাবু চটজলদি বললেন, 'দামোদর দত্ত আমার সঙ্গে ঠিক কাজ করেছেন, বলেন! একসঙ্গে হাঁটি। দীর্ঘদিনের পরিচয়। আমার সঙ্গে আচরণটা করলেন কি!' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন অখিলেশ গুপ্ত। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে অখিলেশদা। এতোদিন মনোদুঃখটা মনের মধ্যেই রেখে দিয়েছিলেন। আজ বলার সুযোগ বলুন এঁদের। তাতে বেদনা অনেকটাই লাঘব হবে দাদা। দাদারা, শুনুন অখিলেশদা সম্পর্কে যা আপনাদের বলতে চেয়েছিলাম, তা ওঁর মুখ থেকেই শুনুন আপনারা।'

'বলছেন বলতে?' অখিলেশবাবুর চেহারাখানা শান্ত হয়ে এলো। 'চলুন না, ওই বাদামগাছতলায় গিয়ে বসি। বাঁধানো বেঞ্চি আছে কয়েকটা। মুখোমুখি।' অখিলেশবাবুর প্রস্তাবে কেউ না করলেন না। অন্যদের সঙ্গে আমিও গিয়ে বসলাম বাদামগাছতলায়। সকালসূর্য তেতে উঠেছে। বাদামগাছের ছায়ায় বসে সবাই স্বস্তির শ্বাস ফেললেন।

অখিলেশ গুপ্তের আরেকটা স্বভাবের কথা আপনাদের বলতে ভুলে গেছি। খুব স্পষ্ট কথা বলেন তিনি। নিজের কথা, পরের কথা কোনোটাতে রাখঢাকের বালাই করেন না। তিনি করতেন ফোর্টে চাকরি। বিসিএস দিয়ে প্রথম শ্রেণির কাস্টমস অফিসার পদে ঢুকতে চেয়েছিলেন। পাশ করেননি। পাশের পাশাপাশি নম্বর পেয়েছিলেন। সরকার এঁদের ননক্যাডার পদে চাকরি দেয়। তিনিও ননক্যাডারের চাকরি পেয়েছিলেন। কাস্টমসেই। দু-হাতে কামানোর জায়গা ওটা। একটা আদর্শ-টাদর্শ নিয়ে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি। নিজে না খেলে, অধস্তনরাও খেতে পারে না। চাকরি নিয়ে টানাটানি হওয়ার উপক্রম। শেষমেশ অল্পবিস্তর গিলতে শুরু করলেন। অল্পস্বল্প গিলেও কম কামাননি অখিলেশ গুপ্ত। চাকরি থাকতে থাকতে পতেঙ্গার দিকে সমুদ্রের কাছাকাছি বিঘাতিনেক জায়গা কিনেছেন। বাড়িও করেছেন তিনতলা। ওই বাড়িতে যাবেন না তিনি। শহরের ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকেন। 'নিজের বাড়ি ফেলে ভাড়াবাড়িতে থাকেন কেন?' কেউ জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'ওখানে বড় নির্জন নির্জন। বন্ধুবান্ধব কেউ তেমন নেই যে কথা বলব! তাই শহরে থাকি।' শ্রোতারা হিসাব মেলাতে পারেন না। এরকম লোকও আছে তাহলে! বন্ধুসান্নিধ্যের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার ভাড়াবাড়িতে থাকে! যাক, অখিলেশ গুপ্ত সম্পর্কে অনেক কথাই বলে ফেললাম। বাকিটা ওঁর মুখ থেকেই শুনুন। ও হ্যাঁ, মেজাজ ভালো থাকলে অনেক মজার কথাই শুনতে পাবেন তাঁর মুখ থেকে। 'এই যে আমার নামের শেষে গুপ্ত পদবি দেখছেন, এটা ফলস।' খোশমেজাজে শুরু করলেন অখিলেশ গুপ্ত। 'আমার পৈতৃক পদবি কিন্তু গুদা। চমকে উঠলেন? এই যে দাদা, আপনি তো দেখি একটু মুচকি হাসছেনও। হাসিটা ধরে রাখুন। পরে হা-হা করে হাসার সুযোগ পাবেন।' বলে নিজেই আপনখেয়ালে হেসে দিলেন অখিলেশবাবু। তারপর বললেন, 'মাদারীপুরের আমগ্রামে জন্ম আমার। কোন

আমগ্রাম চিনেছেন তো? অনেক খ্যাতিমান মানুষ জন্মেছেন ওখানে। কিন্তু একজনই ওই গ্রামটিকে বিখ্যাত করে ছেড়েছেন। তিনি কে, জানেন। আরে মশাই, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ঠিক ধরেছেন প্রথম আলো, পূর্ব-পশ্চিম, সেই সময়ের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কী দাদারা, বোর ফিল করছেন না তো? আচ্ছা আচ্ছা, শুনতে চাইছেন? বলছিলাম আমার জন্মস্থানের কথা। আপনারা জানেন কি না জানি না, ওই আমগ্রাম, রাজৈর, সাদুল্যাপুর, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এসব এলাকায় বর্ণহিন্দুরা যেমন বসবাস করতেন, তাদের দেড়া বাস করত নমঃশূদ্ররা। ওইসব নমঃশূদ্রদের বিচিত্র পদবি।' রাখাল ভট্টাচার্য বেশ মজা পাচ্ছেন অখিলেশবাবুর কথায়। কৌতুকি চোখে বললেন, 'থামলেন কেন গুদাবাবু! সেই বিচিত্র পদবিগুলো কী কী বলুন না!' রাখাল ভট্টাচার্যের উপহাস গায়ে মাখলেন না অখিলেশবাবু। মৃদু খাঁকারিতে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন, 'পদবিগুলো সত্যিই বেশ কৌতুক এবং কৌতূহল উদ্রেককারী।' অবসর জীবন এখন অখিলেশবাবুর। বেশ উপন্যাস-টুপন্যাস পড়েন। কথার মধ্যে তাই 'মনোমালিন্য', 'উদ্রেককারী' এসব ছাপানো শব্দটব্দ থাকে। 'আরে, বলুন না দাদা। আমার যে বেশ শুনতে ইচ্ছে করছে।' রাখাল ভট্টাচার্যের কথায় এবার কৌতুক না কৌতূহল বুঝতে পারলেন না অখিলেশবাবু। অখিলেশবাবু বললেন, 'প্যাঁচা, বাগানী, কাউঢমা, চ্যাগা, ভাডা, হাতী, গুদা, ফলিয়া, সা, গয়লা, ট্যাপা, চড়া, ঢাওই, কইটা, চ্যাদরা, বৈরাগী, বউকলা এসব পদবি ওখানকার নমঃশূদ্রদের।' 'গুদার কথা তো বললেন না অখিলেশদা!' হারাণ বিশ্বাস বলে উঠলেন। 'পদবিটা বুঝি বেশ ভালো লেগে গেছে আপনার? আমার নামের সঙ্গে যুক্ত বলেই কি? ভাই, রায়, অধিকারী, গোলদার, হাওলাদার, বিশ্বাস, দেব, দেবনাথ এসব টাইটেলের অন্তরালে কী পদবি যে মুখ গুঁজে আত্মগোপন করে আছে, তা অন্য কেউ না জানলেও আমি জানি।' দেখলাম, প্রসঙ্গটা তেতোর দিকে যাচ্ছে। কথা ফেরাবার জন্য বললাম, 'অখিলেশদা, আমাদের প্রসঙ্গ কিন্তু বন্ধুত্ব আর মনোমালিন্য নিয়ে। কেন দু-একজনের সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য হয়েছে, তা শুনতেই মূলত বসেছি আমরা এখানে।'

'ঠিক বলছেন, তা-ই বলছি। দামোদর দত্তের কথাই তো বলছিলাম?' আস্তে করে বললাম, 'হ্যাঁ, তাঁর কথাই বলছিলেন। আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচিত তিনি। ইতিতেনিয়ার। কোতোয়ালির মোড়ে একটা অফিস আছে তার।' 'তার আগে গুদা-প্রসঙ্গ শেষ করি।' হারাণ বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে অখিলেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'যোগেন মণ্ডলের নাম শুনেছেন? বরিশালের যোগেন মণ্ডল?' চোখ নামিয়ে হারাণ বিশ্বাস ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়লেন। অখিলেশবাবু বললেন, 'নমঃশূদ্রদের নেতা ছিলেন। তফশিলি সম্প্রদায়ের মানুষদের জাগাতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। দেশভাগের কয়েক বছরের মধ্যে পাকিস্তানিদের বাঙালিবিদ্বেষের কথা টের পেয়ে গিয়েছিলেন।' রাখাল ভট্টাচার্য ভ্রু কোঁচকালেন। বললেন, 'এখানে যোগেন মণ্ডলের কথা এলো কেন বুঝতে পারছি না! আমরা তো কমবেশি যোগেন মণ্ডল সম্পর্কে জানি।' 'জানেন বলেই অস্বস্তি লাগছে আপনার।' ঠোঁটকাটা স্বভাব অখিলেশবাবুর। 'এই যোগেন মণ্ডল নমঃশূদ্রদের উজ্জীবিত করতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সেই সময় তাঁর শত্রু ছিল দুটি পক্ষ। পাকিস্তানবাদী মুসলমানরা তাঁর বিরোধিতা করে গেছে। আর উঁচু বর্ণের হিন্দুরা তাঁর উত্থান মেনে নিতে পারেনি।' রাখালবাবু চুপ মেরে যান। কারণ যোগেন মণ্ডলের আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি সম্যক জানেন। অখিলেশবাবু কণ্ঠকে নরম করলেন, 'এই যোগেন মণ্ডল যেখানে জন্মেছেন, সেখানেও প্রচুর পরিমাণে গুদা পদবিধারী লোকের বাস ছিল।' এবার আমার দিকে ঘাড় ফেরালেন অখিলেশবাবু। তার মুখের রং পাল্টে গেছে তখন। আগে যে রাগ রাগ ভাব ছিল, তা তাঁর চোখমুখ থেকে উবে গেছে। সেখানে কষ্টের আবছা একটা আভা। আমার চোখে চোখ রেখে চুরমেরে স্বরে অখিলেশবাবু বললেন, 'হরিদা, দামোদর দত্ত সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন না?' আমি চুপ করে থাকলাম। কারণ আমি তো তা আগেই তাঁকে একবার বলেছি। আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না অখিলেশবাবু, 'দামোদরের সঙ্গে আপনাদের যে পরিচয় আর খায়খাতির, তার চেয়ে অধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল আমার সঙ্গে। আপনারা ধরে নিয়েছেন, এই ডিসিহিল পার্কে হাঁটতে এসেই বুঝি তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়!' 'তাই তো। তাই নয় কি?' একাশি বছরের মৃণাল বড়ুয়া বললেন। তিনি সকাল সকাল আসেন। আজ দেরিতে এসেছেন। তাই আলোচনার মাঝখানে যুক্ত হয়েছেন। বিচক্ষণ মানুষ। প্রসঙ্গটা বুঝতে তাঁর বেগ পেতে হয়নি। 'আসলে তা নয়। বহু বছর আগেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম খোলার আগে তিনি ইনটেন্ডিং ফার্ম খুলেছিলেন। ফোর্ট থেকে মালামাল ছাড়িয়ে আনার কাজই করতেন দামোদর দত্ত। সেই সুবাদে আমার অফিসে বেশ যাতায়াত ছিল তাঁর। নতুন লোক বলে খুব বেশি পাত্তা দিত না অন্য অফিসাররা। একদিন আমার টেবিলে গিয়ে অসহায় কণ্ঠে বললেন, 'আমার ব্যবসাটা লাটে উঠবে স্যার। আপনি আমাকে সাহায্য করলে প্রাণে বেঁচে যাই।' দম নেওয়ার জন্য থামলেন অখিলেশ গুপ্ত।

সেই ফাঁকে রাখাল ভট্টাচার্য বললেন, 'তাই নাকি! জানতাম না তো!' 'লোকটির বিনয় এবং অসহায়ত্ব দেখে আমার মধ্যে একটু দয়া দয়া ভাব জাগল।' অখিলেশবাবু আগে বলা কথার সঙ্গে যুক্ত করলেন, 'সর্বাত্মক সাহায্য করতে থাকলাম তাঁকে। আমার প্রভাবিত যে অফিসাররা ছিল, তাদেরও অনুরোধ করলাম দামোদরবাবুকে সাহায্য করতে। একসময় বেশ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্য খারাপ, এক চোরাকারবারির মাল খালাস করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন। লোকটি ডিকলেয়ার্ড চিনির জায়গায় মাদক এনেছিল। চোরাকারবারির সঙ্গে সঙ্গে দামোদরবাবুকেও জেল খাটতে হলো।' 'কী! জেল খেটেছেন? দামোদর দত্ত?' রাখাল ভট্টাচার্যের চোখ ছানাবড়া।

যে-কজন ছিলাম, সবার বিস্ময়ের সীমা থাকল না। চোখ গোল গোল করে আমরা অখিলেশবাবুর মুখের দিকের তাকিয়ে থাকলাম। আমাদের স্তম্ভিত হওয়ার ব্যাপারটি গায়ে মাখলেন না অখিলেশ গুপ্ত। নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'তার আগে আরো একটি কথা আছে।' 'কী কথা দাদা?' না জিজ্ঞেস করে পারলাম না আমি। 'দামোদর দত্তের দুই মেয়ে। ছোটটা ইলেভেনে পড়ত তখন। বড়টা এমএসসি করে ঘরে বসে আছে। বিসিএস দিয়েছিল বারদুয়েক। ফেল। তারপর এখানে-ওখানে চাকরির চেষ্টা। ধরাধরির পর এক প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরি হলো। ছয় মাস চাকরি করার পর ম্যানেজার প্রস্তাব দিলো তার সঙ্গে ট্যুরে যেতে। মেয়ে এসে দামোদরবাবুকে সটান জানাল, ওই চাকরি আর করবে না। দামোদরবাবু ঠিক করলেন পল্লবীর বিয়ে দিয়ে দেবেন।' মৃণাল বড়ুয়া বললেন, 'আরে! আপনি তো দামোদরবাবুর মেয়ের নামও জানেন!' ততক্ষণে বৃত্তান্তে ঢুকে গেছেন মৃণাল বড়ুয়া। 'মেয়ের নাম জানার একটা কারণ আছে। বলছি।' একটু ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে আবার শুরু করলেন অখিলেশ গুপ্ত, 'আমাকে এসে বললেন, 'দাদা, বিপদে পড়েছি। মেয়ে নিয়ে সমস্যা।' তারপর সব কথা খুলে বললেন।

শেষে বললেন, মেয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ম্যানেজার পল্লবীর পিছু

প্রত্যাঘাত

মুনীর সিরাজ

এখন আকাশে উড়ছে অগ্নিবাণ সিক্ত
মাটিতে রক্তের হোলিখেলা
ভূ-তলে উতল তপ্ত অগ্নিগিরি কত জীবনের
ফুরায়ে গেল যে বেলা।
প্রচণ্ড ঝড়ে আকাশ টালমাটাল ফুটছে লক্ষ
বুলেটতপ্ত-খই নিরীহ প্রাণের শুনি যে তীব্রনাদ কি সে যন্ত্রণা মৃত্যু
যাতনা বই! অস্ত্রের ঘায়ে ধ্বংস যে সভ্যতা
মানবতা পদ-দলিত! ক্ষুব্ধ অতি
ধাতু-বারুদের মিলিত শক্তিমোহ পরাজিত
করে অতিমানবীয় গতি।
অসহায় ভেবে হেনেছ তীব্র শেল আকাশে
শোননি দাপুটে অশ্বক্ষুর সাইরেন বাজে, বাজে শোন বারবার
নিমেষে বোরাক পারি দে' সমুদ্দুর।
পারস্য-আরব সাগরের পূর্বে যে
ক্ষুরের আঘাতে জ্বলছে বহ্নিশিখা নরক নেমেছে
বারুদের গোলাঘরে বায়ু-সন্ত্রাস পতিত কুজ্ঝটিকা।
মানবতা জানি হবে জয়ী নিশ্চয়ই
সহ্য হবে না শিশুর আর্তনাদ যতই
কঠিন হোক বা না সে আঘাত
উদ্ধত হাতে ফিরবে প্রত্যাঘাত।

অবলীলায়

জুয়েল মাজহার

হাঁটো ক্রোশ পথ। তার পরেইন মাঠঘাটভরা
দুপুর-ঝিম বাঁশ-কুটোঘেরা টং-ঘরের সিঁড়ি বেয়ে
নেমে তৎক্ষণাৎ ডাল-ঝোলমাখা ভাতসুখের
ঠিকানার দিকে দিন হাঁটে মাটি-রোদে-ঘাসে
পোঁদ পেতে কামলারা বসে গাছতলায়,
খোলা ছাদে বসে কারখানার;
কথা নেই মুখে। রামগড়ুর! খিদেভরা পেট সব শালার
তামাকপাতা হাতে সক্কলের ডলছে,
ডলে-ডলে মুঠসমান গুটলি বানাল চমৎকার
খিদেভরা-পেট সব শালার খিদেভরা-পেট তাদের বউ
কৃমিভরা-পেট বাচ্চাদের কাঁদছে কেন তা জানে না কেউ!
মেঘেদের খুব মায়া হলো মাশরুম হয়ে মেঘেরা
তাই হাওয়া ধরে নিচে উড়ে এলো
চোখ-আকশিতে বাচ্চারা পাড়ল ঝুড়ি-ঝুড়ি অবলীলায়
কে তুমি আঁকছো এই ছবি? আঁকছো, আঁকো খুব মন দিয়ে
এঁকো না কান্না, হাসি আঁকো! না থাক অন্ন, না থাক জল
ফাটুক কল্কে ঠাস্?-ফটাস্?! কল্কে ফাটার ধুম লাগুক
এঁকো না কান্না, হাসি আঁকো! কারখানা-ছাদে, টং-ঘরে
কামলা-কামিনে নাচ করুক খিদেভরা পেটে
গান করুক মনগড়া সুখে খালপাড়ে
বাঁশকুটোঘেরা টং-ঘরে থাকুক শয়ান চিৎপটাং
ফাটুক কল্কে ঠাস-ফটাস্? কল্কে ফাটার ধুম লাগুক। !
ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে গগনধাম।

অচিন্ত্যনগর

মোস্তাক আহমাদ দীন

তোমার মিনতিপত্র যথাভাবে লুপ্ত করে
পড়ে আছি প্রেতের পাড়ায়
আগে ছিল পথ, অন্যত্র গমনে যেতে,
মনজিল : অচিন্ত্যনগর প্রকৃত নিদ্রাবোধে আমাদের
সব ভালো লাগে বিপরীতে সবকিছু প্রেতের প্রমাণ
গূঢ়? সত্য-বোধে কী যে ভালো হতো
ধীরে প্রকাশিত কালো রেখাবলি
শ্যাম গেছে, কাল তোমার কুলও বুঝি যায়।

সন্ধানী দৃশ্যে

সেলিম মাহমুদ

মাঝিয়াইল বলে কোনো এক গ্রামের নাম জেনে
গ্রাম খুঁজি দেশসুদ্ধ পাড়াগাঁয়ে
কখনো সারিবদ্ধ কলাগাছের সন্ধানী দৃশ্যে
শাদা বলদে হাল জুড়ে দেওয়ার আগপাছে
দাড়িম্ব ফলের ক্রমপ্রসারমাণ সামাজিক ফলদবৃক্ষের স্ফূর্তিতে
পকেটে লুকিয়ে রাখা 'ভুলো না আমায়' ফুলতোলা রুমালের ভাঁজে
জসীমউদ্দীনের 'রাখালিয়া', 'বালুচর' কাব্যে
পাই খুঁজে নতুন ধানের ঘ্রাণে
পল্লীর উঠোনে, গৃহে গৃহে উৎসবের বারোমাস।

আলোর অর্থ

মাহমুদ কামাল

সুতীব্র আলোর অর্থ অন্ধকারে একা
আলো যদি বিপরীত হয় সৌন্দর্য শরীর থেকে দূরে সরে যায়
তুমি তো নিজেই আলো আলোকের ঝর্ণাধারায় তোমার কৌশল
যতই প্রসাদগুণে ইন্দ্রজাল হয়ে
নিজেকে বিকাশ করে ময়ূখে লুকাও
সুতীব্র আলোর মাঝে অন্ধকারে একা
তুমি আলো তুমি আলো তুমি আলো বিপরীত।

ক্ষুধা পরিবর্তনশীল

রেজাউদ্দিন স্টালিন

বন্ধ করতে হবে অতিরিক্ত যা-কিছু
অবশিষ্টরা অপেক্ষমাণ দূষণের তালিকায় সেঁটে
দাও বিদগ্ধদের নাম যে-ছবি চিৎকার করছে
বন্ধুত্বের তাকে হৃদয় দাও।
মুদ্রায় নাম লেখা বন্ধ করো চাঁদে যাওয়া বন্ধ
করো খাদ্যের গায়ে নাম লেখা বন্ধ
করো সূচিপত্র আর নির্ঘণ্ট দিয়ে জীবন চলে না
বাহবা দেওয়া বন্ধ করো অভিধান বারবার বদলে যায়
বানানরীতি আর জিহ্বার নৃত্য বন্ধ করতে হবে মৃতদের সৎকার
তাদের ঘরের বাক্সে রাখতে হবে আনুগত্য একটা অশ্লীল তৃষ্ণা
তার অঙ্কুরোদ্গম বন্ধ করতে হবে ক্ষুধা পরিবর্তনশীল
স্বপ্ন শুকিয়ে জ্বালানি আকাঙ্ক্ষা বহুমূত্র রোগে ভুগছে
কথা বলা বন্ধ করতে হবে অচেনাকে চেনা বন্ধ করো অজানার
শ্রাদ্ধদিনে উপস্থিত থাকো ঘণ্টা বাজানো বন্ধ করো
গুলি অস্ত্রের অলংকার বুক পাতা বন্ধ করো
সাপ ধরা বন্ধ করো শত্রুর চেয়ে বড় বন্ধু নেই
প্রার্থনাবার বদলে দাও তোমার ইচ্ছেমতো যাও।
আর নিজের স্তোত্র গাও শেখানো প্রার্থনা স্বৈরাচার।

অতিবৃষ্টিতে কিশোরগঞ্জে ৬৪ হেক্টর জমির সবজি নষ্ট, চড়া কাঁচাবাজার

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

সম্প্রতি টানা দুই সপ্তাহের ভারী বৃষ্টিতে কিশোরগঞ্জে ৬৪ হেক্টর জমির সবজি পুরোপুরি নষ্ট হয়েছে। এতে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন সবজি চাষিরা। একই সঙ্গে উৎপাদন কমে যাওয়ায় বাজারে সরবরাহে টান পড়েছে, বেড়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন সবজির দাম। এর প্রভাব পড়েছে কাঁচাবাজারে। হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ক্রেতারা। জানা যায়, কিশোরগঞ্জের চরাঞ্চল দীর্ঘদিন ধরেই সবজি উৎপাদনের জন্য পরিচিত। জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সবজির আবাদ হয় পাকুন্দিয়া উপজেলায়।

এখানকার উৎপাদিত সবজি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। তবে সাম্প্রতিক টানা ভারী বৃষ্টিতে বিস্তীর্ণ এলাকার সবজি ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এতে বাজারে সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে এবং বেড়েছে বিভিন্ন সবজির দাম। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, অতিবৃষ্টিতে জেলায় মোট ১২১ হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তন্মধ্যে মধ্যে ৬৪ হেক্টরের ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে পাকুন্দিয়া উপজেলায়। উপজেলাটিতে ৭০ হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৪৩ হেক্টরের সবজি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। জেলায় মোট ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ২ হাজার ৭৫ জন, এর মধ্যে শুধু পাকুন্দিয়াতেই রয়েছেন ১ হাজার ৫৫০ জন। কৃষি বিভাগ জানায়, জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সবজি উৎপাদন হয় পাকুন্দিয়ায়। এছাড়া বাজিতপুর, কটিয়াদী ও হোসেনপুরেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সবজি চাষ হয়। সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টিতে বিশেষ করে কাঁচামরিচ ও শসার ক্ষেত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাকুন্দিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ নূরে-ই-আলম বলেন, উপজেলায় মোট ৭০ হেক্টর জমির সবজি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৩হেক্টর জমির সবজি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। যার প্রভাব পড়েছে স্থানীয় বাজারে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও জমির তথ্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।

সরেজমিনে পাকুন্দিয়ার চরফরাদী, তারাকান্দি, চরপাকুন্দিয়া, মুনিয়ারীকান্দা ও চরআলগী এলাকায় দেখা গেছে, অধিকাংশ সবজি ক্ষেত পানিতে তলিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে মরিচ ও শসা বাগান একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। বৃষ্টি কমে যাওয়ায় কৃষকেরা নতুন করে আবাদ শুরু করলেও বাজারে নতুন ফসল আসতে আরও অন্তত ৩ সপ্তাহ সময় লাগবে। পাকুন্দিয়ার তারাকান্দি পাইকারি বাজারে বর্তমানে প্রতি কেজি কাঁচামরিচ বিক্রি হচ্ছে ৩০০-৩২০ টাকা, শসা প্রতি কেজি ২৫-৩০ টাকা, জিঙা প্রতি কেজি ৫৫-৬০ টাকা, ধুন্দুল ৪০-৪২ টাকা, চিচিঙা ৭০-৮০ টাকা, ঢেড়স ৫০-৫৫ টাকা, লতা ৪০-৪৫ টাকা, বেগুন ৮০-৮৫ টাকা, করল্লা ১০০-১১০ টাকা, কাকরুল ৪০-৪৫ টাকা, বটবটি ৮০-৮৫ টাকা, পেঁপে ২৩-২৫ টাকা, কুমড়া ৪৫-৫০ টাকা, পান আলু ৩৫-৪০ টাকা, লাউ-৫০-৬০ টাকা প্রতি পিস, কচু প্রতি পিস ৫০-৬০ টাকা। খুচরা বাজারে এসব সবজির দাম আরও বেশি। চরপাকুন্দিয়ার কৃষক কফিল উদ্দিন বলেন, এক কাঠা জমিতে মরিচ চাষে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ করে মরিচ চাষ করেছিলাম। সেখান থেকে এক থেকে দেড় লাখ টাকার মরিচ বিক্রির আশা ছিল।

কিন্তু অতিবৃষ্টিতে পুরো ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেছে। সবজি চাষি জালাল উদ্দিন বলেন, সারা বছর সবজি চাষ করেই সংসার চলে। এই মৌসুমে প্রতিদিন এক হাজার টাকার সবজি বিক্রি করতাম। বৃষ্টিতে ক্ষেত নষ্ট হওয়ায় বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছি। চরফরাদী গ্রামের কৃষক তরুন মিয়া বলেন, আমাদের এলাকার বেশিরভাগ মানুষই সবজি চাষের ওপর নির্ভরশীল। এখানকার উৎপাদিত সবজি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হয়। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে স্থানীয় বাজারে। এতে কৃষকেরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তেমনি বেশি দামে সবজি কিনতে হচ্ছে। ব্যবসায়ী জলিল মিয়া বলেন, পাইকারি বাজার থেকেই কাঁচামরিচ ৩৫০ টাকা কেজিতে কিনতে হচ্ছে। তাই খুচরা বাজারে ৪০০ টাকা কেজিতে বিক্রি করতে হচ্ছে। সবজি ব্যবসায়ী মাহবুব মিয়া বলেন, উৎপাদন কমে যাওয়ায় বাজারে সরবরাহও কমেছে। নতুন ফসল উঠতে শুরু করলে দাম কিছুটা কমে আসবে।

পাবনায় ২৩ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিক্ষককে শোকজ

ঈশ্বরদী, পাবনা প্রতিনিধি

পাবনার ঈশ্বরদীর ২৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিক্ষককে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। মৌলিক সাক্ষরতা ও সংখ্যা জ্ঞান (এফএলএন) কার্যক্রমের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতা এবং শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যক্রমে অবহেলার অভিযোগে তাদের এ শোকজ করা হয়। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোসা. শাহীনা আক্তার স্বাক্ষরিত নোটিশ গত ২৬ জুলাই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে পাঠানো হয়। আগামী ২ আগস্টের মধ্যে শিক্ষকদের লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে। সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হলে বিধি অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, তৃতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ, চতুর্থ শ্রেণির গণিতের মৌলিক চারটি প্রক্রিয়া এবং পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ইংরেজি পাঠদক্ষতা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। তবে উপজেলার ১০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৩টি বিদ্যালয় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হলো- ফতেমোহাম্মদপুর, ইস্তা, মশুরিয়াপাড়া গোলাম হোসেন, মধ্য অরণকোলা, নিকরহাটা, দাশুড়িয়া, সরাইকান্দি, জোবেদা খাতুন সাবান আলী, আথাইল শিমুল, আটঘরিয়া, চরসাহাপুর, তিলকপুর, চরকুড়ুলিয়া, বাঁশেরবাদা, সুতানদ, ছলিমপুর, চরছলিমপুর, কদিমপাড়া, ৬৩ নম্বর নতুন রূপপুর, ৭৬ নম্বর জগন্নাথপুর, ৭৪ নম্বর জয়নগর ও ৯৪ নম্বর চররূপপুর নওদাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

নোটিশে বলা হয়েছে, ৩০ জুন পর্যন্ত তথ্য পর্যালোচনায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর এফএলএন অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। মৌলিক সাক্ষরতা ও সংখ্যা জ্ঞানের হার ৫০ শতাংশের নিচে থাকায় শিক্ষকদের দায়িত্বে অবহেলার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের শিখন-অর্জন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম ও নিয়মিত তদারকিও করা হয়নি। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোসা. শাহীনা আক্তার বলেন, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের নির্দেশনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হওয়ায় ২৩টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শোকজ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব পাওয়ার পর তা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে পাঠানো হবে। পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে জেলা কর্তৃপক্ষ।

মাদক, বাল্যবিবাহ ও সাইবার অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে শিক্ষার্থীদের সচেতন হওয়ার আহ্বান ওসির

আল আমিন হোসেন, পাংশা (রাজবাড়ী)

মাদক, বাল্যবিবাহ ও সাইবার অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন, দায়িত্বশীল ও মানবিক নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন রাজবাড়ীর পাংশা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মঈনুল ইসলাম। গতকাল দুপুরে পাংশা জর্জ সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে পাংশা মডেল থানার উদ্যোগে 'বাল্যবিবাহের কুফল, মাদক প্রতিরোধ ও সাইবার অপরাধ' বিষয়ক এক সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ওসি শেখ মঈনুল ইসলাম বলেন, "একটি দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে তরুণ প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হতে হবে। মাদকাসক্তি কেবল একটি জীবন ধ্বংস করে না, পরিবার ও সমাজেও এর ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। একইভাবে বাল্যবিবাহ শিক্ষার স্বাভাবিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে এবং অল্প বয়সে মা ও শিশুর মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। এসব সামাজিক ব্যাধি প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদেরই অগ্রণী ও সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে।" বর্তমান সময়ের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক করে তিনি বলেন, "তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের সাথে সাথে সাইবার অপরাধও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে সবাইকে সতর্ক হতে হবে। অনলাইনে অপরিচিত কারো সঙ্গে ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি বা গোপন কিছু শেয়ার করা যাবে না। ভুয়া তথ্য প্রচার, অনলাইন প্রতারণা ও সাইবার বুলিং থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই।" বক্তব্যে তিনি ট্রাফিক আইন মেনে চলা, সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশকে সার্বিক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

ওসি আশ্বাস দিয়ে বলেন, যেকোনো অপরাধ, মাদক ব্যবসা বা বাল্যবিবাহের মতো ঘটনা ঘটলে কিংবা সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে দ্রুত পুলিশকে জানাতে হবে। জনগণ ও পুলিশের সমন্বিত প্রচেষ্টাতেই একটি নিরাপদ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। যেকোনো জরুরি প্রয়োজনে পাংশা মডেল থানা সবসময় শিক্ষার্থীদের পাশে থাকবে বলেও জানান তিনি।

সভায় উপস্থিত শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়ে মাদক, বাল্যবিবাহ, সাইবার নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করলে ওসি শেখ মঈনুল ইসলাম তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং বাস্তবধর্মী দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষকমণ্ডলী পাংশা মডেল থানার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান, সামাজিক দায়বদ্ধতা বাড়ানো এবং অপরাধ প্রতিরোধে ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তুলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রবাসীর ঘরে তালা ভেঙে লুটপাট, তিন মাসেও মামলা নেয়নি পুলিশ

লক্ষীপুর প্রতিনিধি

লক্ষীপুরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা করার অভিযোগ উঠেছে চাচাতো ভাই-বোনের বিরুদ্ধে। প্রবাসীর ঘরের তালা ভেঙে মালামালও লুট করা হয়। এ ঘটনার সাড়ে তিন মাস পার হলেও ভুক্তভোগী পরিবারের মামলা নিচ্ছে না পুলিশ। গতকাল দুপুরে ভুক্তভোগী যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আকতার হোসেন লিটন ঘটনাটি গণমাধ্যমকর্মীদের জানায়। এসময় তিনি কার্যকর আইনি ব্যবস্থা নিতে পুলিশের প্রতি আকুতি জানিয়েছেন।

লিটনের পরিবারের কোনো সদস্য বাড়িতে এলেও কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করে দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে হয়। এ পরিস্থিতিতে নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে পরিবারটি। ভুক্তভোগী লিটন জেলার চন্দ্রগঞ্জ উপজেলার দত্তপাড়া ইউনিয়নের সৈয়দপুর গ্রামের কাজী বাড়ির মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মিয়ার ছেলে ও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। আকতার হোসেন লিটন জানায়, গত ১৪ এপ্রিল রাতে তাদের ঘরের দরজার তালা ভেঙে বাথরুমের কমোড-বেসিনসহ আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ঘটনায় তার ভাতিজা ফয়সাল বিন হোসাইন মামলা করতে গেলে তা নেয়নি চন্দ্রগঞ্জ থানা পুলিশ। পরে একটি লিখিত অভিযোগ দিলেও তার কোনো স্মারক নাম্বার দেওয়া হয়নি। ঘটনার সাড়ে তিন মাস পার হলেও অভিযোগটি মামলায় অন্তর্ভুক্ত বা তদন্তে কোনো অগ্রগতি নেই। এমনকি পুলিশ ঘটনাস্থলেই যায়নি। ভুক্তভোগী ও স্থানীয় লোকজন জানায়, দীর্ঘদিন ধরে আকতার হোসেন লিটনের পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। তার বড় ভাই দেলোয়ার হোসেনের পরিবারও ৪০ বছর সৌদি প্রবাসী ছিলেন। করোনার সময় সৌদিতে দেলোয়ার করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর তার পরিবার গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন।

বিলুপ্তির পথে প্রকৃতির ঝাড়ুদার

এম কামরুজ্জামান, শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)

> "কুসংস্কারের কারণে শকুন দেখলে তাড়িয়ে দেওয়া বা মেরে ফেলার প্রবনাতাও শকুন বিলুপ্তিতে ভূমিকা রাখছে। ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ অব ভেটেরিনারি মেডিসিনের অধ্যাপক লিন্ডসে ওক তার এক গবেষণায় দেখতে পান, ডাইক্লোফেনাক ও কেটোপ্রোফেন ব্যবহারের পর কোন পশু মারা গেলে সেই মৃত পশুর মাংস খাওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই শকুন কিডনি বিকল হয়ে মারা যায়।

শকুনকে বলা হয় প্রকৃতির ঝাড়ুদার। এটি মৃত প্রাণীর দেহ ভক্ষণ করে পরিবেশ পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি নানা সংক্রমণ ও রোগবালাই থেকে রক্ষা করে। আশি-নববইয়ের দশকে কোন এলাকায় গরু মহিষ ছাগল মারা গেলে শত শত শকুন এসে ভিড় করত। মূহর্তের মধ্যে মাংস চামড়া খেয়ে হাঁড়গুলো রেখে ফিরে যেত আবাসস্থলে।

এখন গবাদি পশু মরে পড়ে থাকলে সেটা পরিষ্কারের দৌড়ঝাপ শুরু করতে হয় ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের বেতনভুক্ত কর্মীদের। কারণ হারিয়ে গেছে শকুন। কয়েক দশকে বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ায় শকুনের সংখ্যা আশঙ্কাজনক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। ৯০-এর দশকে এদেশের সর্বত্র শকুন দেখা গেলেও বর্তমানে নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ছাড়া শকুনের দেখা মেলে না। এ প্রজন্মের শিশুরাও শকুনের দেখার সুযোগ পাই বইয়ের পাতায় কিংবা চিড়িয়াখানায়।

শকুন রক্ষায় সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। তবে এখনো আশানুরূপ সাফল্য আসেনি। শকুন এখনো কমছে। বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশে ৫০ হাজারের বেশি শকুন ছিল। বনবিভাগ ও ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর বনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন) এর ২০২৩ সালের সুমারিতে ২৬৭ টি শকুনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। গত বছরের ৭ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতির সংরক্ষণ বিভাগ সূত্রে প্রকাশ, বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ২১০ টি শকুন বেঁচে আছে। গবেষকদের মতে, ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ৯০% শকুন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এটা ধারাবাহিকভাবে কমতে শুরু করেছে। আর শকুন হারিয়ে যাওয়াই পশুর অ্যানথ্রাক্স, যক্ষ্মা, জলাতঙ্ক, ক্ষুরা ইত্যাদি রোগ বাড়ছে। এ থেকে মানুষও আক্রান্ত হচ্ছে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যে শকুনের পাকস্থলীতে থাকা বিশেষ ধরনের জারক রস অ্যানথ্রাক্স, যক্ষা, কলেরা, ক্ষুরা প্রভৃতি রোগের জীবাণু সহজেই হজম করে ফেলে, যা অন্য প্রাণীরা পারে না। তাই এসব রোগে কোন প্রাণী মারা গেলে সেই মাংস খেয়ে প্রকৃতিতে রোগ ছড়িয়ে পড়া আটকে দিত শকুন। আইইউসিএনের হিসাবে, আঁশির দশকের শুধু সার্কভুক্ত দেশগুলোতেই শুকন ছিল প্রায় ৪ কোটি। বর্তমানে তা কমে ৪০ হাজারে কমে এসেছে।

পৃথিবীর প্রায় ৯০ ভাগ শকুন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে শকুনের সব প্রজাতিকে 'মহ-াবিপন্ন' ঘোষণা করেছে প্রতিষ্ঠানটি। বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতে শকুনের সংখ্যা কমে যাওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে গবাদি পশুর চিকিৎসায় ডাইক্লোফেনাক ও কেটোপ্রোফেনের ব্যবহারকে দায়ী করা হয়। এছাড়া বছরে মাত্র একটি ডিম পাড়া, খাদ্য সংকট, বড় গাছ কেটে ফেলায় ব্যবস্থান সংকট, বৈদ্যুতিক তার ও বিষ প্রয়োগে হত্যা, মানুষের মধ্যে শকুন নিয়ে নানা কুসংস্কারের কারণে শকুন দেখলে তাড়িয়ে দেওয়া বা মেরে ফেলার প্রবনাতাও শকুন বিলুপ্তিতে ভূমিকা রাখছে। ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ অব ভেটেরিনারি মেডিসিনের অধ্যাপক লিন্ডসে ওক তার এক গবেষণায় দেখতে পান, ডাইক্লোফেনাক ও কেটোপ্রোফেন ব্যবহারের পর কোন পশু মারা গেলে সেই মৃত পশুর মাংস খাওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই শকুন কিডনি বিকল হয়ে মারা যায়।

মাত্র শূণ্য দশামিক ২২ মিলিগ্রাম ডাইক্লোফেনাক একটি শকুনের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। ১৯৮০ দশকে ঔষধটি বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সস্তায় পাওয়া যায় বলে গবাদি পশুর প্রায় রোগেই এ ঔষধটি কৃষকরা ব্যবহার শুরু করেন। ফলে দলে দলে মারা যেতে থাকে শকুন। পরিবেশবিদদের আন্দোলনের মুখে ২০১০ সালে আইন করে গবাদি পশুর জন্য ডাইক্লোফেনাক উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশ সরকার। ২০১৪ সালে খুলনার সুন্দরবনের বিলুপ্ত প্রায় শকুনের জন্য দুটি নিরাপদ এলাকা ঘোষণা হয়।

মাটিরাঙ্গায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে আমন ধান ও সবজি বীজ বিতরণ

জসীম উদ্দিন জয়নাল, পার্বত্যাঞ্চল

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের পুনর্বাসনের লক্ষে উপজেলার ৫শ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে উফশী জাতের আমন ধান বীজ এবং ৪শ কৃষকের মাঝে গ্রীষ্মকালীন সবজির বীজ বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল সকাল ১০টার দিকে মাটিরাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, এর সামনে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের আয়োজনে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে আমন ধান ও গ্রীষ্মকালীন সবজির বীজ বিতরন অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি অফিসার মো.সাহাবুদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে আমন ধান ও গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ তুলেদেন মাটিরাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উম্মে তাহমিনা মিতু।

এসময় উপজেলা প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা ডা.সুমেন চাকমা, মাটিরাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি মো.শাহ জালাল কাজল, মাটিরাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক মো.বদিউল আলম মজুমদার, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো.জিয়াউর রহমান জিয়া,মাটিরাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা মো.সেলিম রানা,সহ কৃষি অফিসের পদস্থ কর্মকর্তা, উপকারভোগীরা উপস্থিত ছিলেন। মাটিরাঙ্গা উপজেলা অফিসার মো.সাহাবুদ্দিন আহমেদ বলেন,আমন ধান বীজ: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫শ কৃষকের প্রত্যেককে বিনামূল্যে ৫কেজি আমন ধান ও ৪শ, কৃষকের মাঝে ৭ আইটেমের সবজি বীজ এবং ১৫ কেজি করে ডিএপি ও ১৫ কেজি করে এমওপি সার প্রদান করা হয়। পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করতে কৃষকের মাঝে বিভিন্ন প্রকার উন্নত জাতের গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রকৃত কৃষকদের মাঝে এই বীজ বিতরণ করা হয়েছে। মাটিরাঙ্গার কৃষি খাতকে দ্রুত পুনর্গঠন করতে সরকারের এমন সময়োপযোগী পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় কৃষকরা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাটিরাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উম্মে তাহমিনা মিতু বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। দেশের যেকোনো প্রান্তের মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরকার সবসময় তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়।

মাটিরাঙ্গায় সাম্প্রতিক বন্যায় আমাদের প্রান্তিক কৃষকরা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং কৃষি খাতকে দ্রুত ঘুরে দাঁড় করাতে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার বীজ বিতরন করা হয়েছে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, "বিতরণকৃত বীজ ও সার সঠিকভাবে ব্যবহার করে কৃষকরা যদি সময়মতো আবাদ শুরু করতে পারেন, তবেই আমাদের এই উদ্যোগ সার্থক হবে। সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন সবসময় কৃষকদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত থাকবে।"

সাতক্ষীরায় অনলাইন সাইবার বুলিং ও সহিংসতা প্রতিরোধে সভা

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

অনলাইনে সাইবার বুলিং, শোষণ ও নির্যাতন এবং মানসিক, যৌন ও শারীরিক সহিংসতার শিকার শিশু, যুব ও নারীদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং তা প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স এর আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় মূখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর খুলনা বিভাগের যুগ্ন সচিব ও পরিচালক মো. হুসাইন শওকত। ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর পরিচালক (পরিকল্পনা ও কর্মসূচি) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মিজ্ কাউসার আজিজ।

জেলা প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং টেরে ডেস হোমস্ নেদারল্যান্ডস-এর সহযোগিতায় উক্ত সমন্বয় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. শাহীনুর চৌধুরী, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক এস এম রফিকুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার জাহারুল ইসলাম, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক নাজমুন নাহার প্রমুখ। সভায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সিএসও প্রতিনিধি, শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্য, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ও সাংবাদিকসহ কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা শিশু, যুব ও নারীদের বিরুদ্ধে অনলাইন ও অফলাইনে সংঘটিত সাইবার বুলিং ও সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি।

নওগাঁয় সুগন্ধি চালের দামে আগুন, কেজিতে বেড়েছে ৮০ টাকা

নওগাঁ প্রতিনিধি

ধান, চাল উৎপাদনে বরাবরই শীর্ষে উত্তরের জেলা নওগাঁ। এখানকার উৎপাদিত সুগন্ধি চালের বিশেষ কদর রয়েছে সারাদেশের খুচরা এবং পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে। গেল এক সপ্তাহ ধরে চালের বাজারে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা। কেজিতে এবার ২-৪ টাকা নয়, নওগাঁর বাজারে এক কেজি আতপ চালের দাম বেড়েছে ৮০ টাকা।

শুধু তাই নয়, পাশাপাশি বেড়েছে কাটারিসহ সব ধরনের সরু চালের দামও। দেশের বৃহত্তর চালের মোকাম নওগাঁয় ঠিক এমনই টালমাটাল চালের বাজার। ক্রেতা এবং খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন, বড় কিছু মিল আর কর্পরেট কম্পানিগুলোর মজুত সিন্ডিকেটের কারণেই বাড়ছে চালের দাম। তবে মিল মালিক আর ব্যবসায়ী নেতাদের দাবি, সরকারিভাবে রপ্তানি আর হাটে ধানের বাড়তি দামের কারণেই ঊর্ধ্বমুখী চালের দাম। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাজার মনিটরিংয়ের কথা বললেও বাস্তবে কারো দেখা মিলেনি। নওগাঁ শহরের সবচেয়ে বড় খুচরা চাল বাজার ঘুরে দেখা গেছে, গেল ৩ সপ্তাহের ব্যবধানে সকল প্রকার সরু চালের দাম বেড়েছে কেজিতে ৩ থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত। বাজারে মোট বিক্রির ৮০ শতাংশই হয় কাটারি চাল। শর্টার ও নন শর্টারসহ সব ধরনের কাটারিরর দাম কেজিতে বেড়েছে ৪ টাকা। ৭৬ টাকা কেজির চাল ৩ সপ্তাহের ব্যবধানে বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকায়। স্বর্ণা-৫ জাতের চাল ২ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৫১ টাকায়। বিআর-২৮ বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকা কেজি। কয়েকদিন আগেও যার দাম ছিল ৫৮ টাকা। তবে স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে সুগন্ধি (আতপ) চাল। দুই সপ্তাহ আগেও এই চাল বাজারে বিক্রি হচ্ছিল ১২০ টাকা কেজিতে। কিন্তু প্রতিদিনই বৃদ্ধি পেতে পেতে এখন সেই চাল বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকায়। অর্থাৎ কেজিতেই বেড়েছে ৮০ টাকা। চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে সাধারণ ভোক্তাদের মাঝে।

বাজারে চাল কিনতে এসে হিমশিম খাচ্ছেন তারা। নওগাঁ সদর উপজেলার ডাক্তারের মোড় এলাকা থেকে পৌর চাল বাজারে আতপ চাল কিনতে এসেছিলেন মোসলেম উদ্দিন। তিনি বলেন, গ্রামের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ১৩ কেজি আতপ চাল কিনতে এসেছিলাম। কিন্তু বাজারে এসে শুনি সেই চালের দাম বেড়েছে কেজিতে ৭০/৮০ টাকা। এভাবে হঠাৎ করেই দাম বেড়ে যাওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। উপজেলার বালুভরা গ্রামের কৃষক আল ফারুকের সাথে কথা হয় নওগাঁর খুচরা বাজারে। ৫ কেজি ভাতের চাল কিনতে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎই দাম বৃদ্ধিতে বিপাকে পড়েছেন।

নকশা বদলে নতুন রূপে ভৈরব সেতু, ২০২৯ সালে শেষ হবে নির্মাণ

ওয়াহিদ মুরাদ, দিঘলিয়া (খুলনা)

নির্মাণাধীন ভৈরব সেতুর নকশায় সময়োপযোগী চারটি বড় পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ। এসব পরিবর্তন বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পে অতিরিক্ত প্রায় দেড়শ' কোটি টাকা ব্যয় হবে, যা মূল উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের (ডিপিপি) মোট ব্যয়ের প্রায় সাত শতাংশ। ফলে প্রকল্পের মোট ব্যয় বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় পৌনে ৮শ' কোটি টাকা। একই সঙ্গে প্রকল্পের মেয়াদ আরও তিন বছর বাড়ানোর প্রস্তাবও করা হয়েছে। একনেকে অনুমোদন মিললে সংশোধিত নকশা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ নির্মাণকাজ শুরু হবে।

খুলনা সওজ সূত্র জানায়, সংশোধিত নকশা অনুযায়ী ভৈরব নদীর মধ্যে কোনো পিলার থাকবে না। ভবিষ্যতের যানবাহনের চাপ বিবেচনায় সেতুর প্রস্থ তিন মিটার বাড়িয়ে দুই লেন করা হবে। কংক্রিট কাঠামোর পরিবর্তে স্টিল স্ট্রাকচার স্প্যানে নির্মিত হবে মূল সেতু। নতুন পরিকল্পনায় শহর প্রান্তে সেতুর সংযোগ সড়ক খুলনা-যশোর মহাসড়কের রেলিগেট স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায় যুক্ত হবে। সেখানে সেতুর প্রবেশমুখে ১৫ মিটার উচ্চতায় ৫০ মিটার ব্যাসের গোলাকৃতির আধুনিক ইন্টারসেকশন (ফ্লাইওভার) নির্মাণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। খুলনা সওজের নির্বাহী প্রকৌশলী তানিমুল হক বলেন, ভৈরব সেতুর নকশা করা হয়েছিল ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এবং ২০২০ সালে ডিপিপি অনুমোদিত হয়। সে সময় প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে ১০০ মিটারের বেশি স্প্যান নির্মাণ সম্ভব ছিল না। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তি ও নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে ১৫০ মিটার স্প্যান নির্মাণের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। পাশাপাশি নকশা প্রণয়নের মানদণ্ডেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। তিনি বলেন, জনগণের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ বিবেচনায় সেতুটি নিয়ে একাধিক কারিগরি সমীক্ষা করা হয়েছে। যেহেতু প্রকল্পটি এখনও নির্মাণাধীন, তাই সময়োপযোগী ও দৃষ্টিনন্দন করতে নকশায় পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। এ কারণে চারটি সংশোধনী প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তাবটি মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পর একনেকে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। অনুমোদন পেতে দুই থেকে তিন মাস সময় লাগতে পারে। নির্বাহী প্রকৌশলী জানান, নতুন করে তিন বছর সময় চাওয়া হয়েছে। অনুমোদন, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পরিবর্তন ও অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করতে প্রায় এক বছর এবং মূল নির্মাণকাজ শেষ করতে আরও দুই বছর লাগবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে ২০২৯ সালের ৩০ জুনের মধ্যে সেতুর কাজ শেষ হবে। তিনি আরও বলেন, সংশোধিত নকশা অনুযায়ী নির্মিত হলে সেতুটি হবে আরও দৃষ্টিনন্দন। একই সঙ্গে ঢাকা থেকে খুলনার সড়কপথের দূরত্ব প্রায় ৪৮ কিলোমিটার কমবে। আড়ুয়া-আতাই নদীর ওপর পৃথক সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।

ওই সেতু নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজন হলে সেখানে ২৪ ঘণ্টা দুটি ফেরি চালুর মাধ্যমে যান চলাচল সচল রাখা হবে। তিনি জানান, সংশোধিত নকশা অনুমোদনের আগে প্রকল্পের বড় ধরনের কাজ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে পূর্বের নকশা অনুযায়ী যেসব অংশে কাজ করার সুযোগ রয়েছে, সেখানে নির্মাণকাজ চলছে এবং চলবে। বর্তমানে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ১৮ শতাংশ। ২০১৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর একনেক সভায় খুলনাবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত ভৈরব সেতু প্রকল্প অনুমোদন পায়।

তখন প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছিল ৬১৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূল সেতু নির্মাণে ৩০৩ কোটি টাকা এবং বাকি অর্থ জমি অধিগ্রহণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজে ব্যয়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়। ২০২১ সালের ২৪ মে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণকাজ শুরু হয়। চুক্তি অনুযায়ী দুই বছরের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও পাঁচ বছরে অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ১৮ শতাংশ। ৩০টি পিলারের মধ্যে এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়েছে ২১টি। শহরাংশের রেলিগেট এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, সেতুর পিলারের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

চাঁদপুরে মেঘনা-ধনাগোদা বাঁধের সুড়ঙ্গ করা সড়কের ড্রেজার পাইপ অপসারণ

চাঁদপুর প্রতিনিধি

মতলব উত্তর উপজেলায় দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের বেড়িবাঁধ সড়কে সুড়ঙ্গ করে ড্রেজারের পাইপ স্থাপনের বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের পর উপজেলা প্রশাসন অভিযান চালিয়ে পর্যায়ক্রমে ড্রেজার পাইপগুলো অপসারণ করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদা কুলসুম মনি বাসসকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে গত ২০ জুলাই গণমাধ্যমে 'সুড়ঙ্গ করে ড্রেজারের পাইপ, বেড়িবাঁধের স্থায়িত্ব নিয়ে উদ্বেগ' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। তখনই উপজেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয় দ্রুত ড্রেজার পাইপ অপসারণ করা হবে। উপজেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয়, সংবাদ প্রকাশের পর গত কয়েকদিন উপজেলা প্রশাসন ও মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে ব্যাপক পরিসরে অভিযান চালিয়ে বাঁধের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ষাটনল ইউনিয়নের সুগন্ধি, সটাকি, মোহনপুরসহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা পাইপগুলো অপসারণ করেন।

পাশাপাশি সকল পাইপ ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ বাজেয়াপ্ত করা হয়। মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী সালাউদ্দিন বলেন, বাঁধের ক্ষতিকর অবৈধ এই পাইপগুলো আমরা প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে অপসারণ করি।

বাঁধটি তথা প্রকল্পটি টিকিয়ে রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদা কুলসুম মনি বলেন, ধনাগোদা সেচ প্রকল্প একটি বৃহৎ প্রকল্প।

রৌমারীতে ধরণী নদীর ভাঙ্গনরোধে স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁশের বান্ডেল নির্মাণ

শফিকুল ইসলাম, রৌমারী

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার রৌমারী সদর ইউনিয়নের বড়াইবাড়ী এলাকায় ধরণী নদীতে ভাঙ্গনরোধে স্বেচ্ছাশ্রমে বাশেঁর বান্ডেল নির্মাণ করেছেন এলাকাবাসী। গত এক সপ্তাহ থেকে ওই নদীতে এই বান্ডেল নির্মাণ করা হচ্ছে। সরকারের কাছে ভিটে বাড়ি রক্ষায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি এলাকাবাসীর। জানা গেছে, ভারতের আসাম থেকে নেমে আসা ধরণী নদীতে শুকনা মৌসুমে এখানকার মানুষের জীবন- জীবিকার প্রধান ভরসা। নদীর দুই তীরে আমন, সরিষা, মাসকলাই ও ভুট্টার ক্ষেত। নদী কেন্দ্রিক জীবনই এখানকার মানুষদের বাস্তবতা।

কিন্তু ভারতের পাহাড়ি ঢলের স্রোতে, ভাঙ্গন তান্ডবে প্রতি বছর ফসলি জমি ও বসতবাড়ি ভেঙ্গে যায়। এতে নিঃস্ব হচ্ছে শতশত পরিবার। প্রতি বছরে নদী ভাঙনে হারিয়ে যেতে বসেছে ওই এলাকার মানচিত্র। সরকারি ভাবে প্রয়োজনীয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় স্থানীয় বাসিন্দা ফারুক আহমেদ এর উদ্যোগে নিজ অর্থায়ন ও এলাকাবাসী বাঁশ, অর্থ এবং বিভিন্ন সহযোগিতায় ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্য ৭টি বাঁশের বান্ডাল নির্মাণ করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা আবু জাফর আলী বলেন, এক বছরে কয়েক একর জমি, ঘরবাড়ি গাছপালা ভেঙ্গে গেছে। পরে আমরা নিজেরা সহযোগিতা করে বান্ডাল দেওয়ায় আপাতত ভাঙ্গন থেমেছে। একই এলাকার মোহাম্মদ আলী বলেন, স্বেচ্ছাশ্রমে নির্মাণ করা বান্ডালের কারণে এবার তারা নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। সরকারের নিকট দাবি, নদী ভাঙ্গনে স'য়ী রক্ষাবাধ নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণের। স্থানীয় বাসিন্দা ফারুক আহমেদ বলেন, বাপ-দাদার ৭ একর জমি ছিল। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এহন শুধু বসতভিটা আছে। তবে বান্ডাল দেওয়ার পর এ বছর আর ভাঙ্গে নাই। স্থায়ী বাঁধ না থাকায় বড়াইবাড়ির প্রায় ২০০ পরিবারের দুই হাজার মানুষ এখনো ভাঙ্গনের ঝুঁকিতে আছেন। হুমকিতে আছে স্থানীয় বাজার, মসজিদ, একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি বড়াইবাড়ি বিজিবি ক্যাম্প, ঈদ-গা মাঠ ও কবরস্থান। রৌমারী সদর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ফিরোজ আহমেদ বলেন, ভারতীয় পাহাড়ি ঢোল, পানির চাপ ঠেকাতে স্থায়ী বাঁধ দরকার।

তবে বান্ডাল নির্মাণের ফলে চলতি বছর এখানকার মানুষ নদীর আগ্রাসন থেকে রক্ষা পেয়েছেন। জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকৌশলী মো. রাকিবুল হাসান জানান, বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে খোজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পোকায় খাচ্ছে চা পাতা, কমেছে উৎপাদন

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

দেশের তৃতীয় বৃহত্তম চা অঞ্চল পঞ্চগড়ে প্রতি বছর বাড়ছে চা পাতার উৎপাদন। কিন্তু চলতি ভরা মৌসুমে ক্ষতিকর পোকা-মাকড়ের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। এতে নষ্ট হচ্ছে চা বাগান। অনেকে পাতা উত্তোলনের পরিবর্তে চা গাছের আগা কেটে দিয়েছেন। কচি পাতার ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় অনেক বাগানের উৎপাদন নেমেছে অর্ধেকে।

চাষিরা বলছেন, বাংলাদেশ চা বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী একাধিকবার কীটনাশক প্রয়োগ করেও কাঙ্ক্ষিত ফল মিলছে না। এতে বাড়ছে উৎপাদন ব্যয়। চলতি মৌসুমে কাঁচা পাতার দাম ভালো পেলেও শুধুমাত্র পোকা-মাকড়ের দাপটে লোকসানের শঙ্কায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। 'বর্ষা মৌসুমে সাধারণত চা গাছে দ্রুততম সময়ে নতুন কুঁড়ি ও পাতা গজায়, যা ৯ মাসে চা উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচিত হয়। পঞ্চগড় আঞ্চলিক চা বোর্ড বলছে, এটি মৌসুমি সমস্যা। পোকা-মাকড়ের আক্রমণে ফলনও ব্যাহত হচ্ছে। তবে এজন্য চা চাষিদের অজ্ঞতা, ভালো মানের কীটনাশক না পাওয়া এবং কীটনাশকের অপ্রয়োগকে দায়ী করছে চা বোর্ড।

চা বোর্ড সূত্র জানায়, উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের সমতলের চা এখন অন্যতম অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ৯ হাজার ৮১৯ দশমিক ৭৩ একর সমতল জমিতে চা চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রতি বছর বাড়ছে চা চাষের পরিধি। গতবছর চা উৎপাদন মৌসুমে এক হাজার ৫২৮টি নিবন্ধিতসহ মোট সাত হাজার ৩৪৮টি ছোট-বড় চা বাগানে মোট আট কোটি ৩২ লাখ ৮৮ হাজার ৪৪০ দশমিক ৮৭ কেজি কাঁচা চা পাতা উৎপাদন হয়েছে। তৈরিকৃত চা (মেড টি) উৎপাদন হয়েছে এক কোটি ৭২ লাখ ৪৭ হাজার ৯৬৬ কেজি। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ৩০টি চা কারখানা কাঁচাপাতা সংগ্রহ করে তৈরিকৃত চা উৎপাদন করছে।

পোরশায় ৩২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবার পেল কোয়ারেন্টানে মারা যাওয়া ছাগল

ইসমাইল হোসেন, পোরশা

নওগাঁর পোরশায় সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের মাঝে পুনরায় ছাগী বিতরণ করা হয়েছে। পূর্বে সরবরাহকৃত ছাগল কোয়ারেন্টাইন সময়কালে মারা যাওয়ায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৩২টি সুফলভোগী পরিবারের মাঝে এই নতুন ছাগী প্রদান করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল প্রাঙ্গণে উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের যৌথ বাস্তবায়নে এসব ছাগী তুলে দেওয়া হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাকিবুল ইসলাম সুফলভোগীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমাদের সরকার আপনাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান বাড়াতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের এই সহায়তার মূল উদ্দেশ্য আপনাদের স্বাবলম্বী করা।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আপনারা অনেকেই সরকারি সহায়তার সঠিক ব্যবহার না করে নেশাজাতীয় দ্রব্য (মদ) তৈরি ও বিক্রি করছেন। এসব ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে বেরিয়ে এসে সরকারি সহায়তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।"

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মামুনুর রশিদ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আতিকুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাদেকুল ইসলাম এবং ভেটেরিনারি সার্জন ড. আব্দুল আজিজসহ স্থানীয় কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রান্তিক নৃ-গোষ্ঠীর পরিবারগুলোর জীবিকা নির্বাহ ও স্বাবলম্বী হওয়ার প্রক্রিয়া টেকসই রাখতে এই ছাগীগুলো পুনরায় প্রদান করা হয়েছে এবং এগুলোর স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করা হবে।

৮ বছর আগে বন্ধ হওয়া ইটভাটা ফের চালুর চেষ্টা, উদ্বেগে স্থানীয়রা

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুরে পরিবেশ-প্রকৃতিকে রক্ষা করতে ৮ বছর আগে স্থানীদের চাপের মুখে পড়ে একটি ইটভাটা বন্ধ হয়। প্রায় ১৫ একর জমির সেই ইটভাটা এখন সবুজ-শ্যামলে সেজে আছে। শরতে কাশফুলে সেজে থাকে পরিত্যক্ত এ ইটভাটা এলাকা। কিন্তু আবারো সেখানে ইটভাটা স্থাপনের পাঁয়তারা করা হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে পরিবেশ ধ্বংসসহ সবুজে ঘেরা প্রকৃতি ফের হুমকিতে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি ও দুইজন জমির মালিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ৮ বছর আগে সদর উপজেলার চরশাহী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের নুরুল্লাহপুর গ্রামে প্রায় ১৫ একর জমিজুড়ে 'সোনালী' ইটভাটা ছিল। তখন এই ইটভাটার কালো ধোঁয়ায় সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি ধ্বংস হয়ে পড়ে। আশপাশের সড়ক ও কাঁচা রাস্তা ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে যায়। এতে স্থানীয়দের আন্দোলন আর সচেতন মহলের চাপের মুখে পড়ে তখন বন্ধ হয়ে যায় ওই ভাটা। ৮ বছর ইটভাটাটি বন্ধ থাকায় পুরো এলাকায় সবুজে রঙে রেঙে উঠেছে।

শরতে ফুটে উঠে কাঁশফুল। কিন্তু একইস্থানে পুনরায় নতুন করে ইটভাটা স্থাপনের পাঁয়তারা করা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানায়, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি মো. মঞ্জু ও মিল্লাত হোসেন নুরুল্লাহরপুরে ফের ইটভাটা চালুর পাঁয়াতারা করছেন। যদিও জমির মালিকরাও সেখানে ইটভাটা স্থাপনে রাজি নয়। তবে মঞ্জু ও মিল্লাত টাকার বিনিময়ে ওই জমি ইজারা নিয়ে ইটভাটা স্থাপনে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই জমির চারপাশে বসতবাড়ি রয়েছে। এর অদূরে স্কুল, মাদ্রাসা ও মসজিদও আছে। যদি ইটভাটা চালু হয় তাহলে মানুষজনও বিভিন্নভাবে বিপাকে পড়বে। চন্দ্রগঞ্জ থেকে বসুরহাট সড়কটি এখন স্বস্তিদায়ক। ইটভাটা হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাঝে বিপর্যয় নেমে আসবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনাস্থলে আবুল কালাম আজাদ নামে এক ব্যবসায়ীর এক একর ৫ শতাংশ ও সবুজ নামে এক যুবকের প্রায় এক একর ৩০ শতাংশ পৈত্রিক সম্পত্তি রয়েছে। তারা ইটভাটা স্থাপনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য (মেম্বার) কফিল উদ্দিন বলেন, নুরুল্লাহপুর আমাদের পাশের এলাকা। সেখানে থাকা সোনালী ইটভাটাটি বন্ধ রয়েছে। এখন আবার একটি পক্ষ চাচ্ছে সেখানে ভাটা স্থাপনের জন্য।

ঘোড়াঘাট পৌরসভার বাজেট ঘোষনা

আনভিল বাপ্পি, ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর)

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট পৌরসভার বাজেট ঘোষনা করা হয়েছে এ বাজেটেপৌর এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন রাস্তা ঘাট, শিক্ষা স্বাস্থ্য ও লাইটিং ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট পৌরসভার ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা করেন পৌর প্রশাসক ও সহকারি কমিশনার ভুমি আব্দুল আল মামুন কাওছার শেখ। বুধবার দুপুর ১টায় পৌরসভার সেমিনার কক্ষে তিনি এই বাজেট ঘোষণা করেন। বাজেটে আয় ধরা হয়েছে ৫৭ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। উদ্বৃত্ত (রাজস্ব) রয়েছে ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। বাজেট উপস্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ঘোড়াঘাট থানার ওসি মোঃ শহিদুল ইসলাম, পৌরসভার সহকারি প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার পারভেজ প্রমুখ, ঘোড়াঘাট থানা প্রেসক্লাবের সভাপতি আনভিল বাপ্পি, সাধারন সম্পাদক সাহ আলম,সাংগঠনিক সম্পাদক সামছুল ইসলাম সামু, সহ সাংগঠনিক সাহারুল ইসলাম,প্রমুখ । অনুষ্ঠানে পৌরসভার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গণমাধ্যম কর্মীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সরিষাবাড়ীতে মোটর-ট্রান্সফরমার চুরিরোধ ও দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন

মোস্তাক আহমেদ মানির, সারিষাবাড়ী (জামালপুর)

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে বিভিন্ন স্থানে সেচ পাম্পের মোটর, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, মিটার, ক্যাবল ও ঘরবাড়ীতে ধারাবাহিক চুরিরোধ এবং দোষী ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গতকাল বিকেলে উপজেলার ডোয়াইল ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের পাকা রাস্তার ওপর সর্বস্তরের জনগণের আয়োজনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে ডোয়াইল ইউনিয়নের গোবিন্দপুর, রামপুর ও মহিষাকান্দি গ্রামের শত শত নারী-পুরুষ অংশ নেন।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, গত কয়েক দিন ধরে ডোয়াইল ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে চুরি বেড়েছে। এরমধ্যে বিভিন্ন স্থানের শষ্যক্ষেতের মধ্যে থাকা সেচপাম্পের ঘর থেকে চুরি হচ্ছে মোটর। এছাড়াও একই ইউনিয়নের চাপারকোনা ও ঢোলভিটি কালীতলা বাজার এলাকা থেকে ১০ কেভিএ পল্লী বিদ্যুতের ২ টি ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ঘটেছে। গোবিন্দপুর গ্রামের বাবুর খামার থেকে ২৬টি মুরগি চুরি হয়, একই গ্রামের আশরাফুল আরেফিন, ফরিদ মিয়া ও মানিক মিয়ার সেচপাম্প ও বসতঘর থেকে মোটর চুরি হয়েছে। এতে আতঙ্কে কৃষক ও স্থানীয়রা। কষ্টে কেনা পাম্পের প্রধান অংশগুলো চুরি হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন কৃষকরা। এতে একদিকে যেমন বিপুল আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি আসন্ন বোরো আবাদ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এলাকায় চুরি বন্ধে নিয়মিত টহল জোরদার করার জন্য পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্থানীয়রা। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাজাহান আলী, ফরিদ মিয়া, রুহুল বাদশা, লিলি বেগম, আছিয়া বেগম প্রমুখ। এসময় বক্তারা বলেন, এলাকায় ইদানীং চুরির উপদ্রব মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেচ পাম্পের মোটর, ট্রান্সফরমার, মিটার ও বৈদ্যুতিক ক্যাবল চুরির কারণে কৃষকরা চরম বিপাকে পড়েছেন। এছাড়া ঘরবাড়িতেও চুরি সংঘটিত হচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের মনে চরম নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করেছে।

অবিলম্বে এসব চুরির সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা। দ্রুত চুরি রোধ এবং দোষীদের গ্রেপ্তার করা না হলে আরও কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও জানান তারা।

জুয়ার আসর থেকে যুবদলের নেতাসহ গ্রেফতার ৮

নীলফামারী প্রতিনিধি

নীলফামারীর ডিমলায় জুয়ার আসর থেকে যুবদলের নেতাসহ আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিমলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শওকত আলী সরকার। এর আগে বুধবার (২৯ জুলাই) দিনগত রাতে উপজেলার শালহাটি এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতার যুবদলের নেতার নাম শহিদুল ইসলাম। তিনি উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ও উপজেলার বাবুরহাট এলাকার শাহাদাত হোসেনের ছেলে। অন্যরা হলেন একই এলাকার সুরেশ সিংহ রায়ের ছেলে নির্মলেন্দ রায় (৪৬), শুজারু বর্মণের ছেলে দীনবন্ধু রায় (৫৪), বজেন্দ্র রায়ের ছেলে বিপুল রায় (৩২), সালহাটি এলাকার লুৎফর রহমানের ছেলে লাবলু ইসলাম (২৮), আকাশকুড়ি এলাকার নুরুল হকের ছেলে রফিকুর ইসলাম (৩২), দেলোয়ার হোসেনের ছেলে নুর ইসলাম (৪৫) এবং জলঢাকা উপজেলার পশ্চিম গোলমন্ডা গ্রামের তালেব মোখছেদুর রহমান (৪০)।

পুলিশ জানায়, উপজেলার শালহাটি এলাকার একটি ঘরে নিয়মিত জুয়ার আসর বসানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। এসময় যুবদল নেতাসহ আটজনকে গ্রেফতার করা হয়। সেখান থেকে জুয়া খেলার বিভিন্ন সরঞ্জামও জব্দ করেছে পুলিশ। ওসি শওকত আলী সরকার বলেন, আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পাকিস্তানের আজাদ কাশ্মিরে নির্বাচনী সহিংসতায় ৩০ জনের অধিক নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

পাকিস্তানের আজাদ কাশ্মিরের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র সৃষ্ট সহিংসতায় নিহত হয়েছেন ৩০ জনেরও বেশি মানুষ। নিহতদের মধ্যে আন্দোলনকারীদের পাশাপাশি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও আছেন। আজাদ কাশ্মিরের জেলার সংখ্যা ১০টি। এই জেলাগুলো ৩টি বিভাগে বিভক্তড় মুজাফফরাবাদ, পুঞ্চ ও মিরপুর বিভাগ। মিরপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ৩ জেলা কোটলি, মিরপুর ও ভিম্বারে গত ২৭ জুলাই সোমবার বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। আজাদ কাশ্মিরের বিধানসভায় মোট আসনসংখ্যা ৫৩টি। এসব আসনের মধ্যে ৩৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন স্থানীয়রা। বাকি ২০টি আসনের মধ্যে ১২টি ভারতের জম্মু-কাশ্মির থেকে আসা শরণার্থীদের জন্য বাকি ৮টি নারী, উলেমা, টেকনোক্র্যাটদের জন্য সংরক্ষিত। আজাদ কাশ্মিরভিত্তিক রাজনৈতিক দল জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি (জেএএকে) গত কয়েক মাস ধরে বিধানসভায় 'শরণার্থী কোটা' তুলে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনের কারণে গত জুন মাসে দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত ২৭ জুলাই আজাদ কাশ্মিরের তিন বিভাগের সব জেলায় একযোগে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সহিংসতার কারণে তিন দফায় ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফায় ভোট হয়েছে মিরপুর বিভাগে। পরে ২ এবং ১০ আগস্ট যথাক্রমে পুঞ্চ ও মুজাফরাবাদ বিভাগের ৭ জেলায় ভোট হবে। প্রত্যক্ষদর্শী এবং জম্মু-কাশ্মিরের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর বরাত দিয়ে ২৭ জুলাই ভোটগ্রহণের সময় মিরপুরের তিন জেলা কোটলি, মিরপুর এবং ভিম্বারের বহু ভোট কেন্দ্রে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জেএএকে নেতা-কর্মীদের সহিংসতা ও ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া হয়েছে। এই সহিংসতার কারণেই নিহতের সংখ্যা ৩০ জন ছাড়িয়েছে। এদিকে মে-জুন মাসে জেএএকের তীব্র আন্দোলনের সময় আজাদ কাশ্মিরের ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। সেই সঙ্গে পুরো অঞ্চলজুড়ে জারি করেছিল কঠোর নজরদারি। ২৭ জুলাই ভোটগ্রহণেরও পরও সেই অবস্থায় বজায় আছে। আজাদ কাশ্মিরের রাজধানী মুজাফফরাবাদের বাসিন্দা ফজল মাহমুদ বেইগ রয়টার্সকে নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন, "এ নির্বাচন আসলে একটি প্রতারণা।

মিসরের ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

মিসরের ভূমধ্যসাগরীয় একটি বন্দরে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। দেশটির দামিয়েত্তা বন্দরে থাকা একটি মার্কিন মালিকানাধীন ট্যাংকারে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। বুধবার (২৯ জুলাই) বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থা অ্যামব্রে জানিয়েছে, মিসরের ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর দামিয়েত্তায় একটি মার্কিন মালিকানাধীন ট্যাংকারে ড্রোন হামলা হয়েছে। বন্দরসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ইঞ্চকেপ এক পৃথক বার্তায় জানিয়েছে, দামিয়েত্তায় দুটি গ্যাসবাহী ট্যাংকারে আগুন লেগেছে।

সংশ্লিষ্ট তিনটি বাণিজ্যিক সূত্র জানিয়েছে, ড্রোনটি ভাসমান তেলবাহী ট্যাংকার 'এনার্গোস উইন্টারে' আঘাত হানে। এতে ট্যাংকারটিতে আগুন ধরে যায়। পরে আগুনটি 'গ্যাসলগ সালেম' নামের আরেকটি জাহাজে ছড়িয়ে পড়ে। দুটি পৃথক নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, ড্রোন হামলার ফলেই এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। অ্যামব্রে জানিয়েছে, বিস্ফোরণের পর কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ দায় স্বীকার করেনি।

এদিকে, মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন থাকা মার্কিন বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর একাধিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর কঠোর জবাব দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজ-কে দেওয়া এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তেহরানকে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হবে।

জর্ডানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ইরানের হামলার পর ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, আমরা তাদের ভয়াবহভাবে আঘাত করব। আমরা তাদের ওপর প্রচণ্ড হামলা চালাব। তারা এর কঠিন মূল্য দেবে। জর্ডানে ইরানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার আগেই মাঝআকাশে ভূপাতিত করা হয়েছে বলে দাবি করেছে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড।

জাপানে ভূমিকম্পে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে ২৮, তীব্র গরমে দুর্ভোগেরমধ্যে চলছে উদ্ধার অভিযান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

জাপানে শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৮ জনে দাঁড়িয়েছে। তীব্র গরমের মধ্যেই বৃহস্পতিবার ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়া জীবিতদের উদ্ধারে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন জরুরি উদ্ধারকর্মীরা। সরকার সর্বশেষ নিহতের এ সংখ্যা জানিয়েছে। একই সঙ্গে কুমামোতো কর্তৃপক্ষ জানায়, মঙ্গলবারের ভূমিকম্পের পর সন্দেহভাজন গ্যাস বিস্ফোরণে ধসে পড়া এইয়ন (অবড়হ) শপিংমলের ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও চারটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ধ্বংসস্তূপে ছড়িয়ে আছে কংক্রিট, ইস্পাত ও তারের স্তূপ।

জাপানের কিউশু দ্বীপের কুমামতো প্রিফেকচারের রাজধানী শহর কুমামোতো থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তরের এক কর্মকর্তা এএফপিকে বলেন, 'শপিংমল থেকে আমরা ১০ জনকে উদ্ধার করেছি। তাদের মধ্যে চারজনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। আরও একজনের শরীরে প্রাণের কোনো লক্ষণ নেই। বাকি পাঁচজন গুরুতর ও সামান্য আহত হয়েছেন।' মঙ্গলবার রিখটার স্কেলে ৭ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অসংখ্য বাড়িঘর ধসে পড়েছে। সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে আগুন লেগেছে। কয়েক হাজার মানুষ বিদ্যুৎ ও পানি ছাড়াই দিন কাটাচ্ছেন। সপ্তাহের শেষে তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর দেশ জাপানে উকি শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারের লবিতে কয়েক শত বয়স্ক মানুষ পাতলা মাদুর বিছিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতেই তারা সেখানে অবস্থান করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নারী বলেন, 'এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' সেখানে কেউ চেয়ার-টেবিলের মাঝখানে ঘুমাচ্ছিলেন, আবার কেউ টেলিভিশনের সামনে বসে খবর দেখছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি বাড়িতে থাকার বা গাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু গরম খুব বেশি, আর মশারও উপদ্রব রয়েছে।' ৫৩ বছর বয়সী হিরোইউকি মাতসুশিমা বলেন, 'এমন গরমে বিদ্যুৎ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকলে পরিস্থিতি খুবই কঠিন হয়ে যায়।' অল্পের জন্য রক্ষা- ভূমিকম্পের পর শপিংমলটি খালি করে ফেলা হয়েছিল। তবে প্রায় ৫০ মিনিট পর সেখানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। তখন ঠিক কতজন কর্মী ভেতরে ছিলেন, তা জানা যায়নি।

৫৬ বছর বয়সী ব্যবসায়ী ফুমিহিকো মাতসুউরা বলেন, সপ্তাহখানেক আগে তিনি ওই শপিংমলেই সর্বশেষ 'টয় স্টোরি' চলচ্চিত্রটি দেখেছিলেন। তিনি এএফপিকে বলেন, 'আমি এখানে ছিলাম। ঠিক এখানেই ছিলাম। মনে হচ্ছে অল্পের জন্য বিপদ থেকে বেঁচে গেছি।'

ফ্রান্সে দাবানল নিয়ন্ত্রণের আশা, স্পেনেও পরিস্থিতির উন্নতি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ফ্রান্সে ভয়াবহ বন দাবানল আর ছড়িয়ে পড়ছে না বলে বৃহস্পতিবার আশাবাদ প্রকাশ করেছেন দমকলকর্মীরা। একই সময়ে স্পেনের মাদ্রিদের কাছে আর কোনো স্থানে আগুন জ্বলছে না। তবে পর্তুগাল সীমান্তের কাছে নতুন করে আরেকটি দাবানল শুরু হয়েছে। এ বছর একের পর এক তাপপ্রবাহ ও ভয়াবহ খরার কবলে পড়েছে ইউরোপ। বিজ্ঞানীদের মতে, মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনই এর প্রধান কারণ।

ফ্রান্সের লেজ-ক্যাপ-ফেরেট থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, গত এক সপ্তাহে প্রতিবেশী দুই দেশে স্মরণকালের ভয়াবহতম কয়েকটি বন দাবানল দেখা দিয়েছে।

এতে বিশাল এলাকা পুড়ে গেছে। কয়েক হাজার মানুষকে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে যেতে হয়েছে। ফ্রান্সে বৃহস্পতিবার বোর্দোর কাছে সামান্য বৃষ্টি হয়েছে। এতে সমুদ্রতীরবর্তী পাইন বনের আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে কর্তৃপক্ষ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া দুই লাখ ২০ হাজার মানুষের একটি অংশকে বাড়ি ফিরতে অনুমতি দিয়েছে। লেজ-ক্যাপ-ফেরে শহরে বজ্রধ্বনি শোনা যায়। এরপর উপকূলীয় এলাকায় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে। ১৯৪৯ সালের পর ফ্রান্সের সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানলটি এ এলাকাতেই দেখা দেয়। শহরের ক্রীড়া কমপ্লেক্সে স্থাপিত নিয়ন্ত্রণকক্ষে থাকা এক দমকলকর্মী বলেন, 'বজ্রপাত হচ্ছে, এটা ভালো লক্ষণ।' আঞ্চলিক দমকল বিভাগ জানায়, তারা আশাবাদী। কারণ, এক সপ্তাহ আগে শুরু হওয়া দাবানল সপ্তাহ শেষে আর ৪২ হাজার হেক্টরের বেশি এলাকায় ছড়ায়নি। এ আয়তন যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট শহরের চেয়েও বড়। এ দাবানলে ২৪০টি বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। আঞ্চলিক দমকল প্রধান মার্ক ভারমেউলেন বলেন, আগুন আবার যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য বনভূমির ভেতরে ও প্রান্তে থাকা আগুনের অবশিষ্ট অংশে আরও কয়েক দিন পানি ছিটাতে হবে।

তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নয়টি গ্রামের বাসিন্দাদের বাড়ি ফিরতে দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে বৃহস্পতিবার বিকেলে বোর্দো থেকে দক্ষিণমুখী মহাসড়কও আবার খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। স্পেনে নতুন দাবানল এএফপির এক প্রতিবেদক জানান, সান মার্তিন দে ভালদেইগলেসিয়াস শহরের বাইরে একটি দমকল স্টেশনের চারপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা আগুনে পুড়ে গেছে। স্থানীয় এক কর্মকর্তা জানান, গত সপ্তাহ থেকে মাদ্রিদের পশ্চিমাঞ্চলের এ দাবানলে ২৭ হাজার হেক্টর এলাকা পুড়ে গেছে। ধ্বংস হয়েছে অন্তত ১০০টি বাড়ি। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ওই অঞ্চলে মাত্র ১ হাজার মানুষ নিরাপদ স্থানে ছিলেন। বুধবার কয়েক হাজার মানুষ নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেছেন। তবে বুধবার স্পেনের পশ্চিমাঞ্চলের ফেরমোসেল্লে এলাকায়, পর্তুগাল সীমান্ত থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে নতুন একটি দাবানল শুরু হয়েছে। এতে ৬০০ জনের বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জরুরি সেবা বিভাগ জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ফিফা বিশ্বকাপ চলাকালে ৯০৫ মানব পাচারকারী গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্কচ

সদ্য শেষ হওয়া ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে অভিযান চালিয়ে মোট ৯০৫ জন মানব পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ ও কাস্টমস পুলিশ যৌথবাহিনী। সেই সঙ্গে মানব পাচারের শিকার ১৮০ জনকে উদ্ধারও করা হয়েছে। উদ্ধার ১৮০ জনের মধ্যে ৩০ জনই শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক। গত কাল বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, টুর্নামেন্টের এক মাস যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে দফায় দফায় অভিযান পরিচালনা করেছে পুলিশ-কাস্টমস পুলিশ যৌথ বাহিনী। সেসব অভিযানেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে এসব পাচারকারী এবং পাচারের শিকারদের।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিশ্বকাপ ফুটবলের মতো বড় আসরকে কেন্দ্র করে যে বড় আকারে মানবপাচারের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছেড় সে সম্পর্কে আগে থেকেই গোয়েন্দা তথ্য ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তাদের কাছে। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নজরদারি এবং অনলাইন মনিটরিংয়ের পাশপাশি 'আন্ডারকভার' অভিযানও পরিচালনা করা হয়েছে। মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (মন্ত্রী) লরেন বিস বিবৃতিতে বলেছেন, "যখন মার্কিন এবং আন্তর্জাতিক দর্শনার্থীরা ফিফা বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট উপভোক করছিল, (যুক্তরাষ্ট্রের) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নারী ও পুরুষ সদস্যরা তখন দেশজুড়ে মানবপাচার বিরোধী অভিযানে ব্যস্ত ছিল।" কোন শহর থেকে কতজন মানব পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিংবা কতজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে দুটি শহরের তথ্য জানা গেছেড় মিয়ামি এবং আটলান্টা।

জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মাঝে জর্ডানের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরানের সামরিক বাহিনী। তবে ইরানের ছোড়া এসব ক্ষেপণাস্ত্র নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূপাতিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জর্ডানের সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবারের এই হামলায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলে নিশ্চিত করেছে আম্মান। পরবর্তীতে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডস কোর (আইআরজিসি) জর্ডানের আল-আজরাক বিমানঘাঁটিতে হামলার বিষয়টি স্বীকার করে বলেছে, সেখানে অবস্থানরত মার্কিন যুদ্ধবিমান লক্ষ্য করে ওই হামলা চালানো হয়েছে। জর্ডান সামরিক বাহিনীর একজন মুখপাত্র বলেছেন, "বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে ইরান থেকে জর্ডানের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ছোড়া পাঁচটি ক্ষেপণাস্ত্র আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়।

পরবর্তীতে আমাদের নির্ধারিত প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী সব ক্ষেপণাস্ত্র মাঝআকাশে ধ্বংস করা হয়েছে।" অন্যদিকে এক বিবৃতিতে ইরানের আইআরজিসি বলেছে, "যুক্তরাষ্ট্র আপনার দেশের (জর্ডান) দখলকৃত সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করে কেশম দ্বীপে দুটি সাধারণ বসতবাড়িতে বাঙ্কার-বাস্টার বোমা ফেলে বিমান হামলা চালিয়েছে। মার্কিন ওই বিমান হামলায় এক দম্পতি ও তাদের এক সন্তান নিহত এবং আরও দুই শিশু গুরুতর আহত হয়েছে।" কয়েক দিনের সাময়িক বিরতির পর বুধবার রাতে আবারও ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা শুরু হয়েছে। জর্ডানে মার্কিন বাহিনীর ওপর আগের হামলার জবাবে এবার ইরানে 'ভারী' বিমান হামলা চালানোর তথ্য নিশ্চিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন করে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতি দেওয়া হয়েছিল। পরিস্থিতি শান্ত করতে পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারীরা বৃহস্পতিবার বলেছেন, উত্তেজনা কমানোর আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

আর্জেন্টিনায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ৭ জন নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

আর্জেন্টিনার পশ্চিমাঞ্চলী প্রদেশ সান জুয়ানে একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ৭ জন নিহত হয়েছেন। বুধবার স্থানীয় সময় সকাল দিকে সান জুয়ানের ইশ্চিগুয়েলাস্তো ন্যাচারাল পার্কের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে হেলিকপ্টারটি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা এক বার্তায় সান জুয়ানের গভর্নর মার্সেলো ওররেগো বলেছেন, হেলিকপ্টারটি ছিল একটি বেল ৪১২ এয়ারক্রাফট। পার্শ্ববর্তী প্রদেশ লা রিওজায় দাবানল নেভাতে সান জুয়ানের প্রাদেশিক সরকার কয়েক জন প্রশিক্ষিত দমকল কর্মীকে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিল। তাদের প্রথম দলটি ছিল সেই হেলিকপ্টারটিতে। সান জুয়ান থেকে রওনা হওয়ার পর স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৩০ মিনিটের দিকে হেলিকপ্টারটি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেই সময়েই সেটি বিধ্বস্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই ঘটনা কভার করতে ইশ্চিগুয়েলাস্তো ন্যাচারাল পার্কে গিয়েছিলেন স্থানীয় সাংবাদিক মাউরিসিও দাভিলা। তিনি এএফপিকে বলেছেন, "হেলিকপ্টারটি টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এটা সত্যিই ভয়াবহ একটি দুর্ঘটনা। কারো বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।" কী কারণে হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হলো তা এখনও জানা যায়নি। এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সান জুয়ানের প্রাদেশিক সরকার। সান জুয়ান প্রদেশে ইতোমধ্যে তিন দিনের শোক ঘোষনা করা হয়েছে। প্রদেশের গভর্নর মার্সেলো ওররেগো এবং আর্জেন্টিনার কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী আলেজান্দ্রা মন্তেওলিভা নিহতদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শোক জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, লা রিওজা প্রদেশের আয়তন প্রায় মধ্য ইউরোপের দেশ অস্ট্রিয়ার সমান। গত ৭ দিন আগে সেখানে দাবানল শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে হাজার হাজার হেক্টর জমির গাছপালা ও ফসল দাবানলে পুড়ে গেছে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিনামূল্যে স্কুলের খাবারে ফিরছে ডিম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ডিমের পরিবর্তে নিরামিষ খাবার পরিবেশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনার পর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার বিনামূল্যে স্কুলের খাবারে আবারও ডিম অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।

শিক্ষক, পুষ্টিবিদ ও অভিভাবকদের সমালোচনার পর সরকার এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। তাদের মতে, স্কুলের খাবার থেকে ডিম বাদ দিলে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা প্রোটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস থেকে বঞ্চিত হবে। কলকাতা থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।

গত মাসে এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। মে মাসে প্রথমবারের মতো রাজ্যে ক্ষমতায় আসা ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সরকার কিছু সরকারি স্কুলের খাবার থেকে ডিম বাদ দেয়। এর পরিবর্তে একটি হিন্দু ধর্মীয় দাতব্য সংস্থার মাধ্যমে নিরামিষ খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এ সিদ্ধান্ত বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশে খাদ্য ও ধর্ম নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ককে আবারও উসকে দেয়। সমালোচকদের অভিযোগ, সরকার স্কুলশিক্ষার্থীদের নিরামিষভোজী করে তোলার চেষ্টা করছে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, আগস্ট মাস থেকে স্কুলশিক্ষার্থীদের আবারও ডিম দেওয়া হবে। নতুন ব্যবস্থায় নারীদের কল্যাণমূলক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আলাদাভাবে ডিম সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে ওই দাতব্য সংস্থা 'বিশুদ্ধ' নিরামিষ খাবার সরবরাহ অব্যাহত রাখবে।

অধিকারী সাংবাদিকদের বলেন, 'আগস্টের ১ তারিখ থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে যুক্ত করে রাজ্য সরকার এসব স্কুলে আলাদাভাবে সেদ্ধ ডিম সরবরাহ করবে।' তিনি বলেন, 'কিছু অভিভাবক সরকারের কাছে খাবারে ডিম অন্তর্ভুক্ত রাখার অনুরোধ জানান।' বিজেপি তাদের বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রায়ই নিরামিষভোজনকে উৎসাহিত করে। যদিও অধিকাংশ হিন্দুই মাংস ও মাছ খেয়ে থাকেন। হিন্দুদের কাছে ডিম আমিষ হিসেবে বিবেচিত ও ব্যাপকভাবে খাওয়া হয়।

‘রামায়ণ’ ট্রেলার ঘিরে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা

বিনোদন ডেস্ক

ভারতীয় সিনেমার বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘রামায়ণ: পার্ট ১’-এর ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। আজ (৩০ জুলাই) ভোর ৪টা ১৫ মিনিটে প্রকাশিত প্রায় ৪ মিনিট ১০ সেকেন্ডের এই ট্রেলারে প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গভাবে দেখা গেছে রণবীর কাপুরের রাম, সাই পল্লবীর সীতা, রবি দুবের লক্ষ্মণ এবং যশের রাবণ চরিত্রকে। ট্রেলারের শুরুতেই দেখা যায় রাবণের শক্তিমত্তার এক ঝলক। বিশাল এক প্রাসাদের দরজা ভেঙে নিজের ক্ষমতার জানান দেন তিনি। এরপর রাবণের উত্থান এবং অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র হিসেবে বিষ্ণুর অবতার রামের আবির্ভাব দেখানো হয়। ট্রেলারে রামের শৈশব, অসুরবধ, লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ, বনবাসে যাওয়া এবং সীতার সঙ্গে তার যাত্রার মতো রামায়ণের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। কৈকেয়ীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন লারা দত্ত এবং দশরথের ভূমিকায় রয়েছেন অরুণ গোভিল।

প্রথম টিজারের তুলনায় এবার অযোধ্যা ও লঙ্কার রাজকীয় পরিবেশ, বিশাল সেট, প্রোডাকশন ডিজাইন এবং আবেগঘন গল্প বলার দিকটিতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন নির্মাতারা। আগের ঝলকে অতিরিক্ত ভিএফএক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে যে সমালোচনা হয়েছিল, এবার তা অনেকটাই কমেছে বলে মত দর্শকের একাংশের। তবে প্রশংসার পাশাপাশি সমালোচনাও কম হয়নি। ট্রেলারে সানি দেওল অভিনীত হনুমান চরিত্রের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।

ভক্তদের ধারণা, দ্বিতীয় পর্বের জন্যই হয়তো চরিত্রটি গোপন রেখেছেন নির্মাতারা। যদিও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

এদিকে ট্রেলারের ভিএফএক্স, আবহসংগীত, বিশালাকৃতির সেট, হাতির দৃশ্য এবং রঙের ব্যবহার দর্শকের একটি বড় অংশের প্রশংসা কুড়িয়েছে। অন্যদিকে, অনেকের মতে প্রায় ৪ হাজার কোটি রুপির বাজেটের বলে প্রচারিত একটি সিনেমার ট্রেলার হিসেবে এটি প্রত্যাশার পুরোটা পূরণ করতে পারেনি। কিছু দৃশ্যে গ্রিন স্ক্রিনের ব্যবহার স্পষ্ট হওয়ায় বাস্তবতার ঘাটতি রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ।

অভিনয় নিয়েও চলছে বিস্তর আলোচনা। একাংশের দর্শকের মতে, রামের সংযত ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে সফল হয়েছেন রণবীর কাপুর। তবে অন্যদের দাবি, তার সংলাপ বলার ধরন চরিত্রটির সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই হয়নি। অন্যদিকে যশের রাবণ রূপ ট্রেলারের অন্যতম বড় আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। তার উপস্থিতি, অভিব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব দর্শকের নজর কেড়েছে। সব মিলিয়ে, ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই ‘রামায়ণ: পার্ট ১’ নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ আরও বেড়েছে। তবে সিনেমাটি মুক্তির আগে প্রশংসার পাশাপাশি সমালোচনার মুখেও পড়তে হচ্ছে নির্মাতাদের।

অনুভূতিটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় : অপু বিশ্বাস

বিনোদন ডেস্ক

ঢালিউডের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে নিজের সাবলীল অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শকের মনে রাজত্ব করছেন দীর্ঘদিন ধরে। রূপালী পর্দার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বেশ সরব এই অভিনেত্রী। মাঝে মাঝেই নতুন নতুন রূপ ও গ্ল্যামারাস লুকে ভক্তদের চমকে দেন তিনি। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একগুচ্ছ রাজকীয় ও আকর্ষণীয় ছবি শেয়ার করে ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন অপু বিশ্বাস। সোনালী রঙের মেটালিক শাড়ির সাথে ঐতিহ্যবাহী অলঙ্কারের নিখুঁত মেলবন্ধনে তোলা ছবিগুলোতে তাকে দেখা গেছে যেন কোনো রাজকুমারী রূপে। ছবিগুলোতে নিজেকে জাঁকজমকপূর্ণ লুকে উপস্থাপন করে অপু বিশ্বাস তার পেছনের কারিগরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ছবির ক্যাপশনে স্টাইলিস্টের প্রশংসা করে তিনি লেখেন, ‘আজকের এই লুকের প্রতিটি সূক্ষ্ম ছোঁয়া, প্রতিটি ডিটেইল আর প্রতিটি সৌন্দর্যের পেছনে রয়েছে আমার অসাধারণ স্টাইলিস্ট মাহফুজ কাদরীর নিবেদন, রুচি আর শিল্পীসত্তা।’

নিজের এই রূপান্তরের অনুভূতি জানাতে গিয়ে আবেগপ্লুত ঢালিউডের এই কুইন। রূপালী পর্দার গণ্ডি পেরিয়ে আয়নায় নিজেকে ভিন্নভাবে দেখে তিনি ক্যাপশনে যোগ করেন, ‘আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই নতুন করে আবিষ্কার করার অনুভূতিটা সত্যিই ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। সৌন্দর্য যখন সঠিক হাতে ধরা দেয়, তখন সেটাই হয়ে ওঠে শিল্প।’ ছবিগুলোতে অপু বিশ্বাসের পোজ, চোখের চাহনি এবং আভিজাত্যের ছোঁয়া ভক্ত-অনুরাগীদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছে। কমেন্ট বক্সে ঢালিউড তারকার রূপ ও নান্দনিক রুচির ভূয়সী প্রশংসা করছেন নেটনাগরিকরা।

মঞ্চে আবেগে ভেসে কাকে ‘আই লাভ ইউ মা’ বলে কাঁদলেন পরীমনি

বিনোদন ডেস্ক

ঢাকাই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমনি ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে ক্যারিয়ার সবকিছু নিয়ে প্রায়ই আলোচনায় থাকেন। তবে এবার কোনো নতুন সিনেমা বা ব্যক্তিগত ইস্যু নয়, বরং এক আবেগঘন মুহূর্তের জন্য আলোচনায় এলেন তিনি। গতকাল (২৯ জুলাই) রাতে রাজধানীর গুলশানে একটি ফ্যাশন শোতে অংশ নেন পরীমনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্মাতা চয়নিকা চৌধুরীও।

মঞ্চে বক্তব্য দিতে গিয়ে সবার সামনে চয়নিকা চৌধুরীকে ‘মা’ বলে সম্বোধন করেন পরীমনি। শুধু তাই নয়, তাকে নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি, ভরসা ও সম্পদ বলেও উল্লেখ করেন এই অভিনেত্রী। পরীমনি বলেন, উনি আমার কাছে শুধু মা। প্রথমত উনিই আমার মা। এরপর ধরেন আপনাদের চয়নিকা চৌধুরী। এই চয়নিকা চৌধুরী আমার জীবনের অনেক বড় সম্পদ। অনেক বড় একটা শক্তি। অনেক বড় একটা বিশ্বাস। অনেক বড় একটা ভরসার জায়গা। আমি সবার সামনে বলতে চাই ‘আই লাভ ইউ মা’। তারপর চয়নিকা চৌধুরী বলেন, ‘আমিও বলতে চাই। আমার দেখা সব চেয়ে সুন্দর একটা মেয়ে। দেখতে অনেক সুন্দর না শুধু, মনের দিক থেকেও অনেক সুন্দর। আমি পরীকে অনেক ভালোবাসি।’ পরীমনির এমন বক্তব্যে মুহূর্তেই আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। উপস্থিত অতিথিরাও করতালির মাধ্যমে তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করেন। চয়নিকা চৌধুরী ও পরীমনির সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ব্যক্তিগত নানা কঠিন সময়ে পরীমনির পাশে দাঁড়াতে দেখা গেছে এই নির্মাতাকে। বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা প্রকাশ করেছেন তারা। উল্লেখ্য, চয়নিকা চৌধুরীর পরিচালনায় ‘বিশ্বসুন্দরী’ সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন পরীমনি। সেই কাজের সূত্র ধরেই দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সময়ের সঙ্গে সেই সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে। তাই জনসমক্ষে নির্মাতাকে ‘মা’ বলে সম্বোধন করে ভালোবাসা প্রকাশ করতে একটুও দ্বিধা করেননি পরীমনি।

ভারতের নায়িকার পর যোগ দিলেন ওমর সানী, আমিন খান, রোজিনা

বিনোদন ডেস্ক

এক যৌনকর্মীর জীবনের গল্পে তৈরি হচ্ছে ‘গুলশানের চামেলি’ সিনেমা। এতে বিভিন্ন চরিত্রে থাকবেন দেশ-বিদেশের একঝাঁক তারকা। এরই মধ্যে জানা গেছে, সিনেমাটিতে অভিনয় করে ঢাকাই চলচ্চিত্রে অভিষেক হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ‘পাখি’খ্যাত অভিনেত্রী মধুমিতা সরকারের।

এবার জানা গেল, পরিচালক মোহাম্মদ ইকবালের নতুন সিনেমা ‘গুলশানের চামেলি’তে যুক্ত হয়েছেন ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় তিন তারকা ওমর সানী, আমিন খান ও রোজিনা। তাদের সঙ্গে বিশেষ চমক হিসেবে দেখা যাবে আজমেরী হক বাঁধনকেও। তারকাবহুল সিনেমাটিতে একজন আইনজীবীর চরিত্রে অভিনয় করবেন এই লাক্স তারকা। যদিও সিনেমাটিতে নিজের অভিনয়ের বিষয়টি নিয়ে এখনই মুখ খুলতে চান না বাঁধন। একই অবস্থান নির্মাতা মোহাম্মদ ইকবালেরও। তিনি জানান, আগামী ১ আগস্ট সিনেমাটির মহরত অনুষ্ঠিত হবে। সেদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনয়শিল্পীদের নাম ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা হবে। এ বিষয়ে আজমেরী হক বাঁধনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি অস্বীকার করেননি। তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে বিস্তারিত জানাতে অপারগতার কথা জানান।

রাজনীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অভিজাত সমাজের অন্ধকার বাস্তবতা নিয়ে নির্মিত হচ্ছে ‘গুলশানের চামেলি’।

এর গল্প আবর্তিত হয়েছে এক যৌনকর্মীকে ঘিরে, যিনি কোনো অপরাধ না করেও বারবার ক্ষমতাবানদের নির্মম ষড়যন্ত্র ও শোষণের শিকার হন। সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখেছেন আবদুল্লাহ জহির বাবু। নির্মাতার পরিকল্পনা, আগামী বছরের কোনো এক ঈদে ছবিটি মুক্তি দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, সর্বশেষ তানিম নূরের ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ সিনেমায় দেখা গেছে আজমেরী হক বাঁধনকে। এছাড়া তার অভিনীত ‘মাস্টার’ এবং ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’ মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারিতে নেদারল্যান্ডসের রটারডাম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের বিগ স্ক্রিন প্রতিযোগিতা বিভাগে রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত পরিচালিত ‘মাস্টার’ সেরা ছবির স্বীকৃতি অর্জন করে। অন্যদিকে, রুবাইয়াত হোসেন পরিচালিত ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’ চলতি বছরের ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে জায়গা পেয়েছে।

গ্র্যামি বয়কট করে বিশ্বজুড়ে আলোচনায় বিটিএস, কেন এই সিদ্ধান্ত

বিনোদন ডেস্ক

বিশ্বখ্যাত কে-পপ ব্যান্ড বিটিএস আসন্ন ৬৯তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডস বয়কটের ঘোষণা দিয়ে নতুন করে আলোচনায় এসেছে। ২০২৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই আসরে কোনো গান বা অ্যালবাম জমা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যান্ডটির সাত সদস্য আরএম, জিন, সুগা, জে-হোপ, জিমিন, ভি ও জংকুক। বুধবার (২৯ জুলাই) ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তারা। কেন এই সিদ্ধান্ত? সম্প্রতি গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসের আয়োজক প্রতিষ্ঠান দ্য রেকর্ডিং একাডেমি ২০২৭ সালের আসর থেকে ‘বেস্ট এশিয়ান পপ মিউজিক পারফরম্যান্স’ নামে নতুন একটি বিভাগ চালুর ঘোষণা দেয়। এই বিভাগে কে-পপ, জে-পপ, সি-পপসহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের পপ সংগীতকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। যদিও অনেকে এটিকে এশীয় শিল্পীদের জন্য ইতিবাচক উদ্যোগ হিসেবে দেখছেন,

তবে সমালোচকদের একটি অংশের মতে, এ ধরনের আলাদা বিভাগ তৈরি করে মূল প্রতিযোগিতা থেকে এশীয় শিল্পীদের কার্যত আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে। তাদের ভাষায়, এটি সমতার পরিবর্তে এক ধরনের বিভাজন তৈরি করছে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বিটিএস বিবৃতিতে বলেছে, ‘আমরা এ বছর গ্র্যামির বিবেচনার জন্য কোনো গান জমা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস, সংগীতকে অঞ্চল বা ভাষার ভিত্তিতে ভাগ করা উচিত নয়।

একটি গান তার নিজস্ব গুণেই মানুষের কাছে পৌঁছাবে এবং ভালোবাসা পাবে।’ ২০১৯ সাল থেকে বিটিএসের সাত সদস্যই রেকর্ডিং একাডেমির ভোটিং সদস্য। অতীতে একাধিকবার গ্র্যামিতে মনোনয়ন পেলেও এখনো কোনো পুরস্কার জিততে পারেনি দলটি। তবে এবার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। চলতি বছরের মার্চে প্রকাশিত বিটিএসের নতুন অ্যালবাম ‘আরিরাং’ বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং মার্কিন বিলবোর্ড চার্টের শীর্ষস্থান দখল করে। ফলে ২০২৭ সালের গ্র্যামিতে তাদের প্রথম ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলে মনে করেছিলেন সংগীতবিশেষজ্ঞরা। সেই সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গ্র্যামির নতুন নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পুরস্কারের দৌড় থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিটিএস। তাদের এই পদক্ষেপ ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক সংগীত অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা তৈরি করেছে।

সহকারী পরিচালকের ‘অদ্ভুত’ আচরণ, ভয়াল স্মৃতি কাজলের

বিনোদন ডেস্ক

রুপালি পর্দার তারকাদের ঘিরে ভক্তদের উন্মাদনার কোনো শেষ নেই। তবে ভালোবাসার এই প্রকাশ মাঝে মাঝেই পার করে ফেলে শালীনতার গণ্ডি, রূপ নেয় আতঙ্কে। ভারতের দক্ষিণী ও বলিউড কাঁপানো জনপ্রিয় অভিনেত্রী কাজল আগারওয়ালও মুখোমুখি হয়েছিলেন ঠিক এমনই এক ভয়াবহ পরিস্থিতির। বহু বছর আগের এক শুটিং সেটে নিজেরই এক সহকারী পরিচালকের কাণ্ডে রীতিমতো আতঙ্কে হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছিল এই লাস্যময়ী তারকার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথাই প্রকাশ্যে এনেছেন তিনি।

ঘটনাটি বেশ কয়েক বছর আগের। একটি সিনেমার টানা শুটিং শেষে ক্লান্ত কাজল নিজের ভ্যানিটি ভ্যানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হঠাৎ কোনো আগাম অনুমতি ছাড়াই সেখানে প্রবেশ করেন ওই সিনেমারই এক সহকারী পরিচালক। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কোনো কথা না বলে নিজের শার্ট খুলে ফেলেন ওই ব্যক্তি। বুক চিতিয়ে কাজলকে দেখান একটি ট্যাটু; যেখানে বড় করে খোদাই করা ছিল অভিনেত্রীরই নাম। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ও আকস্মিক ঘটনায় রীতিমতো ঘাবড়ে যান অভিনেত্রী। ব্যক্তিগত পরিসরে এমন আগ্রাসনে তিনি এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যে, সেই মুহূর্তের কথা স্মরণ করে কাজল বলেন, ‘ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপছিল।’ তবে ভয় পেলেও সাহসিকতার সঙ্গেই পরিস্থিতি সামাল দেন তিনি। কাজল মনে করেন, একজন শিল্পী হিসেবে কেউ তার নামে ট্যাটু করতেই পারে, এটি ভিন্ন বিষয়। কিন্তু অনুমতি ছাড়া একজন নারীর ব্যক্তিগত পরিসরে প্রবেশ করে এমন আচরণ কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো নয়। খ্যাতির বিড়ম্বনা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এই অভিনেত্রী জানান, ভক্তদের নিখাদ ভালোবাসা যেকোনো শিল্পীর জন্যই অত্যন্ত মূল্যবান এক প্রাপ্তি। কিন্তু এই ভালোবাসা প্রকাশেরও একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকা উচিত।

বিলাসবহুল ফ্ল্যাট বিক্রি করলেন সালমান খান

বিনোদন ডেস্ক

বলিউড সুপারস্টার সালমান খান আবারও নিজের একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট বিক্রি করেছেন। মুম্বাইয়ের অভিজাত এলাকা বান্দ্রায় অবস্থিত ফ্ল্যাটটি বিক্রি করে মোটা অংকের লাভও করেছেন এই তারকা।

ভারতীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ৭৫৮ বর্গফুটের ফ্ল্যাটটি ৩ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে বিক্রি করেছেন সালমান। ২০১৫ সালে ২ কোটি ৮৮ লাখ রুপিতে কেনা এই সম্পত্তি প্রায় ১১ বছর পর বিক্রি করে তার লাভ হয়েছে প্রায় ৬২ লাখ রুপি। গত ৯ জুলাই বিক্রির নিবন্ধন সম্পন্ন হয়। ফ্ল্যাটটির সঙ্গে দুটি গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধাও রয়েছে। জানা গেছে, সম্পত্তিটি কিনতে ক্রেতা প্রায় ২১ লাখ রুপি স্ট্যাম্প ডিউটি এবং ৩০ হাজার রুপি নিবন্ধন ফি পরিশোধ করেছেন। এটি গত দুই বছরে সালমান খানের বিক্রি করা দ্বিতীয় ফ্ল্যাট। এর আগে ২০২৫ সালের জুলাইয়ে একই আবাসনের আরও একটি ফ্ল্যাট ৫ কোটি ৩৫ লাখ রুপিতে বিক্রি করেছিলেন তিনি। প্রায় ১ হাজার ৩১৮ বর্গফুট আয়তনের সেই ফ্ল্যাটটি সম্প্রতি বিক্রি হওয়া ফ্ল্যাটটির তুলনায় অনেক বড় ছিল।

দীর্ঘদিন ধরেই বান্দ্রার ব্যান্ডস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে পরিবারের সঙ্গে বসবাস করছেন সালমান খান। সমুদ্রঘেঁষা এই এলাকায় বলিউডের অনেক তারকার বাসভবন রয়েছে। প্রতিদিনই প্রিয় তারকার এক ঝলক দেখতে সেখানে ভিড় করেন অসংখ্য ভক্ত।

অন্যদিকে সম্পত্তি বিক্রির পাশাপাশি রিয়েল এস্টেট খাতেও বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে খান পরিবার। চলতি বছরের জুনে বান্দ্রার চিম্বাই এলাকায় একটি আবাসিক টাওয়ার নির্মাণের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে মহারাষ্ট্র কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের খুব কাছেই নির্মিত হবে। গত কয়েক বছরে আবাসিক ও বাণিজ্যিক-উভয় ধরনের সম্পত্তিতেই বিনিয়োগ করেছেন সালমান খান। প্রসঙ্গত, অভিনয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক বিষয়েও সম্প্রতি আলোচনায় রয়েছেন সালমান খান। যন্তর-মন্তরের আন্দোলন নিয়ে তার মন্তব্য যেমন ভক্তদের প্রশংসা কুড়িয়েছে, তেমনি বন্যাকবলিত আসামের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েও প্রশংসিত হয়েছেন এই বলিউড তারকা।

বিতর্কিত মন্তব্যে বিক্ষোভের মুখে কঙ্গনা

বিনোদন ডেস্ক

বলিউড অভিনেত্রী ও বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউতের সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। যন্তর-মন্তরের আন্দোলন এবং আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারীদের নিয়ে তার বক্তব্যের প্রতিবাদে উত্তরপ্রদেশে বিক্ষোভ করেছেন কংগ্রেসের নারী নেত্রী ও কর্মীরা। একই সঙ্গে কঙ্গনার প্রকাশ্য ক্ষমাও দাবি করেছেন তারা।

বৃহস্পতিবার ভারতের লখনউয়ের মল অ্যাভিনিউ মোড়ে উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মহিলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় কঙ্গনা রানাউতের কুশপুতুলে আগুন দেন বিক্ষোভকারীরা। তাদের অভিযোগ, কঙ্গনার মন্তব্য আন্দোলনকারী নারীদের পাশাপাশি দেশের সব নারীর সম্মানকে আঘাত করেছে।

বিক্ষোভের একটি ভিডিও এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, কুশপুতুলে আগুন দেওয়ার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ। পরে অর্ধেক পুড়ে যাওয়া কুশপুতুল সরিয়ে নেওয়ার সময় এক পুলিশ কর্মকর্তার পিছু নেন এক নারী বিক্ষোভকারী। ঘটনাটি নিয়েও নেটদুনিয়ায় চলছে আলোচনা। প্রতিবাদকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের অধিকার আদায়ে আন্দোলন করে আসা নারীদের সম্পর্কে কঙ্গনার মন্তব্য অত্যন্ত অসম্মানজনক। তারা বলেন, আন্দোলনকারী নারীদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিক্ষোভ সমাবেশে কংগ্রেসের নারী নেত্রীরা আরও অভিযোগ করেন, নারী সংরক্ষণ ও নারীর ক্ষমতায়নের কথা বললেও বাস্তবে নারীদের সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে বিজেপির ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। কঙ্গনার মন্তব্যের পরও দলটির শীর্ষ নেতৃত্বের নীরবতা হতাশাজনক বলেও মন্তব্য করেন তারা। বিক্ষোভকারীরা জানান, কঙ্গনা রানাউত ভারতের নারীদের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। এ কর্মসূচিতে উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একাধিক নারী পদাধিকারী ও শতাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন।

মোশাররফ-চঞ্চল-আ খ ম হাসানকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেন শামীম জামান

বিনোদন ডেস্ক

বাংলাদেশের অভিনয়াঙ্গনে বন্ধুত্বের গল্প বলতে গেলে যে কয়েকটি নাম বারবার সামনে আসে তাদের মধ্যে অন্যতম মোশাররফ করিম, আ খ ম হাসান ও শামীম জামান। তিনজনের পথচলার শুরুটা প্রায় একই সময়ে। মঞ্চনাটকের দিনগুলোতে একসঙ্গে অভিনয়, আড্ডা আর স্বপ্ন দেখার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে তাদের বন্ধুত্ব। সময়ের সঙ্গে চারজনই নিজ নিজ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাদের আরও এক বন্ধু চঞ্চল চৌধুরী। জনপ্রিয়তার পাল্লা কারও বেশি, কারও কম হলেও বন্ধুত্বে কখনোই তার ছাপ পড়েনি। একাধিক জনপ্রিয় নাটকে একসঙ্গে কাজ করেছেন তারা। অভিনয়ের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরেই নাটক নির্মাণ করছেন শামীম জামান। তার পরিচালিত অসংখ্য নাটকে দেখা গেছে মোশাররফ করিম ও আ খ ম হাসানকে। তবে চঞ্চল চৌধুরীকে নিয়ে নাটক পরিচালনা করার সুযোগ হয়নি তার। সেই স্বপ্ন এখনও বেঁচে আছে শামীম জামানের। আর সেটা তিনি পূরণ করতে চান সিনেমা দিয়ে। সম্প্রতি গাজীপুরের পুবাইলে তার পরিচালিত পারিবারিক ধারাবাহিক ‘এক পাতিলের সংসার’-এর শুটিং চলাকালে জাগো নিউজের সঙ্গে আলাপচারিতায় নিজের দীর্ঘদিনের সেই স্বপ্নের কথা জানান তিনি।

কথা প্রসঙ্গে জানালেন তিনি সিনেমা নির্মাণের কথা ভাবছেন। জানতে চাওয়া হয়, কেমন ধরনের সিনেমা নির্মাণ করতে চান তিনি? হেসে শামীম জামান বলেন, ‘আমি একটা ছবি বানাইতে চাই। দুই রকম চিন্তা ছিলো। একবার ভাবলাম কমেডি ছবি বানাব। পরে মনে হলো, না, অন্য ধরনের একটা ছবি বানাই। সেই গল্পও রেডি করেছিলাম। প্রডিউসারও ঠিক ছিল, সবকিছু প্রায় চূড়ান্ত। কিন্তু কোনো কারণে আর হয়ে ওঠেনি।’

তবে গল্পের ধরন যাই হোক, একটি বিষয়ে তিনি একেবারেই নিশ্চিত সেই সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে তিনি দেখতে চান দীর্ঘদিনের বন্ধু মোশাররফ করিমকে। ‘আমি আসলে মোশাররফকে নিয়ে ছবি বানাব। আর আমাদের যারা আছে, লাভলু ভাই আছে, হাসান আছে, চঞ্চলও যদি থাকে, তাহলে সবাইকে নিয়েই ছবিটা বানাতে চাই’, বলেন তিনি। তাহলে কি পুরোনো সেই বন্ধুত্বের দলটিকেই আবার একসঙ্গে বড় পর্দায় দেখা যাবে? জবাবে শামীম জামান বলেন, ‘চেষ্টা করব। কিন্তু এখন তো সবাই খুব ব্যস্ত। সবাই নিজ নিজ জায়গায় অনেক বড় হয়েছে। এতজন শিল্পীকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করতে গেলে বাজেটও বড় একটা বিষয়। সেই বাজেট যদি পাওয়া যায়, তাহলে চারজনকে নিয়েই সিনেমা বানানোর ইচ্ছা আছে। আমার কাছে সেই রকম গল্পও প্রস্তুত আছে।’

এদিকে গত ১২ জুলাই থেকে মাছরাঙা টেলিভিশনে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘এক পাতিলের সংসার’। আহমেদ শাহাবুদ্দীনের রচনায় এটি পরিচালনা করেছেন শামীম জামান। অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জুঁই, আখম হাসান, ফারজানা মিহি, শামীম জামান, জয় রাজ, রেজমিন সেতু, আহসানুল হক মিনু, শফিক খান দিলু, শেলী আহসান, সালাউদ্দিন লাভলু, সাদ্দাম মালসহ আরও অনেকে।

টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে ২৩০ ধাপ এগিয়েছেন ১৫ বছরের সূর্যবংশী

খেলাধুলা ডেস্ক

আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শুরুতেই ব্যাট হাতে দারুণ পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন বৈভব সূর্যবংশী। আইসিসির সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি ব্যাটার র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৩০ ধাপ এগিয়ে ৪৮ নম্বরে উঠে এসেছেন ভারতের ১৫ বছর বয়সী এই ওপেনার।

ইংল্যান্ড সফরে আন্তর্জাতিক অভিষেকের পর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজে নজর কাড়েন সূর্যবংশী। প্রথম ম্যাচে ১৫ বছর ১১৮ দিন বয়সে টি-টোয়েন্টিতে সর্বকনিষ্ঠ ফিফটির রেকর্ড গড়েন তিনি। দ্বিতীয় ম্যাচে করেন ২০ রান, আর শেষ ম্যাচে খেলেন ৮১ রানের ইনিংস। তিন ম্যাচে ১৫১ রান করে সিরিজসেরার পুরস্কারও জেতেন তিনি। অন্যদিকে জিম্বাবুয়ে সিরিজে ব্যর্থ ভারতের আভিষেক শর্মা তিন ম্যাচে মাত্র ১১ রান করে এক ধাপ নেমে গেছেন তিন নম্বরে। পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহান উঠে এসেছেন দুইয়ে। শীর্ষে আগের মতোই আছেন ইশান কিষান।

টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের তালিকায় বাংলাদেশের সেরা তানজিদ হাসান, তিনি আছেন ২০ নম্বরে। এক ধাপ পিছিয়ে ২৮ নম্বরে আছেন সাইফ হাসান এবং এক ধাপ এগিয়ে ৩২ নম্বরে তাওহিদ হৃদয়। টি-টোয়েন্টি বোলিং র‍্যাঙ্কিংয়ের বাংলাদেশের মধ্যে সেরা অবস্থানে নাসুম আহমেদ, এক ধাপ এগিয়ে তিনি এখন ১২ নম্বরে। অলরাউন্ডারদের তালিকার শীর্ষে আছেন জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা। ওয়ানডে অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষে আছেন আফগানিস্তানের আজমাতউল্লাহ ওমারজাই। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মেহেদি হাসান মিরাজ।

জরুরি বৈঠকে উয়েফা, আসছে ৫৫ দেশের বিশ্বকাপ বয়কটের সিদ্ধান্ত

খেলাধুলা ডেস্ক

বিশ্বকাপের স্বত্ব বা মালিকানার একাংশ বেসরকারি খাতে বিক্রির বিতর্কিত উদ্যোগ নিয়েছে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফিফা। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে ইউরোপীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় বৃহস্পতিবার বিকেলে সদস্য ৫৫টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক জরুরি বৈঠকে বসতে যাচ্ছে উয়েফা।

চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এই বিতর্কিত পরিকল্পনার কথা নিশ্চিত করার পরপরই ফুটবল বিশ্বে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। উয়েফা ফিফার এই পদক্ষেপকে 'সীমা লঙ্ঘন' বলে অভিহিত করেছে। জরুরি এই বৈঠকে ফিফার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় দেশগুলোর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা নির্ধারণ করা হবে। আলোচনায় থাকা কঠোর পদক্ষেপগুলোর একটি হলো ফিফাকে বয়কট করা। এটি বাস্তবায়িত হলে ইউরোপের কোনো দেশই হয়তো পরবর্তী পুরুষ বিশ্বকাপে অংশ নেবে না।

বিবিসি স্পোর্টসের তথ্যমতে, উয়েফাভুক্ত দেশগুলো ভালোভাবে জানে যে বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ালে অর্থনৈতিকভাবে ফিফা চরম ক্ষতির মুখে পড়বে। জরুরি বৈঠকের আগে এক বিবৃতিতে উয়েফা জানিয়েছে, 'আজ আমরা ফিফার সেই নির্দিষ্ট সময়সীমা (ডেডলাইন) সম্পর্কে জেনেছি, যেখানে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে হয় তাদের প্রস্তাব সমর্থন করতে বলা হয়েছে, নয়তো এককালীন বড় অঙ্কের অর্থ পাওয়ার সুযোগ হারানোর হুমকি দেওয়া হয়েছে।' ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি আরও যোগ করে, 'ফিফার এই কৌশলই তাদের মূল উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়। তবে ফুটবলের নানা অংশীদারদের সাথে কথা বলে উয়েফা বুঝতে পেরেছে যে, ফিফার এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে শক্তিশালী এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ গড়ে উঠছে।

ফিফা আমাদের খেলাকে ব্যবহার করে নিজেদের এবং বন্ধুদের পকেট ভরাতে পারে না। খেলাটির সঠিক বিকাশ আমরা করতে পারি। এখন সময় এসেছে অ্যাসোসিয়েশন, ক্লাব, লিগ, খেলোয়াড় এবং ভক্তদের অগ্রাধিকার দেওয়ার।' ফিফা কেবল বিশ্বকাপে বেসরকারি বিনিয়োগ আনার পরিকল্পনাই করেনি, বরং তাদের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে উঠে এসেছে 'ঘুষ দেওয়ার' মতো গুরুতর অভিযোগ। ফুটবল ফেডারেশনগুলোকে পাঠানো এক চিঠিতে ফিফা জানিয়েছিল, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বরের নির্দিষ্ট সময়সীমার আগে যারা চুক্তি স্বাক্ষর করবে, তারা পরবর্তীতে চুক্তি করা দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি অর্থ পাবে। এছাড়া এই বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচয় নিয়েও বড় ধরণের বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিনিয়োগটির নেতৃত্বে রয়েছে 'থ্রাইভ ইটারনাল' নামের একটি ফান্ড, যার মালিক জোশুয়া কুশনার। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কন্যা ইভানকা ট্রাম্পের দেবর।

গত গ্রীষ্মের বিশ্বকাপ চলাকালীন ট্রাম্পের সাথে ইনফান্তিনোর সখ্য নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল, যেখানে খেলোয়াড় ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ড সংক্রান্ত বিতর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপের অভিযোগও উঠেছিল। বিশ্বকাপ বয়কটের যেকোনো সিদ্ধান্ত মূলত ইউরোপের বড় ফুটবল শক্তিগুলোর ওপর নির্ভর করছে, যেখানে ইংল্যান্ড এবং ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করবে। পরিস্থিতি নিয়ে ইংল্যান্ডের এফএ (ঋঅ) এক বিবৃতিতে স্পষ্ট জানিয়েছে: 'এই প্রস্তাব সম্পর্কে আমরা একেবারেই অবগত ছিলাম না। মূল প্রস্তাবটি আসলে কী এবং এর সাথে কী কী শর্ত যুক্ত রয়েছে, সে সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো বিস্তারিত তথ্য নেই। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা প্রক্রিয়ার অভাব ও পরিচালনা পদ্ধতির দুর্বলতা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ফিফার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ এবং স্বচ্ছ তথ্য প্রকাশ পেলে আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে তুলে ধরব এবং পরবর্তী মন্তব্য করব।'

বিশ্বকাপে জায়গা না পাওয়া ইতালিকে শিরোপা জেতানোর প্রতিশ্রুতি মানচিনির

খেলাধুলা ডেস্ক

প্রথম দফায় যখন ইতালির দায়িত্ব নেন তখনও বাজে সময়ের মধ্যে ছিল ইতালি। পথহারা দলটির দায়িত্ব নিয়ে দ্রুতই ঘুরে দাঁড়ানোর পথ দেখিয়েছিলেন রবের্তো মানচিনি। তার হাত ধরেই ইতালি জিতেছিল ইউরো ২০২০, গড়েছিল টানা ৩৭ ম্যাচ অপরাজিত থাকার বিশ্বরেকর্ড, যা পরে ভেঙেছে স্পেন। এবার মানচিনির সামনে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ। টানা তিনটি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের আবারও বিশ্বমঞ্চে ফেরানোর দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। চার বছরের চুক্তিতে ইতালির কোচ হিসেবে ফিরে প্রথম সংবাদ সম্মেলনেই বড় স্বপ্নের কথা শুনিয়েছেন অভিজ্ঞ এই কোচ। তিনি বলেন, 'আমরা চার বছরের চুক্তি সই করেছি। আমি আশা করি, দলকে গুরুত্বপূর্ণ একটি ট্রফি জেতাতে পারব, এমনকি দুটি ট্রফিও সম্ভব। এরপরও যেন আমরা সাফল্যের ধারায় এগিয়ে যেতে পারি।' ২০১৮ বিশ্বকাপে জায়গা না পাওয়ার পর ইতালির দায়িত্ব নিয়েছিলেন মানচিনি। তবে ২০২৩ সালে হঠাৎ করেই সেই দায়িত্ব ছেড়ে সৌদি আরবের কোচ হন তিনি। তাই দ্বিতীয় মেয়াদে সমর্থকদের আস্থা ফিরিয়ে আনাও যে তার অন্যতম লক্ষ্য, সেটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনে ব্যাটারদের চ্যালেঞ্জ দেখছেন শান্ত

খেলাধুলা ডেস্ক

টেস্ট সিরিজ খেলতে চলতি মাসেই অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আসন্ন এই সিরিজ খেলতে আগামীকাল দেশ ছাড়বে স্কোয়াডের একাংশ। তার আগে আজ বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মলনে এই সিরিজ নিয়ে কথা বলেছেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে চোট বেশ ভোগাচ্ছে বাংলাদেশকে। এ প্রসঙ্গে শান্ত বলেন, 'চোটের বিষয়টা কারোরই নিয়ন্ত্রণে নেই। যেকোনো সময় যে কারও চোট হতে পারে। যে দলটা আমাদের অস্ট্রেলিয়াতে যাচ্ছে এই দলের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস আছে যে এই দলটা নিয়ে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারব।' 'কোন প্লেয়ার থাকলে ভালো হত, কোন প্লেয়ার থাকলে বেটার হত এগুলো বলা আমার মনে হয় না যৌক্তিক হবে। আমার মনে হয়, কত ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি দল নিয়ে, কতটা বিশ্বাস রাখতে পারি এটা বেশি জরুরি।'-যোগ করেন তিনি। চোটের সমস্যা সবচেয়ে বেশি পেস বিভাগে। এ প্রসঙ্গে শান্ত বলেন, 'হাসান, মুশফিকদের নিয়ে গড়া পেস আক্রমণের থেকে অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনে প্রত্যাশা থাকবে যে তারা ২০ উইকেট এনে দেবে। সাথে দুইজন অভিজ্ঞ স্পিনারও আছে। তারাও সাহায্য করবে পেসারদের। স্কোয়াডে যে পেসাররা আছে সবাই সামর্থ্যবান।

তারা যদি তাদের সেরা বোলিংটা সেদিন করতে পারে অবশ্যই ২০ উইকেট নেওয়া সম্ভব।' টেস্ট ক্রিকেটে আগ্রাসী খেলা নিয়ে টাইগার অধিনায়ক বলেন, 'আমরা গত কয়েক বছরে টেস্ট যেভাবে খেলছি চেষ্টা করব সেভাবেই খেলার। ভিন্ন কন্ডিশন, যত দ্রুত মানিয়ে নিতে পারি। এই টেস্ট দল ভালো জায়গায় আছে। এখান থেকে যেন আমরা নিচের দিকে না যাই। এর চেয়ে কত ভালো দিকে যেতে পারি এটাই মূল লক্ষ্য থাকবে।' অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশন নিয়ে শান্ত বললেন, 'কন্ডিশন আসলে এত দূর থেকে আইডিয়া করা কঠিন। শেষ কবে গিয়েছি আমার মনে নেই, ২৩ বছর আগে। কন্ডিশন সেখানে যাওয়ার পরেই মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব।

বার্সার জন্য ১০০ মিলিয়নের প্রস্তাবও ফিরিয়ে দেন লেভানডফস্কি

খেলাধুলা ডেস্ক

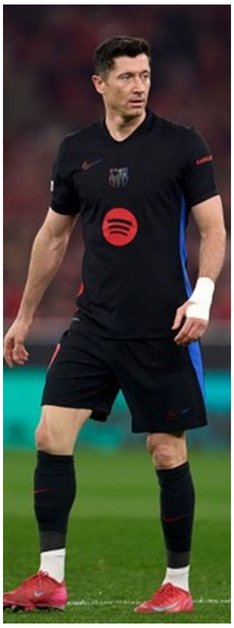

ফুটবল ক্যারিয়ারে অর্থের চেয়ে পছন্দের ক্লাবকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন রবার্ট লেভানডফস্কিড়এমনই এক অজানা গল্প সামনে এনেছেন তার দীর্ঘদিনের এজেন্ট পিনি জহাভি। তার দাবি, বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া ফুটবলার হওয়ার সুযোগ পেয়েও তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পোলিশ স্ট্রাইকার। পোলিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্টসেফ্রাক্টিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জহাভি জানান, লেভানডফস্কির সামনে দুই বছরের জন্য মৌসুমপ্রতি ১০০ মিলিয়ন ইউরোর একটি প্রস্তাব ছিল, 'রবার্টের টেবিলে মৌসুমপ্রতি ১০০ মিলিয়ন ইউরো মূল্যের দুই বছরের একটি চুক্তির প্রস্তাব ছিল।'

কেন সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন লেভানডফস্কি? এমন প্রশ্নে জহাভির জবাব, 'কারণ তিনি বার্সেলোনার হয়ে খেলতে চেয়েছিলেন।' তবে বার্সেলোনা ছাড়ার পরিস্থিতি তৈরি হলে মধ্যপ্রাচ্যই ছিল লেভানডফস্কির প্রথম পছন্দ। এর পেছনে অর্থের পাশাপাশি ভৌগোলিক সুবিধাও বড় কারণ ছিল বলে জানিয়েছেন জহাভি, 'রবার্ট সৌদি আরবে খেলতে চেয়েছিলেন। মূলত সেখানে বসবাসের সুবিধার কারণে। রিয়াদ ও ওয়ারশর সময়ের পার্থক্য খুব কম, যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় পোল্যান্ড থেকেও অনেক কাছাকাছি। তাছাড়া আমরা জানতাম, সেখানে আমাদের জন্য বিপুল অর্থ অপেক্ষা করছিল।' তবে শেষ পর্যন্ত সেই সম্ভাবনা আর বাস্তবায়িত হয়নি। জহাভির ভাষায়, সৌদি আরবের নীতিগত পরিবর্তন ও যুদ্ধ পরিস্থিতি মিলিয়ে আগের মতো বাজার ছিল না, 'আমি রবার্টকে স্পষ্ট বলেছিলাম, আমাকে তোমার সঙ্গে সৎ হতে হবে। আমি সেখানকার সবাইকে চিনি, বাজার সম্পর্কে জানি। পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠেছে।'

জহাভির দাবি, বার্সেলোনা ছাড়ার সিদ্ধান্তের পেছনে মূল কারণ ছিল নিয়মিত একাদশে জায়গা নিয়ে অনিশ্চয়তা। ক্লাব সভাপতি জোয়ান লাপোর্তা তাকে রাখতে চাইলেও, কোচ হান্সি ফ্লিক ও ক্রীড়া পরিচালক ডেকো শুরুর একাদশে নিয়মিত খেলার নিশ্চয়তা দিতে পারেননি। জহাভি বলেন, 'লাপোর্তা চেয়েছিলেন রবার্ট থেকে যাক। কিন্তু তিনি কোচদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন না। ডেকো ও হান্সি ফ্লিকই স্কোয়াড ঠিক করেন। তারা রবার্টকে নিয়মিত একাদশে রাখার নিশ্চয়তা দিতে পারেননি। আর সেটাই তার কাছে অর্থের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

ব্রাজিলিয়ান লিগে যে শাস্তির নিয়ম বদলে দিতে পারে পুরো ফুটবল বিশ্বকে

খেলাধুলা ডেস্ক

ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার ভিক্টর গ্যাব্রিয়েলকে দেওয়া এক ব্যতিক্রমী শাস্তি এবার আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। স্পেনের জনপ্রিয় ক্রীড়া দৈনিক মার্কা এই রায়কে এমন এক সিদ্ধান্ত হিসেবে বর্ণনা করেছে, যা 'ফুটবল বদলে দিতে পারে।' কারণ, গ্যাব্রিয়েলকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ম্যাচ নয়, বরং প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় গ্যাব্রিয়েল পেক পুরোপুরি সুস্থ হয়ে অনুশীলনে ফিরতে না পারা পর্যন্ত মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

ঘটনাটি ঘটে ব্রাজিলিয়ান লিগের ১৯তম রাউন্ডে, যেখানে ক্রুজেইরো ২-১ গোলে ইন্টারন্যাসিওনালকে হারায়। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের ১৩তম মিনিটে বলের দখল নিয়ে লড়াইয়ের সময় ভিক্টর গ্যাব্রিয়েল অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করে ট্যাকল করেন। রেফারি সরাসরি লাল কার্ড দেখান তাকে। প্রথমে মনে হয়েছিল, ক্রুজেইরোর ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল পেকের পায়ে কেবল কেটে গেছে। তবে পরে পরীক্ষায় তার বাঁ পায়ের টিবিয়া (শিনবোন) ভেঙে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাকে প্রায় তিন থেকে চার মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

ঘটনার পর ব্রাজিলের সুপিরিয়র কোর্ট অব স্পোর্টস জাস্টিস (এসজেটিডি)-এর ষষ্ঠ শৃঙ্খলা কমিটি মামলাটি পর্যালোচনা করে। তাদের মতে, সহিংস ট্যাকলের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ১ থেকে ৬ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা এত গুরুতর চোটের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। ফলে তারা এক ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নেয়। রায় অনুযায়ী, ভিক্টর গ্যাব্রিয়েল ততদিন কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলতে পারবেন না, যতদিন না গ্যাব্রিয়েল পেক চিকিৎসকদের ছাড়পত্র নিয়ে ক্রুজেইরোর মূল দলের সঙ্গে স্বাভাবিক অনুশীলনে ফিরছেন। তবে এই নিষেধাজ্ঞার সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১৮০ দিন। অর্থাৎ, ক্রুজেইরোর মেডিকেল বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে পেকের অনুশীলনে ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করার পরই কেবল ভিক্টর গ্যাব্রিয়েল আবার মাঠে নামার অনুমতি পাবেন।

এই রায় শুধু খেলোয়াড়ের জন্য নয়, ইন্টারন্যাসিওনালের জন্যও বড় সমস্যা তৈরি করেছে। ভিক্টর গ্যাব্রিয়েল ছিলেন দলের নিয়মিত একাদশের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। অথচ দলটি বর্তমানে ব্রাজিলিয়ান লিগে ১৬তম স্থানে রয়েছে এবং টানা চার ম্যাচ হেরে অবনমনের শঙ্কায় পড়েছে। ডিফেন্ডারের ফেরার নির্দিষ্ট সময় জানা না থাকায় মৌসুমের বাকি সময় রক্ষণভাগে নতুন সমাধান খুঁজতে হবে ইন্টারন্যাসিওনালকে।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব এলএ গ্যালাক্সি ছেড়ে জুলাইয়ের শুরুতে ক্রুজেইরোতে যোগ দেওয়া গ্যাব্রিয়েল পেক এই ম্যাচেই প্রথমবারের মতো শুরুর একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই ম্যাচেই ভয়াবহ চোটে পড়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে যান তিনি। আর সেই ঘটনাই এনে দিয়েছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে এক নজিরবিহীন শাস্তির উদাহরণ, যা এখন বিশ্ব ফুটবলেও ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

আইপিএলের মূল্য ছাড়াল রেকর্ড ২০ বিলিয়ন ডলার, সবচেয়ে দামি দল কারা?

খেলাধুলা ডেস্ক

মালিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত বড় দুটি চুক্তির প্রভাবে ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) আনুমানিক বাজারমূল্য বেড়ে ২০.৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। বিনিয়োগ ব্যাংক হুলিহান লোকি'র প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত এক বছরে আইপিএলের মূল্য ১০.৩ শতাংশ বেড়েছে, যা বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান ক্রীড়া ব্র্যান্ড হিসেবে এর অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, 'প্রতি ম্যাচের ভিত্তিতে আয়ের দিক থেকে বিশ্বে কেবল ন্যাশনাল ফুটবল লিগ (এনএফএল) আইপিএলের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।' টানা দুই মৌসুমের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলির দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) ৩১২ মিলিয়ন ডলারের ব্র্যান্ড মূল্য নিয়ে লিগের সবচেয়ে মূল্যবান ফ্র্যাঞ্চাইজির মর্যাদা ধরে রেখেছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ব্ল্যাকস্টোনসহ একটি বিনিয়োগকারী জোট প্রায় ১.৮ বিলিয়ন ডলারে আরসিবি অধিগ্রহণ করেছে। এটি আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ফ্র্যাঞ্চাইজি বিক্রির চুক্তি।

অন্যদিকে রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানাও পরিবর্তন হয়েছে ১.৬৫ বিলিয়ন ডলারের এক চুক্তিতে। এতে ভারতের ইস্পাতশিল্পের শীর্ষ উদ্যোক্তা লক্ষ্মী এন. মিত্তাল ও তার পরিবার ভ্যাকসিন শিল্পের ধনকুবের আদার পুনাওয়ালার সঙ্গে যৌথভাবে ক্লাবটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। হুলিহান লোকির কর্মকর্তা হর্ষ তালিকোটি বলেন, '২০২৬ সালে ক্রিকেটের বৈশ্বিক মালিকানা ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগনির্ভর সম্পদে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া আরও দ্রুত হয়েছে। আইপিএল বৈশ্বিক ক্রীড়াঙ্গনের সংজ্ঞা নতুনভাবে নির্ধারণ করে চলেছে।' তিনি আরও বলেন, দসাম্প্রতিক এই চুক্তিগুলো দীর্ঘমেয়াদে মূল্য সৃষ্টির সম্ভাবনার ওপর বিনিয়োগকারীদের অব্যাহত আস্থারই প্রমাণ।'

২০০৮ সালে যাত্রা শুরু করা আইপিএল এখন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস। ২০২০ সালের এক হিসাব অনুযায়ী, এই লিগ ভারতের অর্থনীতিতে বছরে ১১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অবদান রাখে বলে ধারণা করা হয়। আইপিএলের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একই ধরনের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চালু হয়েছে। পাশাপাশি ভারতে বক্সিং, ব্যাডমিন্টন, পোকার এবং কাবাডির মতো বিভিন্ন খেলাতেও ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক ঘরোয়া লিগ নিয়মিত আয়োজিত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় চুক্তি-কোচ নিয়োগসহ নারী ক্রিকেট নিয়ে যেসব সিদ্ধান্ত হলো

খেলাধুলা ডেস্ক

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশ নারী দল বেশ কিছুদিন আগেই দেশে ফিরেছে। দিন কয়েকের বিশ্রাম শেষে আবারও ক্যাম্পে ফিরেছেন নারী দলের ক্রিকেটাররা।

বর্তমানে সিলেটে ফিটনেস ক্যাম্পে রয়েছেন ক্রিকেটাররা। আগামী ১০ আগস্ট থেকে মিরপুরে স্কিল ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাদের। তার আগে বিসিবির বোর্ড সভা শেষে দেশের নারী ক্রিকেট নিয়ে এসেছে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত। তারমধ্যে ক্রিকেটারদের চুক্তির মেয়াদ নবায়ন হয়েছে। ২০২৭ সালের জুলাই পর্যন্ত জাতীয় দলের জন্য ১৭ জন নারী ক্রিকেটার চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে 'এ' ক্যাটাগরিতে রয়েছেন নাহিদা আক্তার, শারমিন সুপ্তা এবং নিগার সুলতানা জ্যোতি। এ ছাড়া 'বি' ক্যাটাগরিতে রয়েছেন ৭ জন, 'সি' ক্যাটাগরিতে রয়েছেন ২ জন এবং 'ডি' ক্যাটাগরিতে রয়েছেন ৫ জন। এদিকে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৩৭ জন ক্রিকেটার চুক্তিবদ্ধ। সবমিলিয়ে আগামী মৌসুমে ৫৪ জন ক্রিকেটার রয়েছেন চুক্তিতে। বিসিবির একটি সূত্র এমনটিই জানিয়েছে। এদিকে, নারী ক্রিকেটের জন্য ৮ বিভাগে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে ৮ জন নারী কোচ। সাবেক ক্রিকেটার এবং লেভেল ১ কোচিং থাকাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

সারা দেশে ফায়ার স্টেশনের

পরিচালকের অধীনে বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে। ফায়ার স্টেশন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ বাস্তবায়নাধীন এসব প্রকল্প এলাকাগুলো হচ্ছে- ঢাকা, গাজীপুর, মাদারীপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, নওগাঁ, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, সিলেট, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও জামালপুর। ১২টি নতুন নির্মাণাধীন ফায়ার স্টেশন হচ্ছে- নবাবগঞ্জ-ঢাকা (বি শ্রেণি), পূবাইল-গাজীপুর (বি শ্রেণি), শিমুলতলী-গাজীপুর (বিশেষ শ্রেণি), ব্রাহ্মণপাড়া-কুমিল্লা (বি শ্রেণি), দেবীদ্বার-কুমিল্লা(বি শ্রেণি), নাঙ্গলকোট-কুমিল্লা (বি শ্রেণি), শিবপুর-নোয়াখালী (বি শ্রেণি), দাগনভূঞা -ফেনী (বি শ্রেণি), নারিকেলবাড়িয়া-যশোর (বি শ্রেণি), দৌলতপুর-কুষ্টিয়া (বি শ্রেণি), আজমেরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ (স্থল কাম নদী শ্রেণি), ও পিয়ারপুর-জামালপুর (বি শ্রেণি)। এছাড়াও ৮টি পুনর্নির্মাণ ফায়ার স্টেশন হলো- মাদারীপুর সদর-মাদারীপুর (এ শ্রেণি), কুমিল্লা সদর-কুমিল্লা (এ শ্রেণি), মাইজদী- নোয়াখালী (এ শ্রেণি), চৌমুহনী- নোয়াখালী (এ শ্রেণি), নওগাঁ সদর- নওগাঁ (এ শ্রেণি), ঈশ্বরদী-পাবনা (এ শ্রেণি), সিলেট সদর-সিলেট (এ শ্রেণি) ও ময়মনসিংহ সদর-ময়মনসিংহ (এ শ্রেণি)।

ফায়ার সার্ভিসের ডিজি বলেন, এর বাইরে মিরপুর ও সদরঘাটে দুটি বহুতল আবাসিক ভবনের নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। সেবা সম্প্রসারণের জন্য ১০০টি ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাম্বুল্যান্স সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। মিরপুর ১০-এ আধুনিক এবং ভূমিকম্প সহনশীল সদরদফতর নির্মাণের কাজও চলমান রয়েছে। তিনি বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অগ্নিকাণ্ডসহ সকল দুর্ঘটনায় প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান। সকল দুর্ঘটনায় সাড়া দেওয়ার জন্য প্রাধিকার অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিসে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার কাজে সহায়ক সরঞ্জাম যুক্ত হচ্ছে। এ মুহূর্তে ফায়ার সার্ভিসের বহরে বিশ্বের সর্বাধিক উচ্চতা সম্পন্ন টার্ন টেবল লেডার এবং রিমোট কন্ট্রোল ফায়ারফাইটিং ভেহিক্যাল রয়েছে আমাদের বহরে। ফায়ারফাইটিং ড্রোন যুক্ত করারও পরিকল্পনা করছি আমরা। এছাড়া উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য হাইড্রোলিক স্প্রেডার, ভাইব্রেটর , সার্চ ভিশন ক্যামেরা ইত্যাদিও রয়েছে। জাহেদ কামাল বলেন, নিয়ম অনুযায়ী বহুতল ভবনে নিজস্ব স্থায়ী অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকা জরুরি। এরপরও উচ্চ ভবনে আগুন নেভানোর জন্য আমাদের বহরে বিশ্বের সর্বাধিক উচ্চতা সম্পন্ন টার্ন টেবল লেডার (৬৮ মিটার) রয়েছে। সব বিভাগীয় শহরেও বিভিন্ন উচ্চতার টার্নটেবল লেডার ও অন্যান্য গাড়ি রয়েছে।

জরুরি কল গ্রহণ ও ডিসপ্যাচ ব্যবস্থা আধুনিক করা হয়েছে জানিয়ে জাহেদ কামাল বলেন, আমাদের ইমার্জেন্সি রেসপন্স কন্ট্রোল সেন্টার (ইআরসিসি) নামে একটি আধুনিক কন্ট্রোল রুম রয়েছে। এর মাধ্যমে সারা দেশে তথ্য আদান-প্রদান ও মনিটরিং করা হয়। আমরা ফায়ার সার্ভিসের জন্য একটি হটলাইন নম্বর ১০২ চালু করেছি। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল দিয়েও আমাদের সেবা গ্রহণ করা যায়। এসব ব্যবস্থার ফলে সেবা গ্রহীতারা সহজেই আমাদের সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ফায়ার ফাইটারদের প্রশিক্ষণে আধুনিক পদ্ধতি যুক্ত হয়েছে উল্লেখ করে ডিজি বলেন, আমরা ইতোমধ্যে আমাদের ট্রেনিং কমপ্লেক্সকে মিরপুরের ক্ষুদ্র জায়গা থেকে পূর্বাচলের বৃহত্তর জায়গায় স্থানান্তর করেছি। এছাড়া আমরা বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ সুবিধাসহ ফায়ার একাডেমি করার পরিকল্পনা নিয়েছি। ইতোমধ্যে গজারিয়ায় জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ এবং এক্সটার্নাল প্রশিক্ষণ জোরদার করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিশেষ করে কেমিক্যাল দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও বিধ্বস্ত ভবনে উদ্ধার কাজ পরিচালনার প্রশিক্ষণগুলো নিয়মিতভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে। নৌবাহিনীর সাথে সমন্বয় করে ডুবুরীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আমাদের বাহিনী থেকে বিভিন্ন দেশেও নিয়মিত প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ফায়ার সার্ভিসের সেবা সহজীকরণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে অনলাইনভিত্তিক ই-ফায়ার লাইসেন্স প্রদানের কার্যক্রম গত ১ মে থেকে চালু করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লে. কর্নেল এম এ আজাদ আনোয়ার বাসস'কে বলেন, ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সদস্য সংখ্যা ৩০ হাজারের অধিক করার জন্য ফায়ার সার্ভিসের অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠনের প্রস্তাবও বিবেচনাধীন রয়েছে। তিনি বলেন, দেশে নগরায়ণ, বহুতল ভবন, শিল্পকারখানা ও রাসায়নিক গুদামের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকাণ্ড ও বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বেড়েছে। এ বাস্তবতায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও দ্রুত সাড়াদান সক্ষম বাহিনীতে রূপান্তরে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। নতুন অগ্নিনির্বাপণ যান, উদ্ধার সরঞ্জাম, আধুনিক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে সংস্থাটির সক্ষমতা বাড়ানোর কাজ চলমান রয়েছে। এম এ আজাদ আনোয়ার বলেন, শুধু আগুন নেভানো নয়, বর্তমানে ফায়ার সার্ভিসের দায়িত্বের পরিধি অনেক বিস্তৃত। সড়ক দুর্ঘটনা, ভবন ধস, ভূমিকম্প, বন্যা, নৌ-দুর্ঘটনা, রাসায়নিক দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলায়ও সংস্থাটিকে সমানভাবে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। সে কারণে আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবল তৈরির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক (মিডিয়া সেল) মো. শাহজাহান শিকদার বাসস'কে বলেন, আধুনিক যন্ত্রপাতি পরিচালনার পাশাপাশি সদস্যদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। নগর অগ্নিনির্বাপণ, রাসায়নিক দুর্ঘটনা, উচ্চ ভবনে উদ্ধার, ভূমিকম্প-পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার এবং পানিতে উদ্ধার কার্যক্রমে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। দুর্ঘটনা কমাতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অগ্নিনিরাপত্তা মহড়া, সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য শুধু আগুন নেভানো নয়; একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও দ্রুত সাড়াদান সক্ষম জরুরি সেবাবাহিনী গড়ে তোলা। নতুন যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ এবং জনবল উন্নয়নের মাধ্যমে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ চলছে।

এলএনজি সরবরাহে

বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতিদিনের গ্যাস সরবরাহে বড় ঘাটতি তৈরি হয়েছে। পেট্রোবাংলা সূত্র জানায়, টার্মিনালের বয়লার থেকে বের হওয়া সিগন্যালবাহী বৈদ্যুতিক তারে শর্টসার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। বর্তমানে বিদেশি প্রকৌশলীরা ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতের কাজ করছেন। তবে চলতি সপ্তাহে টার্মিনালটি স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরছে না।

চাহিদা-সরবরাহের ব্যবধান আরও বড় দেশে বর্তমানে দৈনিক গ্যাসের চাহিদা প্রায় ৩৮০ কোটি ঘনফুট। এর বিপরীতে সরবরাহ করা হচ্ছে ২৬৫ কোটি ঘনফুট। এর মধ্যে দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল থেকে পাওয়া যায় ১০০ কোটি ঘনফুট গ্যাস। একটি টার্মিনাল বন্ধ হওয়ায় সরবরাহ কমেছে প্রায় ৪৫ কোটি ঘনফুট। এতে দেশের মোট গ্যাস সরবরাহ নেমে এসেছে প্রায় ২২০ কোটি ঘনফুটে। দৈনিক চাহিদার বিপরীতে আগে ৩০ শতাংশ কম সরবরাহ থাকলেও বর্তমানে ঘাটতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৫ শতাংশে।

পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মাইনস) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, একটি এলএনজি টার্মিনাল বন্ধ থাকায় এ সংকট তৈরি হয়েছে। মেরামতের কাজ চলমান রয়েছে, তবে এ মাসের মধ্যে এটি ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আরও কিছুদিন সময় লাগবে। **রান্নাঘর থেকে রাস্তায় সবখানে সংকট** গ্যাস সংকটের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে আবাসিক গ্রাহকদের জীবনে। অনেক এলাকায় সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চুলায় গ্যাস থাকছে না। রান্নার মতো প্রয়োজনীয় কাজেও তৈরি হচ্ছে অনিশ্চয়তা। রাজধানীর মগবাজারের বাসিন্দা গৃহিণী পারভীন বলেন, সারাদিন চুলায় গ্যাস না থাকায় বাধ্য হয়ে খাবার কিনে খেতে হচ্ছে। রাতে গ্যাস এলে তখন রান্না শেষ করতে হয়। মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা মো. সুমন জানান, গ্যাসের চাপ এত কম যে রান্না করতে অনেক বেশি সময় লাগছে। ফলে প্রতিদিনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। গ্যাসের বিকল্প হিসেবে অনেকেই সিলিন্ডার ও ইনডাকশন চুলা ব্যবহার শুরু করেছেন। তবে এতে খরচ বেড়ে যাচ্ছে দ্বিগুণ। আবাসিক বিলের পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থার ব্যয়ও বহন করতে হচ্ছে গ্রাহকদের।

তিতাস গ্যাসের মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) কাজী মোহাম্মদ সাইদুল হাসান বলেন, তিতাসের দৈনিক গ্যাসের চাহিদা রয়েছে ১৯০ কোটি ঘনফুটের মতো। এলএনজির সরবরাহ কমে যাওয়ায় তা ১২০ কোটি ঘনফুটে নেমে এসেছে। টার্মিনাল ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়। **সিএনজি স্টেশনে দীর্ঘ অপেক্ষা** গ্যাস সংকটের কারণে সিএনজি স্টেশনগুলোতেও দেখা দিয়েছে চাপ। রাজধানীর প্রায় প্রতিটি ফিলিং স্টেশনে গ্যাসের চাপ কম থাকায় যানবাহনের দীর্ঘ সারি তৈরি হচ্ছে। মগবাজারের একটি সিএনজি স্টেশনে অপেক্ষারত চালক মো. আল আমিন বলেন, যে স্টেশনেই যাচ্ছেন, সেখানেই গ্যাস সংকটের কথা শুনতে হচ্ছে। কোথাও গ্যাস থাকলেও চাপ কম থাকায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। আরেক চালক মো. কাউছার বলেন, দৈনিক ট্রিপের জন্য যতটুকু গ্যাস প্রয়োজন, তা পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে ট্রিপ কমাতে হচ্ছে এবং আয়ও কমে যাচ্ছে। **দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধানের দাবি** জ্বালানি খাতের সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, আমদানিনির্ভর জ্বালানি ব্যবস্থার কারণে এমন সংকট আরও তীব্র হচ্ছে। তারা বলছেন, দীর্ঘমেয়াদে দেশের নিজস্ব গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে গুরুত্ব বাড়াতে হবে। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ইজাজ হোসেইন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হচ্ছে। দেশে গ্যাসের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু উত্তোলনে পর্যাপ্ত গুরুত্ব না দিয়ে আমদানির ওপর নির্ভরতা বাড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার নতুন কূপ খননের উদ্যোগ নিয়েছে, তবে এ উদ্যোগ আরও আগে নেওয়া হলে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সহজ হতো।

গণভোটের গণরায় এই

পারব না। জনগণের সঙ্গে আমরা বেইমানি করতে পারব না, করবও না। আপনারা দোয়া করবেন, আমাদের ওয়াদার ওপর আমরা যেন টিকে থাকতে পারি।' তিনি বলেন, 'ইনশাআল্লাহ আমরা আশাবাদী, গণভোটের গণরায় এই বাংলার জমিনে বাস্তবায়ন হবে।' বিচারের প্রসঙ্গ টেনে জামায়াত আমির বলেন, আমরা প্রতিশোধ চাই না। কিন্তু বিচারটা কি পাব না? শুধু কারো বাবার বিচার, নিজের বিচার, মায়ের বিচার, বোনের বিচার, ভাইয়ের বিচার হবে, আর এই দেশের নিরীহ জনগণ যারা শহীদ হয়েছেন তাদের হত্যাকারীদের বিচার হবে না? সেই বিচারও ইনশাআল্লাহ এই বাংলার মাটিতে হবে। কোনো কোনো বিচার এই দেশে ৫০ বছর পরে হয়েছে, কোনটা ২১ বছর পরে হয়েছে। আমরা কথা দিচ্ছি, এই বিচারও ইনশাআল্লাহ হবে। যেদিন, যে মাস, যে বছরই হোক, হবে ইনশাআল্লাহ।' মতবিনিময় সভায় শহীদ পরিবার, আহত জুলাই যোদ্ধা পরিবার ও জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাম্পের বিশেষ দূত সার্জিও

বিশ্লেষকেরা। গত ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সার্জিও গোর হচ্ছেন ওয়াশিংটন থেকে ঢাকা সফরকারী যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। এর আগে মার্চে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর এবং মে মাসে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডান লিঞ্চ বাংলাদেশ সফর করেন।

কূটনৈতিক সূত্রগুলোর মতে, সার্জিও গোরের সফরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বর্তমান অগ্রাধিকার, আঞ্চলিক কৌশলগত অবস্থান এবং ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা গুরুত্ব পাবে। বিশেষ করে জুনে প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর, একই মাসে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মস্কো সফর এবং তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা সফরের পর বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থান নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটে ওয়াশিংটনের মূল্যায়নও এ সফরে প্রতিফলিত হতে পারে। প্রয়োজনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বার্তাও তিনি বাংলাদেশের নেতৃত্বের কাছে তুলে ধরতে পারেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৫ সালের আগস্টে ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট দপ্তরের সাবেক কর্মকর্তা সার্জিও গোরকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেন। ওই পদে নিয়োগের পর থেকে তিনি ওয়াশিংটনের আঞ্চলিক কূটনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে সার্জিও গোর দিল্লিতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ শুরু করেছেন। নয়াদিল্লিকে কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবে রেখে তিনি ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটানসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব পালন করছেন। বিশেষ দূত হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর গোরের নেপাল ও শ্রীলঙ্কা সফর সেই আঞ্চলিক কৌশলেরই প্রতিফলন।

'সবাই মিলে মিশে খামু'

সুবিধাভোগী চাল পেলেও আটা ছাড়াই বাড়ি ফিরতেন। গত ২৭ জুলাই সকালে বিক্রয়কেন্দ্রে গিয়ে স্থানীয়রা ৪০ বস্তার জায়গায় ২০ বস্তা আটা দেখতে পেয়ে প্রতিবাদ করেন। এ বিষয়ে জানতে কয়েকজন সাংবাদিক উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা হুমায়ূন আহম্মেদের সঙ্গে কথা বলতে যান। তাদের গোপনে ধারণ করা একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ওই ভিডিওতে খাদ্য কর্মকর্তাকে বলতে শোনা যায়, 'এত কথা কওয়া লাগবে ক্যা, কয় টন বরাদ্দ, এতদিন পর আছেে। সবাই মিলেমিশে খাই। এখানে তেমন কিছু নাই। যা হবে ভাই-ব্রাদার মানুষ, সবাই মিলে মিশে খামু। আর আপনারা যদি কন বন্ধ করে দিতে, কালকে থেকে বন্ধ করে দিমু।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আটা সরবরাহের দায়িত্বে রয়েছেন সাদিয়া ফ্লাওয়ার মিলস। এই মিলের ব্যবস্থাপক জহুরুল ইসলাম জানিয়েছেন, তারা নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন ৪০ বস্তা করেই আটা সরবরাহ করেছেন। সপ্তাহে পাঁচ দিন এ কার্যক্রম চলে। বিক্রির আগের দিন মিল থেকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আটা বিক্রয়কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়। কালাই উপজেলা সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক আব্দুল মোমিন ৪০ বস্তা আটা বুঝে নিয়ে প্রাপ্তিস্বীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন। এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা হুমায়ূন আহম্মেদকে কালাই কার্যালয়ে পাওয়া যায়নি। তাকে মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলে তিনি রিসিভ করেননি। জয়পুরহাট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক শাকিল আহমেদ বলেন, ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং তিন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে কালাই থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হাম উপসর্গে আরও

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সারা দেশে হাম ও উপসর্গে মোট ৮৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে হামের উপসর্গে ৭৩৯ জন এবং হামে আক্রান্ত হয়ে ৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে নতুন করে ১৩৫ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। পাশাপাশি এ সময়ে আরও ৮৭০ জনের মধ্যে রোগটির উপসর্গ দেখা গেছে। এনিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট এক লাখ ২৭ হাজার ৪১০ জনের শরীরে হামের উপসর্গ পাওয়া গেছে। একই সময়ে মোট ১৫ হাজার ৮৭৪ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সারা দেশে হাম ও এর উপসর্গ নিয়ে মোট ১ লাখ ১০ হাজার ১৮২ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাদের মধ্যে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ১ লাখ ৬ হাজার ৫৩ জন ছাড়পত্র পেয়েছেন।

বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশকে

প্রজন্ম গড়ে তোলাই এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। এ সময় তিনি আরও বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলার সম্প্রসারণ ও যুব সমাজকে সঠিক পথে এগিয়ে নিতে এই আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এহছানুল হক মিলন বলেন, দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের ২২ লাখ শিক্ষার্থী নিয়ে এর আগে বড় পরিসরে ক্রীড়া আয়োজন করা হয়েছে। এবার মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদরাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে দেশব্যাপী এ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে।

তিনি জানান, দেশের প্রায় এক কোটি ৬০ লাখ শিক্ষার্থী এই আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হবে। দেশের ১৯ হাজার ২২১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ হাজার ৯৫৬টি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ৩ হাজার ৩৮০টি কলেজ, ৯ হাজার ২৯৬টি মাদরাসা ও ৬৭৮টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এবারের টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির কারণে খেলা আগস্টে শুরু হলেও প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থেকে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করবেন আগামী ৯ বা ১০ সেপ্টেম্বর। সংবাদ সম্মেলনে ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন বলেন, একটি ভবন শক্ত করতে হলে যেমন এর ভিত্তি শক্ত করতে হয়, তেমনই ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নের জন্য যেতে হবে একদম তৃণমূল পর্যায়ে। তিনি বলেন, 'প্রান্তিক পর্যায় থেকে প্রতিভা খুঁজে এনে তাদের বিকাশের সুযোগ তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য।' প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায় থেকে খেলোয়াড় তৈরি হলে দেশের ক্রীড়াঙ্গন আরও শক্তিশালী হবে। পাশাপাশি মাদক ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে তরুণ প্রজন্মকে দূরে রাখতে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টের জন্য লোগো, রিলস, মাসকট, স্লোগান ও থিম সং তৈরিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেছে। নির্বাচিত সেরাদের প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে পুরস্কৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে। আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন, চট্টগ্রাম থেকে শুরু হওয়া এ আয়োজন দেশের ক্রীড়াঙ্গনে নতুন দিগন্তের সূচনা করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ, সুস্থ ও আত্মবিশ্বাসী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন– চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন, সংসদ সদস্য আবু সুফিয়ান, এরশাদ উল্লাহ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল খালেক, বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দীন, পুলিশ কমিশনার হাসান মো. শওকত আলী, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা, পুলিশ সুপার মো. মাসুদ আলম ও চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী প্রমুখ ।

চোখের স্বাস্থ্য জাতীয়

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের চক্ষু চিকিৎসা খাতের অগ্রগতির কথা তুলে ধরে তিনি চিকিৎসক, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের অবদানের প্রশংসা করেন। তবে এই খাতে এখনও নানা চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে বলে উল্লেখ করেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, "বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, ডায়াবেটিসের প্রকোপ এবং গ্রাম ও দুর্গম অঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে নারী, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেন সময়মতো চক্ষু চিকিৎসা পান, সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।" নীতি-নির্ধারণে নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে ডা. মুহিত জানান, দেশের বিভিন্ন জেলায় চক্ষু স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়নে বড় পরিসরে একটি র‍্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে পরিচালনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই জরিপের ফলাফল আগামী পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে। তিনি আরো বলেন,"ভবিষ্যতে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা দেশের জন্য বড় জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় সরকার ইতোমধ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।" ছানিজনিত অন্ধত্ব দূর করার বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, "আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে শুধু বরিশাল বিভাগ নয়, সারা দেশ থেকেই ছানিজনিত অন্ধত্ব দূর করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সরকার।" বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন তিনি বলেন, "বৈশ্বিক পর্যায়ে আই কেয়ার খাতে নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ গ্লোবাল সামিট সহ-আয়োজনে আগ্রহী।" অনুষ্ঠানে বরিশাল বিভাগে ছানিজনিত অন্ধত্ব কমাতে 'বরিশাল ভিশন ২০৩০: ছানি নির্মূল কর্মসূচি' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। সেমিনারে আরো বক্তব্য দেন দ্য ফ্রেড হলোজ ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রস পাইপার, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক ডা. এ এস এম এম কাদির এবং অরবিস ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. মুনীর আহমেদ। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, একাডেমিয়া, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

প্রভাব না দেখে মানব

তাদের আর কোনো সহায়-সম্বল থাকে না। মানব পাচারকে দাসপ্রথার একটি অঙ্গ উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, মানব পাচারের রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ রয়েছে। এর অন্যতম মূল কারণ রাষ্ট্রহীনতা। আরেকটি কারণ সীমিত সুযোগ। এর সঙ্গে বাস্তুচ্যুতিও মানব পাচারের অন্যতম কারণ।

বাল্যবিবাহ ও শিক্ষার অভাবকেও মানব পাচারের সঙ্গে যুক্ত করে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা বলেন, বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে সন্তান হওয়ার পর অনেকেই স্কুলে যেতে পারে না। নিজের উন্নয়ন, আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার বোধ তৈরি হয় না। শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে না পারায় এসব মানুষই মানব পাচারের বেশি শিকার হয়।

তিনি বলেন, সমাজের প্রতি রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা থাকতে হবে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের বা উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি মানুষ মানব পাচারের শিকার হচ্ছে। মানব পাচার বন্ধে সরকারের শক্ত আইন ও আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে।

ডিজিটাল ভূমিসেবা নিরাপদে

সংস্করণের অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইনস্টল ও নিয়মিত হালনাগাদ নিশ্চিত করতে হবে। ২. সরকারি ওয়েবভিত্তিক সিস্টেম ব্যবহারে সর্বশেষ সংস্করণের নিরাপদ ব্রাউজার ব্যবহার করতে হবে এবং পুরোনো বা অনিরাপদ ব্রাউজার ব্যবহার করা যাবে না। ৩. কম্পিউটারের র‍্যাম, স্টোরেজ ও প্রসেসরের সক্ষমতা পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী আপগ্রেড করতে হবে।

৪. রাউটার, সুইচ ও ওয়াই-ফাই ডিভাইসের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ফার্মওয়্যার নিয়মিত হালনাগাদ, শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার এবং ডিফল্ট ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে হবে। ৫. সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অপারেটিং সিস্টেম ও সফটওয়্যার নিয়মিত আপডেট, অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যার অপসারণ, সন্দেহজনক ই-মেইল, লিংক ও ফাইল ব্যবহারে সতর্কতা, অনুমোদনহীন সফটওয়্যার ইনস্টল না করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ৬. গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নিয়মিত ব্যাকআপ সংরক্ষণ এবং ব্যাকআপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ৭. কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, রাউটারসহ সব আইসিটি ডিভাইসের শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং অননুমোদিত ব্যক্তির প্রবেশ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ৮. ইউএসবি বা অন্যান্য বহনযোগ্য স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহারের আগে ভাইরাস স্ক্যান নিশ্চিত করতে হবে এবং অজানা উৎসের ডিভাইস ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। ৯. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাইবার নিরাপত্তা ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারি নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। ১০. অফিসে ব্যবহৃত সব ডিজিটাল ভূমিসেবা সিস্টেম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোনো প্রযুক্তিগত বা নিরাপত্তাজনিত সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত সংশ্লিষ্ট কারিগরি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। নির্দেশনায় দেশের সব উপজেলা ভূমি অফিস, রাজস্ব সার্কেল অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে এসব নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

হজের বিমান টিকিটের

হজযাত্রীদের জন্য যৌক্তিক ব্যয়ে ও হয়রানিমুক্ত পরিবেশে হজ প্যাকেজ নিশ্চিত করতে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০২৬ সালে সুন্দরভাবে হজ্জ পালন সম্পন্ন হয়েছে, ২০২৭ সালে তার চেয়ে যাতে বেশি সুন্দরভাবে হজ্জ কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায় তা সরকারের চাওয়া। কাজ করতে গিয়ে ছোট খাটো কিছু ভুলত্রুটি হতেই পারে। কিন্তু কোনভাবেই দুর্নীতি ও প্রতারণা সহ্য করা হবে না। তিনি আরও বলেন, গত বছর হজের বিমান টিকিটের মূল্য ১২ হাজার টাকা কমানো হয়েছিল। এ বছর আরও ২৫ হাজার টাকা কমিয়ে টিকিটের মূল্য ১ লাখ ৩০ হাজার টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে।

এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত জানান, বিমান টিকিটের ওপর আরোপিত সৌদি বিমানবন্দরের নির্মাণ কর কমানোর জন্য সৌদি সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। এছাড়া বাংলাদেশি হাজীদের আবাসন ব্যয় কমাতে বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়েও সৌদি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। তিনি এ জন্য দেশবাসীর দোয়া কামনা করেন। পাশাপাশি হজযাত্রীদের সঙ্গে কোনো ধরনের প্রতারণা করলে দায়ীদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। অনুষ্ঠানে ধর্মসচিব মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ বলেন, দেশের মাত্র ৫ শতাংশ হজযাত্রী সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালন করেন, আর বাকি ৯৫ শতাংশ বেসরকারি হজ এজেন্সির মাধ্যমে সৌদি আরব যান। সরকার হাজীদেরকে সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপত্তার সাথে প্রতারণামুক্ত হজ্জ আয়োজনে বদ্ধপরিকর। তাই সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়- এমন কোনো কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হজ এজেন্সিগুলোর প্রতি আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি দূতাবাসের উপ-মিশন প্রধান খালিদ সাঈদ আল হাদাল, হাবের নেতৃবৃন্দ, বিমান বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সৌদি এয়ালাইন্সের কান্ট্রি ডিরেক্টরসহ হজপ্রত্যাশী মুসল্লিরা উপস্থিত ছিলেন।

ধর্ম ও রাজনৈতিক পরিচয়

বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চান, যেখানে কেউ নিজেকে অনাদৃত, বঞ্চিত কিংবা অসহায় মনে করবেনা। ইতোমধ্যেই সরকারের গৃহীত বিভিন্ন মানবিক উদ্যোগ জনমনে সাড়া ফেলেছে। তিনি আরও বলেন, সমাজে বসবাসরত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিভিন্ন থেরাপি ও চিকিৎসা প্রদান করলে তারা সুস্থ হয়ে সমাজের মূল ধারায় মিশে যেতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদেরকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনুদান দিলে ট্যাক্স রিবেট পাওয়া যায়, তিনি সবাইকে এ সুযোগ গ্রহণ করারও আহ্বান জানান। একই সঙ্গে মন্ত্রী এ মানবহিতৈষি কাজের জন্য বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ ও দি দাউদি বোহরাস অব বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ বর্তমানে ৮০ বেডের একটি ফিজিও থেরাপি সেন্টার পরিচালনা করে আসছে, আজ নতুন করে আরও ৭০টি বেড যুক্ত হওয়ায়, এখন থেকে ১৫০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এ সেবা পাবে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- দি দাউদি বোহরাস অব বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রতিনিধিসহ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

প্রযুক্তির পাশাপাশি

এ ধরনের উদ্যোগ সরকারের ভিশনকে আরও সমৃদ্ধ করছে। ২০২৮ সালের মধ্যে সুবিধাবঞ্চিত আটটি জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে পৌঁছানোর যে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, তা অনুপ্রাণিত করেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ফকির মাহবুব আনাম বলেন, ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উন্নীত করার লক্ষ্য অর্জনে কোনো জনগোষ্ঠী যেন পিছিয়ে না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য মানুষকে ডিজিটাল যুগের উপযোগী দক্ষতা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা অবকাঠামো উন্নয়নের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও টেলিনরের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত 'ডিজিটাল ইনক্লুশন ফর মার্জিনালাইজড কমিউনিটিস' উদ্যোগের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেছে গ্রামীণফোন। কর্মসূচির আওতায় ২০২৮ সালের মধ্যে ৪০ লাখ প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্রামীণফোন জানায়, উদ্যোগটি শুরুর পর থেকে দেশের ৩২টি জেলায় ৩৩ লাখের বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো গেছে। এর মধ্যে প্রায় ৬৮ শতাংশই নারী ও কিশোরী। দ্বিতীয় পর্যায়ে সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে ৪০ লাখে উন্নীত করার পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ ৭০ শতাংশে নেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. এমদাদ উল বারী। তিনি বলেন, অর্থবহ সংযুক্তি শুধু নেটওয়ার্ক কভারেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর জন্য প্রয়োজন ডিজিটাল সাক্ষরতা ও প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার। এ উদ্যোগটি পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কীভাবে ডিজিটাল বৈষম্য কমানো যায়, তার একটি ভালো উদাহরণ।

অনুষ্ঠানে গ্রামীণফোনের হেড অব এনভায়রনমেন্ট, সোশ্যাল অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (ইএসজি) ফারহানা ইসলাম এবং ডিজিটাল ইনক্লুশন লিড তাজরিবা খুরশীদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। পরে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আয়োজিত প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোস, জিএসএমএর সিনিয়র মার্কেট এনগেজমেন্ট ম্যানেজার গগনদীপ মনচান্দা, টেলিনর এশিয়ার চিফ করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার মনীষা ডোগরা, গ্রামীণফোনের চিফ করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার তানভীর মোহাম্মদ এবং চিফ মার্কেটিং অফিসার ফারহা নাজ জামান। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইয়াসির আজমান উদ্যোগটির কয়েকজন সুবিধাভোগীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গাজার গণহত্যায় ইসরাইলকে

পরে দেশটির সেনাবাহিনীর কাছে সরবরাহ করা হয়। যা দিয়ে চালানো হয় গাজায় গণহত্যা। এর আগে আল জাজিরাও ভারতের কাস্টমসের ৯১টি রপ্তানি নথি সংগ্রহ করে, যেখানে ২০২৪ সালে ইসরাইলে বোমা ও গ্রেনেড-সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ রপ্তানির তথ্য পাওয়া যায়। এসব চালানের ক্রেতাদের মধ্যে ছিল ইসরাইলের প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান রাফায়েল এডভান্স ডিফেন্স সিস্টেমস, আইএমআই সিস্টেমস লিমিটেড ও এমসিটি মেটারিয়ালস।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব অ্যাগনেস ক্যালামার্ড বলেন, গাজায় কী ঘটছে তা বিশ্ব প্রতিদিন দেখছে। এরপরও ভারত ইসরাইলের সামরিক ও প্রতিরক্ষা খাতকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ভারত শুধু অস্ত্র রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থই নয়। বরং ইসরাইলের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও গভীর করেছে। ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত গাজায় সম্ভাব্য গণহত্যা ঠেকাতে ইসরাইলকে ব্যবস্থা নেওয়ার অন্তর্বর্তী আদেশ দেন। এরপর থেকে জাতিসংঘের একাধিক স্বাধীন বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা গাজায় ইসরাইলের কর্মকাণ্ডকে গণহত্যা হিসেবে অভিহিত করেছে। Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ইসরাইলের মোট অস্ত্র রপ্তানির ২৯ শতাংশ গেছে ভারতে, যা দেশটিকে ইসরাইলের অন্যতম বৃহৎ প্রতিরক্ষা ক্রেতায় পরিণত করেছে। একই সময়ে ভারতের অস্ত্র আমদানির ১৫ শতাংশ এসেছে ইসরাইল থেকে। ২০২৫ সালের নভেম্বরে দুই দেশ নতুন প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে সামরিক, শিল্প ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের ঘোষণা দেয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অতীতেও দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও জোরদারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

সৎমাকে খুন করে

কুপিয়ে হত্যা করে দীর্ঘদিন ধরে জেলে ছিলেন। বেশকিছু দিন ধরে তিনি জামিনে আছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে নেশার টাকার জন্য মা শামেলা আক্তারের সঙ্গে তার কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় কোপ দেন। এতে ঘটনাস্থলেই শামেলা আক্তারের মৃত্যু হয়।

প্রতিবেশী পাভেল মোল্লা বলেন, ?'রাহিম ৬-৭ বছর আগে তার সৎমাকে একইভাবে খুন করে দীর্ঘদিন জেলে ছিল। এখন সে জামিনে রয়েছে। সে নেশা করতো।' বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক সুকান্ত দত্ত বলেন, অভিযুক্ত মানসিকভাবে অসুস্থ ও নেশা করতেন বলে জানা গেছে। তাকে আটকের চেষ্টা চলছে।

দেখবে কে?

উন্নত হয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে মানুষ আশ্রয়কেন্দ্র ছাড়তে শুরু করেছে। পাউবোর পানি পরিমাপক বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় সিরাজগঞ্জের হার্ড পয়েন্টে বিপৎসীমার ১১৭ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ১৪ সেন্টিমিটার পানি কমেছে। অপরদিকে কাজীপুর পয়েন্টে যমুনার পানি বিপৎ-সীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় পানি কমেছে ১৪ সেন্টিমিটার।

সদর উপজেলার কাওয়াকোলা ইউনিয়নের সমছের আলী জাগো নিউজকে বলেন, 'চলমান বন্যায় আমার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জমি তলিয়ে শাক সবজি ও ফসলের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আশা করেছিলাম শাক সবজি গুলো বিক্রি করে একটা গরু কিনবো। সেটা আর হলো না। এখন নদীতে পানি কমায় ডুবে যাওয়া জমি জেগে উঠছে।' একই উপজেলার জুড়ান শেখ বলেন, 'আমার জমির প্রায় কয়েক লাখ টাকার সবজি খেত নষ্ট হয়ে গেছে। সঙ্গে নষ্ট হয়েছে পাটের খেতও। পানি নামার পর কী করবো জানি না। ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি।' অন্যদিকে বানভাসি মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম চালাচ্ছে জেলা, উপজেলা প্রশাসন, বিভিন্ন এনজিও সংস্থা ও রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা। বন্যাকবলিত চৌহালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নূরুল আমিন বলছেন, 'টানা বৃষ্টি না হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতির এখন উন্নতি হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে অল্প ক'দিনের মধ্যে সব মানুষ নিজ নিজ বাড়িতে ফিরতে পারবেন।' তারা আরও জানিয়েছেন, যতদিন এ অবস্থা থাকবে ততদিন ত্রাণ কার্যক্রম চলবে।

আল-হাদীস

থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস পায়।" সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি এটি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, এই মসজিদের প্রতিপালকের শপথ।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত

সিকিউরিটি (এভসেক)-এর সহযোগিতায় ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম তাদের তাৎক্ষণিক সহায়তা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছাতে পরিবহন সহায়তা দেয়। ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের তথ্য অনুযায়ী, ফেরত আসা ২৩ জনের মধ্যে ১৩ জন নোয়াখালীর বাসিন্দা। এছাড়া তিনজন সিলেটের এবং বাকিরা কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সীগঞ্জ, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, ঢাকা ও অন্যান্য জেলার বাসিন্দা।

ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক (মাইগ্রেশন ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম) শরিফুল হাসান বলেন, প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অধিকাংশ বাংলাদেশি দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার দীর্ঘ, ব্যয়বহুল ও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ রুট ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন। এতে জনপ্রতি প্রায় ৫০ থেকে ৬৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। উন্নত জীবনের আশায় বিপুল অর্থ ব্যয়ের পরও অভিবাসন-সংক্রান্ত আইনি জটিলতায় পড়ে তাদের দেশে ফিরতে হয়েছে। তিনি বলেন, অনিয়মিত পথে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হওয়া জরুরি। প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, ফেরত আসাদের মধ্যে ২০ জন ব্রাজিল থেকে বলিভিয়া, পেরু, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, পানামা, কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস ও গুয়াতেমালা হয়ে মেক্সিকো সীমান্ত অতিক্রম করে অনিয়মিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। এ যাত্রায় তাদের ১৩ থেকে ১৫টি দেশ বাস ও পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হয়েছে। এছাড়া একজন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ব্রাজিল হয়ে একই রুট ব্যবহার করেন এবং আরেকজন নিউইয়র্ক রুট দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। ফেরত আসা ব্যক্তিদের ভাষ্য অনুযায়ী, ব্রাজিল রুট ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর ছাড়পত্র নিয়ে ব্রাজিলে গিয়েছিলেন। অন্যরা ট্যুরিস্ট ভিসায় ব্রাজিলে প্রবেশ করে দালালচক্রের সহায়তায় একই অনিয়মিত পথে যুক্তরাষ্ট্রে যান। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে তাদের কেউ কেউ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও বৈধ অভিবাসনের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে না পারায় মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েন। পরে অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়।

মার্কিন আইন অনুযায়ী, বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানকারী অভিবাসীদের আদালতের রায় বা প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো যায়। আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা (ICE) প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করে। সাম্প্রতিক সময়ে এ প্রক্রিয়া আরও জোরদার হওয়ায় চার্টার্ড ও বিশেষ ফ্লাইটে প্রত্যাবাসনের ঘটনাও বেড়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর অনিয়মিত অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও কঠোর হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের একাধিক দফায় নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৩

এখন পর্যন্ত ৫৩ জন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ডেঙ্গু রোগীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগের ১৮৯ জন, বরিশাল বিভাগের ৬৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের ৬৯ জন, খুলনা বিভাগের ৬৬ জন, ময়মনসিংহ বিভাগের ২১ জন, রাজশাহী বিভাগের ৩২ জন, সিলেট বিভাগের ৩ জন এবং রংপুর বিভাগের ২০ জন রোগী রয়েছেন। চলতি বছরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ৫৩ জনের মধ্যে ২১ জন পুরুষ এবং ৩২ জন নারী।

দৈনিক অধিকরণ
সমাজ ও জীবন সচেতন পত্রিকা
শেষ পাতা
আজ শুক্রবার ৩১ জুলাই ২০২৬, ১৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, ১৬ সফর ১৪৪৭
১২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

এলএনজি সরবরাহে ধাক্কা, গ্যাস সংকট কাটছে না দ্রুত

সিনিয়র রিপোর্টার

একটি অগ্নিকাণ্ডের ধাক্কায় দেশের গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থায় তৈরি হয়েছে বড় সংকট। কক্সবাজারের মহেশখালীতে অবস্থিত এক্সিলারেট এনার্জির ভাসমান এলএনজি টার্মিনালে গত ২১ জুলাই আগুন লাগার পর থেকে বন্ধ রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা। এর প্রভাবে জাতীয় গ্রিডে কমে গেছে ৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সরবরাহ। টার্মিনালটির মেরামতকাজ শুরু হলেও চলতি মাসে এটি চালু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে আবাসিক গ্রাহক থেকে শুরু করে পরিবহন ও শিল্প খাত সবখানেই গ্যাস সংকটের প্রভাব আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

রান্নার চুলা জ্বলছে না, সিএনজিচালিত যানবাহন নিয়েও ভোগান্তি

এক টার্মিনাল বন্ধ, কমেছে বড় পরিমাণ সরবরাহ

দেশে আমদানিকৃত এলএনজি পুনঃবাষ্পীভবন (রিগ্যাসিফিকেশন) করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের জন্য রয়েছে দুটি ভাসমান টার্মিনাল বা ফ্লোটিং স্টোরেজ রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ)। এই দুটি টার্মিনালের সম্মিলিত সরবরাহ সক্ষমতা ১ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের পর একটি টার্মিনালের কার্যক্রম *এরপর পৃষ্ঠা ১১*

সারা দেশে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ৯০০-তে উন্নীতের পরিকল্পনা

স্টাফ রিপোর্টার

ফায়ার সার্ভিসকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর বাহিনীতে রূপান্তর এবং দেশের দুর্গম ও গ্যাপ এরিয়া চিহ্নিত করে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে ৯ শতাধিকে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস'কে এ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বলেন, বর্তমানে সারা দেশে ৫৩৮টি ফায়ার স্টেশন চালু রয়েছে। ফায়ার সার্ভিসকে আরও আধুনিক ও দ্রুত সেবাসূলক প্রযুক্তিনির্ভর বাহিনীতে রূপান্তরের লক্ষ্যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আরও ২০টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। ফায়ার সার্ভিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ইতোমধ্যে এসব ফায়ার স্টেশন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের প্রকল্প একনেকে অনুমোদন হয়েছে, বর্তমানে যা একজন প্রকল্প *এরপর পৃষ্ঠা ১১*

গণভোটের গণরায় এই বাংলার জমিনে বাস্তবায়ন হবে: শফিকুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার

গণভোটের গণরায় এই বাংলার জমিনে বাস্তবায়ন হবে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, 'আমাদেরকে বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। আপনাদেরকেও (শহীদ ও আহত পরিবার) দেখানো হচ্ছে। আল্লাহর কসম, আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করি না। কেন ভয় করব? আমাদের নেতৃবৃন্দ ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছেন, অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা যাবে না।

আমরা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। আমরা মনে করি, প্রতি মুহূর্তে ফাঁসির মঞ্চের ওপরই আছি।' বৃহস্পতিবার দুপুরে আইডিবির কাউন্সিল হলে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবার ও আহত যোদ্ধাদের নিয়ে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াত আমীর বলেন, 'দেশের মানুষ চেয়েছিল একটি আমূল পরিবর্তন আসুক। কিন্তু এখন আবার দেশকে সেই পুরোনো অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সেই সরকারের আমলে শিক্ষাঙ্গনগুলো ছিল সবচেয়ে খারাপ। গেস্টরুম, গণরুম করে সেখানে টর্চার সেল গঠন করা হয়েছিল। এমনকি মেয়েদের হল পর্যন্ত সেই অবস্থা থেকে আল্লাহতাআলা আমাদের নাজাত দিলেন। এখন মনে হচ্ছে আবার আমরা সেই একই অন্ধকার গলিতে ঢুকে যাচ্ছি।'

শফিকুর রহমান বলেন, 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কী করবে? জামায়াতে ইসলামী কি সেই অন্ধকার গলিপথে হাঁটবে? ইনশাআল্লাহ, না। আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, এই জুলাই বিপ্লব হওয়ার পর থেকে যতগুলো কথা বলেছি, আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখলে তার সবটুকু আমরা পালন করব।

আমাদের হাতে সবকিছু নেই। আমরা সরকারে যাইনি, কোনো আফসোস নেই। কিন্তু আমরা সংসদে তো আছি। সংসদে দেশবাসীর হয়ে, শহীদদের কণ্ঠ হয়ে আমরা চিৎকার করতে থাকব ইনশাআল্লাহ।' জামায়াতের শীর্ষ এই নেতা বলেন, 'আমাদেরকে আপসের অনেক প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। অনেক লোভ-টোপ বিভিন্নভাবে দেয়া হয়েছে। আমরা এ পর্যন্ত এগুলো ঘৃণা করে প্রত্যাখ্যান করেছি। আমরা বলেছি, গণভোট আপনারা চাইলেন, আমরা চাইলাম। এখন আপনারা মানেন না। কিন্তু আমরা আমাদের জায়গায় আছি। আমরা এখান থেকে সরতে *এরপর পৃষ্ঠা ১১*

ট্রাম্পের বিশেষ দূত সার্জিও গোর ঢাকায়

সিনিয়র রিপোর্টার

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গোর তিনদিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে এই তথ্য জানানো হয়। পোস্টে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন বলেন, 'আমার বন্ধু, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত সার্জিও গোরকে বাংলাদেশে স্বাগত জানাতে পেরে আমি আনন্দিত। তার এই সফর যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের কৌশলগত অংশীদারিত্ব, আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করবে।' সফরের প্রথম দিনে সার্জিও গোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করবেন। কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার তার কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পরিস্থিতি সরেজমিন দেখার কথা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বেইজিং সফর, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক যুক্ততা এবং সাম্প্রতিক আঞ্চলিক কূটনৈতিক তৎপরতার প্রেক্ষাপটে এই সফরকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক *এরপর পৃষ্ঠা ১১*

'সবাই মিলে মিশে খামু' ভিডিও ফাঁস, ৩ খাদ্য কর্মকর্তা বরখাস্ত

জয়পুরহাট সংবাদদাতা

জয়পুরহাটের কালাই উপজেলায় ন্যায্যমূল্যে বিক্রির জন্য বরাদ্দ দেওয়া আটা আত্মসাতের অভিযোগে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকসহ তিন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বুধবার (২৯ জুলাই) তাদের বরখাস্তের আদেশ জারি করা হয়। একই সঙ্গে ঘটনাটি তদন্তে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তারা হলেন- কালাই উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক হুমায়ূন আহম্মেদ, উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক মো. মাহমুদুন্নবী সরকার এবং সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক আব্দুল মোমিন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জনপ্রশাসন ও খাদ্য প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারীর নির্বাচনী এলাকার অন্তর্ভুক্ত আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলালে বিশেষ ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় চাল ও আটা বিক্রি শুরু হয়। এই তিন উপজেলায় প্রতিদিন দুই টন আটা (৪০ বস্তা) ও দুই টন চাল বরাদ্দ ছিল। একজন সুবিধাভোগী পাঁচ কেজি আটা ও পাঁচ কেজি চাল কিনতে পারবেন। প্রতি কেজি আটার দাম ২৪ টাকা ও চালের কেজি ৩০ টাকা। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিদিন ৪০ বস্তা আটা বরাদ্দের বিপরীতে বিক্রয়কেন্দ্রে মাত্র ২০ বস্তা আটা রাখা হতো। বাকি ২০ বস্তা আটার কোনো হদিস পাওয়া যেত না। ফলে অনেক *এরপর পৃষ্ঠা ১১*

হাম উপসর্গে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার

গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) পর্যন্ত হাম ও এর উপসর্গে মোট প্রাণহানি দাঁড়িয়েছে ৮৩৫ জনে।

গতকাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত একদিনে নতুন করে আরও এক হাজার পাঁচজনের শরীরে হাম ও এর উপসর্গ দেখা গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে শুধু ঢাকা বিভাগেই দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি এই সময়ে সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে হামের উপসর্গে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সবমিলিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে *এরপর পৃষ্ঠা ১১*

বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে চাই : শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

তৃণমূল থেকে ক্রীড়ার ভিত্তি গড়ে বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের পরিচয় গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, দেশের ক্রীড়া ইতিহাসে সর্ববৃহৎ অংশগ্রহণের ফুটবল আসর 'প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৬' আগামী আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় দেশের ৪০ হাজার ২৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১ কোটি ৬০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেবে। গতকাল দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের জুলাই বিপ্লব হলে প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলন শেষে শিক্ষামন্ত্রী প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা উপলক্ষে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে জামাল খান সড়কে রোড শো উদ্বোধন করেন।

এরপর তিনি টুর্ণামেন্টের উদ্বোধনস্থল চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তৃণমূল পর্যায় থেকে ক্রীড়ার ভিত্তি শক্ত করে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আয়োজন করা হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ড কাপ টুর্নামেন্ট। শিক্ষা ও খেলাধুলাকে সমন্বয় করে সুস্থ, দক্ষ ও মেধাবী *এরপর পৃষ্ঠা ১১*

চোখের স্বাস্থ্য জাতীয় উন্নয়নের অংশ: স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

চোখের স্বাস্থ্যকে শুধু চিকিৎসা সেবার বিষয় হিসেবে নয়, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা এবং জাতীয় উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. এম এ মুহিত। তিনি বলেছেন, "দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য মানসম্মত চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে।" গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে দ্য ফ্রেড হলোজ ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'ন্যাশনাল ডায়ালগ অন আই হেলথ বিয়ন্ড হেলথ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ডা. মুহিত বলেন, "চোখের স্বাস্থ্য সেবা সবার জন্য সহজলভ্য করতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। দেশের যে প্রান্তেই মানুষ বাস করুক না কেন, গুণগত মানের চক্ষু চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার সবার রয়েছে।" *এরপর পৃষ্ঠা ১১*

প্রভাব না দেখে মানব পাচারকারীদের দমন করা উচিত: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার

কোনো অপরাধী চক্রের কতটা প্রভাব রয়েছে তা না দেখে মানব পাচারকারীদের দমন করাই মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার ভবনে এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, প্রত্যেক মানুষের নাগরিক অধিকার হিসেবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দাসত্বের বন্ধনে গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ নানাভাবে জড়িয়ে পড়বে। আর মানব পাচার বন্ধে সরকারের শক্ত আইন প্রণয়ন ও আইনের শাসন নিশ্চিত করা জরুরি। সমাজে আইনের শাসন থাকলে অপরাধী চক্র গড়ে উঠত না। এই অপরাধী চক্র সমাজেরই অংশ এবং সমাজের মানুষেরাই এসব চক্র গড়ে তুলছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকলে এসব চক্র দমন করা সম্ভব হতো। তিনি বলেন, আইনের শাসন না থাকার কারণে তৃণমূলে নানা ধরনের অবিচার ও নিপীড়ন হয়।

অর্ধশিক্ষিত বা নিরক্ষর মানুষ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না এবং নিজেদের দাবি-দাওয়া জানাতে পারেন না। এ কারণে তারা নিগৃহীত হন।

রিজভী বলেন, অনেক কিছু না বুঝে মানুষ ফড়িয়া ও প্রতারক চক্রের কাছে সামান্য জমি-জায়গা বিক্রি করে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন তারা মানব পাচারের শিকার হয়। প্রতারক চক্রের ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে দেশ ছাড়ার পর পথেই অথবা গন্তব্যে পৌঁছে আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে দেশে ফেরত পাঠানো হলে *এরপর পৃষ্ঠা ১১*

ডিজিটাল ভূমিসেবা নিরাপদে মাঠপর্যায়ের অফিসে ১০ নির্দেশনা

স্টাফ রিপোর্টার

ডিজিটাল ভূমিসেবা নিরাপদ, নিরবচ্ছিন্ন ও কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে উপজেলা ভূমি অফিস, রাজস্ব সার্কেল অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য ১০ দফা নির্দেশনা জারি করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। সোমবার (২৭ জুলাই) ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটালাইজেশন, নলেজ ম্যানেজমেন্ট ও পারফরম্যান্স (ডিকেএমপি) অনুবিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়। নির্দেশনায় বলা হয়, ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন অটোমেটেড ভূমিসেবা কার্যক্রম নিরাপদ, নিরবচ্ছিন্ন ও কার্যকরভাবে পরিচালনার স্বার্থে মাঠপর্যায়ের ভূমি অফিসগুলোতে ব্যবহৃত কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য আইসিটি ডিভাইসের নিরাপত্তা এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি জরুরি। মন্ত্রণালয়ের জারি করা ১০ নির্দেশনা হলো: ১. সব কম্পিউটারে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও সর্বশেষ *এরপর পৃষ্ঠা ১১*

হজের বিমান টিকিটের মূল্য কমে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ সরকারের: প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেছেন, চলতি বছরের হজ মৌসুমে বাংলাদেশি হজযাত্রীদের বিমান টিকিটের মূল্য আরও ২৫ হাজার টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে হাজীদের ব্যয় কমাতে সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আরও বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য আলোচনা চলছে। গতকাল সকালে রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে হজ এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) আয়োজিত তিন দিনব্যাপী জাতীয় হজ ও ওমরাহ ফেয়ার-২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'সবার আগে বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশি *এরপর পৃষ্ঠা ১১*

ধর্ম ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে সকল মানুষের পাশে আছে সরকার: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেছেন, 'জাতি, ধর্ম এবং রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে সব মানুষের পাশে আছে সরকার। দেশে বর্তমানে ৪০ লাখ নিবন্ধিত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ রয়েছে।'

গতকাল রাজধানীর বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদে 'দি দাউদি বোহরাস অব বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে নবনির্মিত 'প্রজেক্ট রাইজ ওয়ার্ড ফর চাইল্ড হেলথ কেয়ার'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাখদুমা নার্গিস। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহানুভূতিশীল এবং মানবিক *এরপর পৃষ্ঠা ১১*

প্রযুক্তির পাশাপাশি মানুষের দক্ষতায় বিনিয়োগ জরুরি : টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

ডিজিটাল রূপান্তরের পথে দেশের কোনো জনগোষ্ঠী যেন পিছিয়ে না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। তিনি বলেছেন, ডিজিটাল অবকাঠামো ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের পাশাপাশি মানুষের দক্ষতা, জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল দক্ষতায় সক্ষম করে সরকারি সেবা ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে অর্থবহ অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করতে হবে। গতকাল রাজধানীর হোটেল শেরাটনে গ্রামীণফোনের 'ডিজিটাল ইনক্লুশন ফর মার্জিনালাইজড কমিউনিটিস' কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তর অবশ্যই অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সরকারি সেবা পৌঁছে দিতে এবং তাদের ডিজিটাল অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে *এরপর পৃষ্ঠা ১১*

গাজার গণহত্যায় ইসরাইলকে অস্ত্র দিচ্ছে ভারত: অ্যামনেস্টি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

গাজায় চলমান গণহত্যায় ইসরাইলকে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ পাঠাচ্ছে ভারত। মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব অস্ত্র ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হচ্ছে, তবুও ভারত সরবরাহ বন্ধ করেনি। গতকাল প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় অ্যামনেস্টি।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারত থেকে ইসরাইলে পাঠানো ২,৫৯৬টি অস্ত্র, গোলাবারুদ, যন্ত্রাংশ ও সামরিক সরঞ্জামের চালান বিশ্লেষণ করেছে তারা। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতীয় কোম্পানিগুলো ইসরাইলের সামরিক সরবরাহকারীদের কাছে অন্তত ৩ লাখ ৯০ হাজার ৫১৬টি ছোট অস্ত্রের যন্ত্রাংশ, ৫ লাখ ৬৪ হাজার ৯৭০টি বিস্ফোরক অস্ত্রের উপাদানড়যার মধ্যে ড্রোনের ওয়ারহেড ও আর্টিলারি শেলের খোল রয়েছ এবং ২৯৮টি সামরিক যানবাহনের উপাদান সরবরাহ করেছে। অ্যামনেস্টির দাবি, বাণিজ্যিক চালানের তথ্য বিশ্লেষণ করে তারা নিশ্চিত হয়েছে যে এসব পণ্য ইসরাইলের বিভিন্ন প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছেছে। যেগুলো *এরপর পৃষ্ঠা ১১*

সৎমাকে খুন করে জেলে, জামিনে এসে আপন মাকে খুন

ফরিদপুর সংবাদদাতা

ফরিদপুরে সৎমাকে খুন করে দীর্ঘদিন জেল খেটে জামিনে এসে আপন মাকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে রাহিম শেখ নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনার পর অভিযুক্ত পলাতক।

গতকাল দুপুর দেড়টার দিকে শহরের বায়তুল আমান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রাহিম শেখ ওই এলাকার আকবর শেখের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাহিম শেখ মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। পাশাপাশি নেশাগ্রস্ত ছিলেন। ৬-৭ বছর আগে তার সৎমাকে *এরপর পৃষ্ঠা ১১*

সম্পাদক ও প্রকাশক : শিহরন

বার্তা ও বাণিজ্যিক বিভাগ: সুমনা গণি ট্রেড সেন্টার (৫ম তলা), ২ পান্থপথ, কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন : ৫৫০১৪১৭২-৬, সম্পাদকীয় বিভাগ:১৬০/১-এ, মধ্যপাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। প্রকাশক কর্তৃক উক্ত ঠিকানা থেকে প্রকাশিত এবং বিসমিল্লাহ প্রিন্টিং প্রেস, ২১৯ ফকিরেরপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

হটলাইন: ০১৬১৩৯৯৯১১১, ই-মেইল : dailyadhikaran@gmail.com, adhikaran_24@yahoo.com ওয়েবসাইট : www.adhikaran.com, DainikAdhikaran DainikAdhikaran